মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
মুহাররম-ছফর	১৪৩১ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪১৬ বাং
জানুয়ারী	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম
সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইলঃ tahreek@ymail.com
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধঃ**

- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(১৬তম কিস্তি)* ০৩
  - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- লজ্জাশীলতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ ১২
  - মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- সকল সৃষ্টির ইবাদত ও আনুগত্য ১৭
  -রফীক আহমাদ
- তওবা ২১
  -আব্দুল ওয়াদূদ
- ইখলাছ মুক্তির পাথেয় ২৫
  -ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী
  -অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
- ভাগ্য গণনা ২৯
  -মূল: আবূ আমীনাহ বেলাল ফিলিপ্স
  -ভাষান্তর: ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাসান

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ৩৪

- ◆ বাবরী মসজিদ কলঙ্কের অবসান হোক
  -নূরুল ইসলাম

✡ **কবিতাঃ** ৩৮

- ◆ অবরুদ্ধ হৃদয়
- ◆ টাকার দুনিয়া

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ১৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০১০

নেতৃত্ব দর্শন

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতসমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নে'মত হ'ল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও গুণ-ক্ষমতা সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। বাকিরা তাদের অনুসরণ করেন। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুণ আল্লাহ পশু-পক্ষীদের মধ্যেও দান করেছেন, যাতে তাদের সমাজ বিশৃংখলাপূর্ণ না হয় এবং তাদের ও মানুষের ক্ষতি কম হয়।

মানব সমাজে দু'ধরনের নেতা রয়েছেন। এক প্রকার নেতা সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। এঁরা নবী বা রাসূল হিসাবে অভিহিত। যারা সরাসরি আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ফলে তাদের প্রতিটি বিধানগত কথা, কর্ম ও আচরণ অন্য মানুষের জন্য যথাযথভাবে অনুসরণীয়। এঁদের সংখ্যা সীমিত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ। কেননা আল্লাহ প্রেরিত বিধানসমূহ কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে নাযিল হয়েছে, যা ইসলামী বিধান হিসাবে পরিচিত ও সকল মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় একমাত্র দ্বীন হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনার জন্য অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার অবকাশ আর নেই। আল্লাহ কাউকে সে অনুমতি দেননি। যদি কেউ সে চেষ্টা করে, তবে তা কবুল করা হবে না বলে তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ১ লক্ষ ২৪ হাযার পয়গাম্বর হ'লেন যুগে যুগে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় নেতৃবর্গ। অতঃপর শেষনবী (ছাঃ) হ'লেন সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং ক্বিয়ামত অবধি সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়।

দ্বিতীয় ধরনের নেতা হ'লেন মানবীয় গুণসম্পন্ন সাধারণ সমাজনেতা। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ গুণাবলী ও যোগ্যতার ফলে তারা অন্যদের থেকে স্পষ্ট হয়ে যান। কিন্তু নেতৃত্ব যেহেতু চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়, তাই অন্যদেরকেই নেতা বাছাই করতে হয়। যোগ্য নির্বাচক ব্যতীত যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। নেতৃত্বের গুরুত্ব গাড়ির চালকের মত। যাকে সর্বদা যোগ্য, দক্ষ, সাহসী, দূরদর্শী, সদা-সতর্ক ও কর্তব্যনিষ্ঠ হ'তে হয়। নইলে যে কোন সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর চালকের যোগ্যতা ও দক্ষতা কেবল তিনিই যাচাই করতে পারেন, যিনি নিজে এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। মানুষ এ বিষয়ে ভুল করবে জেনেই আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে নবী ও বিধি-বিধান প্রেরণ করে সমাজ পরিচালনার পথ ও পদ্ধতি আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন নবীগণের দেখানো পথে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করবে মাত্র। এ জন্য যিনি নেতা নির্বাচিত হবেন, দেখতে হবে তিনি আল্লাহ্‌র দেখানো পথে সমাজ পরিচালনায় কতটুকু যোগ্য হবেন। নির্বাচকগণ তাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করবেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে এবং সম্যক দূরদর্শিতা সহকারে। যদি তারা তাতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও তারা গোনাহগার হবেন। সমাজের সীমিত সংখ্যক লোক জ্ঞানী ও দূরদর্শী হয়ে থাকেন। নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব মূলতঃ তাদেরই। অন্যেরা কেবল সমর্থন করবেন। এর বাইরে নেতৃত্ব নির্বাচনের সকল পথই ধোঁকা ও প্রতারণায় পূর্ণ। বিগত ও বর্তমান যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, নেতৃত্বের দর্শন কি? জওয়াব, নেতৃত্বের দর্শন হ'ল, অনুসারীগণকে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালনা করা। যে নেতা যথার্থভাবে এতে সক্ষম হবেন, সে নেতাই প্রকৃত সফলকাম হিসাবে বিবেচিত হবেন। যে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংগঠনে এই ধরনের নেতৃত্ব বেশী থাকবে, সে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংগঠন তত বেশী মযবুত ও সফলকাম হবে। যে জাতি এইরূপ নেতৃত্ব লাভ করেছে, সে জাতি ধন্য হয়েছে। মানুষকে সে জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, '(হে প্রভু!) তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হ'তে অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং সাহায্যকারী দান কর' *(নিসা ৭৫)*। আর সফলতার মাপকাঠি হ'ল আখেরাতে মুক্তি লাভ, দুনিয়ার সমৃদ্ধি ও গৌরব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা নেতৃত্ব ঐ ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করি না, যে তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাঙ্খা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৬৮৩)*। মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তান প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নানাবিধ চটকদার বক্তব্য ও লোভনীয় প্রতিশ্রুতির ফাঁদে ফেলে মানুষকে সে জাহান্নামের দিকে তাড়িত করছে। সেজন্য সর্বাগ্রে সে নেতাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। যাতে তার সঙ্গে তার অনুসারী সমাজ ও সংগঠন পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি এবং দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনব্যবস্থা। অতএব নেতৃত্বের প্রকৃত দর্শন মনে রেখে দেশের নির্বাচন কমিশন এবং সমাজের সচেতন ও দূরদর্শী ভাই-বোনদের পা ফেলতে হবে। যাতে সর্বত্র আল্লাহভীরু ও যোগ্য নেতৃত্ব দায়িত্বে আসেন ও কর্মতৎপর থাকেন। এ জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।- আমীন!! (স.স)। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ 'ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথা চালু করুন। নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য বিশেষ গুণাবলি নির্ধারণ করুন। ইমারত ও শূরা পদ্ধতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন। রাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত 'আমীর' থাকবেন, যিনি তাঁর মনোনীত স্বল্পসংখ্যক সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠন করবেন ও তাদের পরামর্শে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশ চালাবেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৬তম কিস্তি)

বনু ইস্রাঈলের পরবর্তী গন্তব্য

আল্লাহ বলেন,

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ-

‘ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে (অর্থাৎ ফেরাঊনীদের কাছ থেকে) বদলা নিলাম ও তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারলাম। কারণ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমাদের নিদর্শন সমূহকে ও তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল’। ‘আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হ’ত, তাদেরকে আমরা উত্তরাধিকার দান করলাম সেই ভূখণ্ডের পূর্বের ও পশ্চিমের, যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি এবং এভাবে পূর্ণ হয়ে গেল তোমার প্রভুর (প্রতিশ্রুত) কল্যাণময় বাণীসমূহ বনু ইস্রাঈলীদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিলাম সে সবকিছু, যা তৈরী করেছিল ফেরাঊন ও তার সম্প্রদায় এবং যা কিছু তারা নির্মাণ করেছিল’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৬-১৩৭)*।

উপরোক্ত আয়াত দু’টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফূট হয়। (১) অহংকার ও সীমালংঘনের কারণে ফেরাঊন ও তার সাথীদেরকে ডুবিয়ে মারা হয় এবং তাদের সভ্যতার সুউচ্চ নির্মাণাদি ধ্বংস হয় (২) আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও ফেরাঊনের যুলুমে ধৈর্যধারণের পুরষ্কার হিসাবে বনু ইস্রাঈলগণকে উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের উপরে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। (৩) এখানে الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ ‘যাদেরকে হীন মনে করা হয়েছিল’ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা যে জাতির বা যে ব্যক্তির সহায় থাকেন, বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে লোকেরা তাদের দুর্বল ভেবে বসে। কিন্তু আসলে তারা মোটেই হীন ও দুর্বল নয়। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। এখানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরাঊন সবল হ’লেও আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ায় বনু ইস্রাঈলগণ অবশেষে বিজয়ী হয়েছে। এ কারণে হযরত হাসান বছরী বলেন, অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হ’ল তার মুকাবিলা না করে ছবর করা। কেননা যখন সে যুলুমের পাল্টা যুলুমের দ্বারা প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, আল্লাহ তখন তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপরে ছেড়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন সে তার মুকাবিলায় ছবর করে এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য রাস্তা খুলে দেন’ *(মা‘আরেফ)*।

বনু ইস্রাঈলগণ মূসা (আঃ)-এর পরামর্শে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিল, رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালেম কওমের ফেৎনায় নিক্ষেপ করো না’। ‘এবং আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও’ *(ইউনুস ১০/৮৫-৮৬)*। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এবং যথাসময়ে তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়েই কি বনু ইস্রাঈলগণ মিসরে প্রত্যাবর্তন করল এবং ফেরাঊনের অট্টালিকা সমূহ ধ্বংস করে ফেরাঊনী রাজত্বের মালিক বনে গেল? এ ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত এতদসংক্রান্ত আয়াত সমূহে প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ ঐসময় মিসরে ফিরে যাননি। বরং তাঁরা আদি বাসস্থান কেন‘আনের উদ্দেশ্যে শাম-এর দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। অতঃপর পথিমধ্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান কেন‘আন দখল করার জন্য। সেখানে তখন আমালেক্বাদের রাজত্ব ছিল। যারা ছিল বিগত ‘আদ বংশের লোক এবং বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। নবী মূসার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তথাপি তারা ভীত হয় এবং জিহাদে যেতে অস্বীকার করে। শক্তিশালী ফেরাঊন ও তার বিশাল বাহিনীর চাক্ষুস ধ্বংস দেখেও তারা আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসা করতে পারেনি। ফলে আল্লাহ্র অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত জেলখানায় তারা ৪০ বছর অবরুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থাতেই হারূণ ও মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মূসা (আঃ)-এর শিষ্য ও পরবর্তী নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে তারা জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং তার মাধ্যমে আমালেক্বাদের হারিয়ে কেন‘আন দখল করে তারা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে আসে। এভাবে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সূরা আ‘রাফ ১৩৬-৩৭ আয়াত ছাড়াও শো‘আরা ৫৯, ক্বাছাছ ৫ ও দুখান ২৫-২৮ আয়াত

সমূহে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাঊনীদের পরিত্যক্ত সম্পদ সমূহের মালিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাঊনীদের ন্যায় বাগ-বাগিচা ও ধন-সম্পদের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা যরূরী নয়। বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হ'তে পারে। সূরা আ'রাফের আলোচ্য ১৩৭ আয়াতে 'যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি' বলে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। একই বাক্য সূরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতেও বলা হয়েছে। সেকারণ ক্বাতাদাহ বলেন, উপরোক্ত মর্মের সকল আয়াতে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে গিয়ে বনু ইস্রাঈলগণ দুনিয়াবী শান-শওকতের মালিক হয়। পূর্বের ও পশ্চিমের বলে শামের চারপাশ বুঝানো হয়েছে। হ'তে পারে এ সময় মাশারেক্ব ও মাগারেব (পূর্ব ও পশ্চিম) তথা শাম ও মিসর উভয় ভূখণ্ডের উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

[টীকা: মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে (বঙ্গানুবাদ) ৩২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ সাগরডুবি থেকে মুক্তি লাভের পর মিসরে আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু ৯৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ফেরাঊন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি। ... এর পরেও ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈলগণ কোন সময় দলবদ্ধভাবে জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে।]

প্রশ্ন হয়, ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী সমূলে ধ্বংস হওয়ার পরও হযরত মূসা (আঃ) কেন মিসরে ফিরে গিয়ে তার সিংহাসন দখল করে বনু ইস্রাঈলের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন না? এর জবাব **প্রথমতঃ** এটাই যে, এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পাননি। **দ্বিতীয়তঃ** তাঁর দূরদর্শিতায় হয়ত এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দ্বীনের বিজয় সম্ভব নয়। তাছাড়া দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য রাজনৈতিক সীমানা শর্ত নয়; বরং তা অঞ্চলগত সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র প্রচার আবশ্যক। তাই তিনি মিসর এলাকায় দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন শেষে এবার শাম এলাকায় দ্বীন প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। **তৃতীয়তঃ** এটা হ'তে পারে যে, নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের মূল ব্যক্তি হযরত ইয়াকূব (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের জন্মস্থান শাম এলাকার বরকতমণ্ডিত অঞ্চলে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো ব্যয় করার সুপ্ত বাসনা তাঁর মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাঁর মৃত্যুর জন্য কেন'আনের মাটিকেই নির্ধারিত করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে একটি লাল টিবি দেখিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর কবর নির্দেশ করেছিলেন।[১]

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

উপরোক্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সাগরডুবি থেকে নাজাত পাবার পর মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ তখনই মিসরে ফিরে যাননি। বরং তারা কেন'আনের উদ্দেশ্যে শাম অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন।

বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা ও তাদের উপরে আপতিত পরীক্ষা সমূহের বিবরণ

১. মূর্তি পূজার আবেদন

বনু ইস্রাঈল কওম মূসা (আঃ)-এর মু'জেযার বলে লোহিত সাগরে ডুবে মরা থেকে সদ্য নাজাত পেয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাঊনী গোষ্ঠীকে সাগরে ডুবে মরার মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিয়া আসার পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই তারা এমন এক জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের পূজা-অর্চনার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তাদের মন সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল এবং মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করল, اجْعَل لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ 'তাদের মূর্তিসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও একটা মূর্তি বানিয়ে দিন'। মূসা বললেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 'তোমরা মূর্খতায় লিপ্ত জাতি'। 'এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করছে, তা সব বাতিল'। 'তিনি বললেন, أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـهاً 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য সন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(আ'রাফ ৭/১৩৮-১৪০)*।

বস্তুতঃ মানুষ সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত। ফলে নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই অদৃশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অসীলা কল্পনা করে নিজেদের হাতে গড়া দৃশ্যমান মূর্তি সমূহের পূজা-অর্চনা চলে আসছে। অবশেষে আল্লাহ্কে ও তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে মানুষ মূর্তিকে ও নিজেদের মনগড়া বিধানকে মুখ্য গণ্য করেছে। মক্কার মুশরিকরাও শেষনবীর কাছে তাদের মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্র নৈকট্যের অসীলা বলে অজুহাত দিয়েছিল' *(যুমার ৩৯/৩)*। তাদের এই অজুহাত অগ্রাহ্য হয় এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসহ পরবর্তীকালের সকল জিহাদ মূলতঃ এই শিরকের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গে অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে কা'বা গৃহ ছাফ করেন এবং আয়াত পাঠ করেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 'সত্য এসে

গেল, মিথ্যা বিদূরিত হ'ল' *(ইসরা ১৭/৮১)*। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে স্থান আজ দখল করেছে মুসলমানদের মধ্যে কবর পূজা, ছবি-মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজা, স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনার ও বেদী পূজা, শিখা ও আগুন পূজা ইত্যাদি। বস্তুতঃ এগুলি স্পষ্ট শিরক, যা থেকে নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সাবধান করেছেন। মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে তাদের মূর্খতাসুলভ আচরণের জন্য ধমকানোর পর তাদের হুঁশ ফিরলো এবং তারা বিরত হ'ল।

তওরাত লাভঃ

যথাসময়ে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বললেন *(আ'রাফ ১৪৩)*। অতঃপর তাঁকে তওরাত প্রদান করলেন, যা ছিল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও সরল পথ প্রদর্শনকারী *(বাক্বারাহ ২/৫৩)*। দীর্ঘ বিশ বছরের অধিককাল পূর্বে মিসর যাওয়ার পথে এই স্থানেই মূসা প্রথম আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনের ও নবুঅত লাভের মহা সৌভাগ্য লাভ করেন। আজ আবার সেখানেই বাক্যালাপ ছাড়াও ঐশী গ্রন্থ তওরাত পেয়ে খুশীতে অধিকতর সাহসী হয়ে তিনি দাবী করে বসলেন,

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَّخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ-

'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখা দাও। আমি তোমাকে স্বচক্ষে দেখব'। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে (এ দুনিয়াতে) কখনোই দেখতে পাবে না। তবে তুমি (তূর) পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক। সেটি যদি স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহ'লে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রভু উক্ত পাহাড়ের উপরে স্বীয় জ্যোতির বিকীরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন বলল, হে প্রভু! মহা পবিত্র তোমার সত্তা! আমি তোমার নিকটে তওবা করছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*।

আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আমি আমার 'রিসালাত' তথা বার্তা পাঠানোর এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে লোকদের উপরে তোমাকে বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম তা গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞ থাক'। 'আর আমরা তোমাকে ফলক সমূহে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে। অতএব এগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান' *(আ'রাফ ৭/১৪৪-১৪৫)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তখতী বা পটে লিখিত অবস্থায় ঐশী গ্রন্থ তওরাত প্রদান করা হয়েছিল। আর এই তখতীগুলোর নামই হ'ল 'তওরাত'।

অতঃপর আল্লাহ মূসাকে অহীর মাধ্যমে ওয়াদা করলেন যে, তাকে সত্বর কিতাব প্রদান করা হবে এবং এজন্য তিনি বনু ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে তাকে 'তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে' চলে আসতে বললেন *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৪)*। অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুমে মূসা (আঃ) প্রথমে ত্রিশ দিন ছিয়াম পালন ও এ'তেকাফে মগ্ন থাকেন। এরপর আল্লাহ আরও দশদিন মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই দশদিন ছিল যিলহজ্জের প্রথম দশদিন, যা অতীব বরকতময়। এভাবে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ছিয়াম ও এ'তেকাফে অতিবাহিত করার পর তিনি তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হ'লেন *(আ'রাফ ৭/১৪২-৪৩)*।

(২) গো-বৎস পূজা

আল্লাহ পাক যখন মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। যা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে, তখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি হারূণ (আঃ)-এর নেতৃত্বে তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ৪০ দিন ছিয়াম ও ই'তেকাফে কাটানোর পরে তওরাত লাভ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তার কওম নিশ্চয়ই তার পিছে পিছে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে এসে শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তুমি দ্রুত চলে এলে কেন?' 'তিনি বললেন, তারা তো আমার পিছে পিছেই আসছে এবং হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি খুশী হও'। আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৫)*।

একথা জেনে মূসা (আঃ) হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং দুঃখে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ তওরাৎ দানের প্রতিশ্রুতি) দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল (৪০ দিন) তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে? না-কি তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ

নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে'? 'তারা বলল, আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের উপরে ফেরাঊনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে'। 'অতঃপর সে তাদের জন্য (সেখান থেকে) বের করে আনলো একটা গো-বৎসের অবয়ব, যার মধ্যে হাম্বা হাম্বা রব ছিল। অতঃপর (সামেরী ও তার লোকেরা) বলল, এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, যা পরে মূসা ভুলে গেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৬-৮৮)*।

ঘটনা ছিল এই যে, মিসর থেকে বিদায়ের দিন যাতে ফেরাঊনীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তারা কোনরূপ সন্দেহ না করে, সেজন্য (মূসাকে লুকিয়ে) বনু ইস্রাঈলরা প্রতিবেশী ক্বিবতীদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধার নেয় এই কথা বলে যে, আমরা সবাই ঈদ উৎসব পালনের জন্য যাচ্ছি। দু'একদিনের মধ্যে ফিরে এসেই তোমাদের সব অলংকার ফেরৎ দিব। কিন্তু সাগর পার হওয়ার পর যখন আর ফিরে যাওয়া হ'ল না, তখন কুটবুদ্ধি ও মূসার প্রতি কপট বিশ্বাসী সামেরী মনে মনে এক ফন্দি আটলো যে, এর দ্বারা সে বনু ইস্রাঈলদের পথভ্রষ্ট করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়কে হারূণের দায়িত্বে দিয়ে নিজে আগেভাগে তূর পাহাড়ে চলে যান, তখন সামেরী সুযোগ বুঝে তার ফন্দি কাজে লাগায়। সে ছিল অত্যন্ত চতুর। সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার সময় সে জিব্রীলের অবতরণ ও তার ঘোড়ার প্রতি লক্ষ্য করেছিল। সে দেখেছিল যে, জিব্রীলের ঘোড়ার পা যে মাটিতে পড়ছে, সে স্থানের মাটি সজীব হয়ে উঠছে ও তাতে জীবনের স্পন্দন জেগে উঠছে। তাই সবার অলক্ষ্যে এ পদচিহ্নের এক মুঠো মাটি সে তুলে সযতনে রেখে দেয়।

মূসা (আঃ) চলে যাবার পর সে লোকদের বলে যে, 'তোমরা ফেরাঊনীদের যেসব অলংকারাদি নিয়ে এসেছ এবং তা ফেরত দিতে পারছ না, সেগুলি ভোগ-ব্যবহার করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না। অতএব এগুলি একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও'। কথাটি অবশেষে হারূণ (আঃ)-এর কর্ণগোচর হয়। নাসাঈ-তে বর্ণিত 'হাদীছুল ফুতূনে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূণ (আঃ) সব অলংকার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন, যাতে সেগুলি একটি অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা যায়। হযরত হারূণ (আঃ)-এর নির্দেশ মতে সবাই যখন অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করছে, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূণ (আঃ)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক- এই মর্মে আপনি দো'আ করলে আমি নিক্ষেপ করব, নইলে নয়।' হযরত হারূণ তার কপটতা বুঝতে না পেরে সরল মনে দো'আ করলেন। আসলে তার মুঠিতে ছিল জিব্রীলের ঘোড়ার পায়ের সেই অলৌকিক মাটি। ফলে উক্ত মাটির প্রতিক্রিয়ায় হৌক কিংবা হযরত হারূণের দো'আর ফলে হৌক- সামেরীর উক্ত মাটি নিক্ষেপের পরপরই গলিত অলংকারাদির অবয়বটি একটি গো-বৎসের রূপ ধারণ করে হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকে। মুনাফিক সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা এতে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ 'এটাই হ'ল তোমাদের উপাস্য ও মূসার উপাস্য। যা সে পরে ভুলে গেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৮)*।

মূসা (আঃ)-এর তূর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা দিয়ে বলল, মূসা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে। এখন তোমরা সবাই গো-বৎসের পূজা কর'। কিছু লোক তার অনুসরণ করল। বলা হয়ে থাকে যে, বনু ইস্রাঈল এই ফিৎনায় পড়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে মূসা (আঃ)-এর পিছে পিছে তূর পাহাড়ে গমনের প্রক্রিয়া পথিমধ্যেই বানচাল হয়ে গেল।

হারূণ (আঃ) তাদেরকে বললেন, 'হে আমার কওম! তোমরা এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা অতীব দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল'। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, 'মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজায় লেগে থাকব' *(ত্বোয়াহা ৯০-৯১)*।

অতঃপর মূসা (আঃ) এলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা শুনলেন। হারূণ (আঃ)ও তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল। অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা করলেন।

গো-বৎস পূজার শাস্তিঃ

মূসা (আঃ) গো-বৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারী হঠকারী লোকদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করে নিজেদের উপরে নিজেরা যুলুম করেছ। অতএব এখন তোমাদের প্রভুর নিকটে তওবা কর এবং নিজেদেরকে পরস্পরে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার নিকটে কল্যাণকর' *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। এভাবে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

এরপরেও কপট বিশ্বাসী ও হঠকারী কিছু লোক থাকে, যারা তওরাতকে মানতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের মাথার উপরে আল্লাহ তূর পাহাড়ের একাংশ উঁচু করে ঝুলিয়ে

ধরেন এবং অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা সবাই আনুগত্য করতে স্বীকৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপরে তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদের যে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তা মযবুতভাবে ধারণ কর এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা স্মরণে রাখ, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/৬৩)*। কিন্তু গো-বৎসের মহব্বত এদের হৃদয়ে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, এতকিছুর পরেও তারা শিরক ছাড়তে পারেনি। আল্লাহ বলেন, وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 'কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস প্রীতি পান করানো হয়েছিল' *(বাক্বারাহ ২/৯৩)*। যেমন কেউ সরাসরি শিরককে নেতৃত্ব দিয়েছে, কেউবা মুখে তওবা করলেও অন্তরে পুরোপুরি তওবা করেনি। কেউবা শিরককে ঘৃণা করতে পারেনি। কেউ বা মনে মনে ঘৃণা করলেও বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়েছিল এবং বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। আল্লাহ যখন তূর পাহাড় তুলে ধরে ভয় দেখিয়ে তাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেন, তখনও তাদের কেউ কেউ (পরবর্তীতে) বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম' *(বাক্বারাহ ২/৯৩)*। যদিও অমান্য করলাম কথাটি ছিল পরের এবং তা প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বাস্তব ক্রিয়াকর্মে। যেমন আল্লাহ এইসব প্রতিশ্রুতি দানকারীদের পরবর্তী আচরণ সম্বন্ধে বলেন, ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ– 'অতঃপর তোমরা উক্ত ঘটনার পরে (তোমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে গেছ। যদি আল্লাহ্র বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ তোমাদের উপরে না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে' *(বাক্বারাহ ২/৬৪)*।

সামেরীর কৈফিয়ত:

সম্প্রদায়ের লোকদের শাস্তি দানের পর মূসা (আঃ) এবার সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?' 'সে বলল, আমি দেখলাম, যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জিব্রীলের) পদচিহ্নের) নীচ থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা (আগুনে গলিত অলংকারের অবয়বের প্রতি) নিক্ষেপ করলাম। আমার মন এটা করতে প্ররোচিত করেছিল (অর্থাৎ কারু পরামর্শে নয় বরং নিজস্ব চিন্তায় ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় আমি একাজ করেছি)'। 'মূসা বললেন, দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এই শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি, 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্য (আখেরাতে) একটা নির্দিষ্ট ওয়াদা রয়েছে (অর্থাৎ জাহান্নাম), যার ব্যতিক্রম হবে না। এক্ষণে তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই সর্বদা পূজা দিয়ে ঘিরে থাকতিস। আমরা ওটাকে (অর্থাৎ কৃত্রিম গো-বৎসটাকে) অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব এবং অবশ্যই ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছিটিয়ে দেব' *(ত্বোয়াহা ৯৫-৯৭)*।

সামেরী ও তার শাস্তি:

পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। পরে মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। অত্যন্ত চতুর এই ব্যক্তিটি পরে কপট বিশ্বাসী ও মুনাফিক হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না পাওয়ায় সে বনু ইস্রাঈলদের সাথে সাগর পার হওয়ার সুযোগ পায়। মূসা (আঃ)-এর বিপুল নাম-যশ ও ঐশী ক্ষমতায় সে তার প্রতি মনে মনে ঈর্ষা পরায়ণ ছিল। মূসার সান্নিধ্য ও নিজস্ব সুক্ষ্মদর্শিতার কারণে সে জিব্রাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের কারণেই সাগর পার হওয়ার সময় সে জিব্রীলকে চিনতে পারে ও তার ঘোড়ার পদচিহ্নের মাটি সংগ্রহ করে। তার ধারণা ছিল যে, মূসার যাবতীয় ক্ষমতার উৎস হ'ল এই ফেরেশতা। অতএব তার স্পর্শিত মাটি দিয়ে সেও এখন মূসার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে।

মূসা (আঃ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, সে কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুর ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। এটাও সম্ভবপর যে, পার্থিব আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে খোদ তার সত্তায় আল্লাহ্র হুকুমে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে যে, মূসা (আঃ)-এর বদদো'আয় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে বা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত' *(কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৯৫)*। এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলে উঠতো لاَ مِسَاسَ 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না'। বস্তুতঃ মৃত্যুদণ্ডের চাইতে এটিই ছিল কঠিন শাস্তি। যা দেখে অপরের শিক্ষা হয়। বলা বাহুল্য, আজও ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে গো-মাতার পূজা অব্যাহত রয়েছে। যদিও উদারমনা উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমেই এ অলীক বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং গাভীকে দেবী নয় বরং মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও খাদ্যযোগ্য প্রাণী হিসাবে বিশ্বাস করেন।

কুরতুবী বলেন, এর মধ্যে দলীল রয়েছে এ বিষয়ে যে, বিদ'আতী ও পাপাচারী ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা যরূরী। তাদের সঙ্গে কোনরূপ মেলামেশা ও আদান-প্রদান না করাই কর্তব্য। যেমন আচরণ শেষনবী (ছাঃ) জিহাদ থেকে পিছু হটা মদীনার তিনজন ধনীলোকের সাথে করেছিলেন *(কুরতুবী)*।

(৩) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি

মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে তওরাৎ প্রাপ্ত হয়ে বনু ইস্রাঈলের কাছে ফিরে এসে তা পেশ করলেন এবং বললেন যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব। তোমরা এর অনুসরণ কর। তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলে উঠলো, যদি আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বলে দেন যে, এটি তাঁর প্রদত্ত কিতাব, তাহ'লেই কেবল আমরা বিশ্বাস করব, নইলে নয়। হতে পারে তুমি সেখানে চল্লিশ দিন বসে বসে এটা নিজে লিখে এনেছ। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে তাঁর সাথে তূর পাহাড়ে যেতে বললেন। বনু ইস্রাঈলরা তাদের মধ্যে বাছাই করা সত্তর জনকে মনোনীত করে মূসা (আঃ)-এর সাথে তূর পাহাড়ে প্রেরণ করল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্র বাণী স্বকর্ণে শুনতে পেল। এরপরেও তাদের অবাধ্য মন শান্ত হ'ল না। শয়তানী ধোঁকায় পড়ে তারা নতুন এক অজুহাত তুলে বলল, এগুলো আল্লাহ্র কথা না অন্য কারু কথা, আমরা বুঝবো কিভাবে? অতএব যতক্ষণ আমরা তাঁকে সশরীরে প্রকাশ্যে আমাদের সম্মুখে না দেখব, ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করব না যে, এসব আল্লাহ্র বাণী। কিন্তু যেহেতু এ পার্থিব জগতে চর্মচক্ষুতে আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা কারু নেই, তাই তাদের এই চরম ধৃষ্টতার জবাবে আসমান থেকে ভীষণ নিনাদ নাযিল হ'ল, যাতে সব নেতাগুলোই চোখের পলকে অক্কা পেল।

অকস্মাৎ এমন ঘটনায় মূসা (আঃ) বিস্মিত ও ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! এমনিতেই ওরা হঠকারী। এরপরে এদের মৃত্যুতে লোকেরা আমাকেই দায়ী করবে। কেননা মূল ঘটনার সাক্ষী কেউ থাকল না আমি ছাড়া। অতএব হে আল্লাহ! ওদেরকে পুনর্জীবন দান কর। যাতে আমি দায়মুক্ত হ'তে পারি এবং ওরাও গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। আল্লাহ মূসার দো'আ কবুল করলেন এবং ওদের জীবিত করলেন। এ ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে-

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّـهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ- ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّـن بَعْـدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

'আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! কখনোই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখন তোমাদেরকে পাকড়াও করল এক ভীষণ নিনাদ (বজ্রপাত), যা তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছিল'। 'অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমরা তোমাদেরকে পুনরুত্থান করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*।

(৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের নির্দেশ

সাগরডুবি থেকে মুক্তি পাবার পর হ'তে সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে তূর পাহাড়ে পৌঁছা পর্যন্ত সময়কালে মূর্তিপূজার আবদার, গো-বৎস পূজা ও তার শাস্তি, তওরাৎ লাভ ও তা মানতে অস্বীকার এবং তূর পাহাড় উঠিয়ে ভয় প্রদর্শন, আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি প্রভৃতি ঘটনা সমূহের পর এবার তাদের মূল গন্তব্যে যাত্রার জন্য আদেশ করা হ'ল।

অবাধ্য জাতিকে তাদের আদি বাসস্থানে রওয়ানার প্রাক্কালে মূসা (আঃ) তাদেরকে দূরদর্শিতাপূর্ণ উপদেশবাণী শুনান এবং যেকোন বাধা সাহসের সাথে অতিক্রম করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিগত দিনে আল্লাহ্র অলৌকিক সাহায্য লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অভয়বাণী শুনান। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়,

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكاً وَآتَاكُمْ مَّا لَـمْ يُـؤْتِ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِـيْ كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَـدُّوْا عَلَـى أَدْبَـارِكُمْ فَتَنْقَلِبُـوْا خَاسِرِيْنَ-

'আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ রাজি স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বস্তু দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি'। 'হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে (বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরে) প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর তোমরা পশ্চাদদিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/২০-২১)*।

পবিত্র ভূমির পরিচিতি:

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম অর্থাৎ সিরিয়া অঞ্চল পবিত্র ভূমির অন্তর্গত। আমাদের রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শাম পবিত্র ভূমি হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আবহাওয়াগত দিক দিয়ে সিরিয়া প্রাচীন কাল থেকেই শস্য-শ্যামল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে খ্যাত। জাহেলী যুগে মক্কার ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত ভাবে ইয়ামন ও সিরিয়ায় যথাক্রমে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে

ব্যবসায়িক সফরে অভ্যস্ত ছিল। বলা চলে যে, এই দু'টি সফরের উপরেই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করত। সূরা কুরায়েশ-য়ে এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতে এই এলাকাকে بَارَكْنَا حَوْلَهُ বা 'বরকতময় এলাকা' বলে অভিহিত করেছেন। এর বরকত সমূহ ছিল দ্বিবিধ: ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় দিকে বরকতের কারণ ছিল এই যে, এ অঞ্চলটি হ'ল, ইবরাহীম, ইয়াকূব, দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা (আঃ) সহ কয়েক হাযার নবীর জন্মস্থান, বাসস্থান ও মৃত্যুস্থান। মূসা (আঃ)-এর জন্ম মিসরে হ'লেও তাঁর মৃত্যু হয় এখানে এবং তাঁর কবর হ'ল বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। নিকটবর্তী তীহ প্রান্তরে মূসা, হারূণ, ইউশা' প্রমুখ নবী বহু বৎসর ধরে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁদের প্রচারের ফল অন্ততঃ এটুকু ছিল এবং এখনও আছে যে, আরব উপদ্বীপে কোন নাস্তিক বা কাফির নেই।

অতঃপর পার্থিব বরকত এই যে, সিরিয়া অঞ্চল ছিল চিরকাল উর্বর এলাকা। এখানে রয়েছে অসংখ্য ঝরণা, বহমান নদ-নদী এবং অসংখ্য ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বলা যায় অতুলনীয়। একটি হাদীছে এসেছে, দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করবে কিন্তু চারটি মসজিদে পৌঁছতে পারবে না: বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে তূর'।[২]

মূসা (আঃ)-এর আগমনকালে বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম এলাকা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ছিল। তারা ছিল কওমে 'আদ-এর একটি শাখা গোত্র। দৈহিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট। তাদের সাথে যুদ্ধ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ দিয়েছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর মিসরে হিজরতের পর কেন'আন সহ শাম এলাকা আমালেক্বাদের অধীনস্থ হয়। আয়াতে বর্ণিত 'রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন' বাক্যটি ভবিষ্যদ্বাণী হ'তে পারে, যার সম্পর্কে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট থেকে নিশ্চিত ওয়াদা পেয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল যে, তারা জিহাদ করে কেন'আন দখল করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে জিহাদে অগ্রসর হ'লে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে। যেভাবে ফেরাঊনের বিরুদ্ধে তারা অলৌকিক বিজয় অর্জন করেছিল মাত্র কিছুদিন পূর্বে।

অতঃপর 'তাদেরকে এমন সব বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বের কাউকে দেওয়া হয়নি' বলতে তাদের দেওয়া ধর্মীয় নেতৃত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব উভয়কে বুঝানো হয়েছে, যা একত্রে কাউকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। এটাও ভবিষ্যদ্বাণী হ'তে পারে, যা তাদের বংশের পরবর্তী নবী দাঊদ ও সুলায়মানের সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাদের সময়েও এটা সম্ভব ছিল, যদি নাকি তারা নবী মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু হতভাগারা তা পারেনি বলেই বঞ্চিত হয়েছিল।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিমুখে যাত্রা:

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলকে আমালেক্বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাম দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, শামের ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে *(মায়েদাহ ৫/২১)*। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এইসব বিলাসী কাপুরুষেরা আল্লাহ্র কথায় দৃঢ় বিশ্বাস আনতে পারেনি।

মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে শাম অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। যথা সময়ে তাঁরা জর্দান নদী পার হয়ে 'আরীহা' (أريحا) পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। এটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম মহানগরী সমূহের অন্যতম, যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যা আজও স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। মূসা (আঃ)-এর সময়ে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ মহানগরীর এক হাযার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাযার করে বাগান ছিল।

শিবির স্থাপনের পর মূসা (আঃ) বিপক্ষ দলের অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য ১২ জন সর্দারকে প্রেরণ করলেন যারা ছিল হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো পুত্রের বংশধরগণের 'বারোজন প্রতিনিধি, যাদেরকে তিনি আগেই নির্বাচন করেছিলেন স্ব স্ব গোত্রের লোকদের দেখাশুনার জন্য' *(মায়েদাহ ৫/১২)*। তারা রওয়ানা হবার পর বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে বিপক্ষ দলের বিশালদেহী বিকট চেহারার একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে লোকটির নাম 'আউজ ইবনে ওনুক' (عوج بن عنق) বলা হয়েছে এবং তার আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসের অতিরঞ্জিত বর্ণনা সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যাই হোক উক্ত ব্যক্তি একাই বনু ইস্রাঈলের এই বার জন সরদারকে পাকড়াও করে তাদের বাদশাহ্র কাছে নিয়ে গেল এবং অভিযোগ করল যে, এই লোকগুলি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতলব নিয়ে এসেছে। বাদশাহ তার নিকটতম লোকদের সাথে পরামর্শের পর এদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন এই উদ্দেশ্যে যে, এরা গিয়ে তাদের নেতাকে আমালেক্বাদের

২. *আহমদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, শারহুস সুন্নাহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৩৪।*

জাক-জমক ও শৌর্য-বীর্যের স্বচক্ষে দেখা কাহিনী বর্ণনা করবে। তাতে ওরা ভয়ে এমনিতেই পিছিয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, বাদশাহ্‌র ধারণাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। এই ভীত-কাপুরুষ সর্দাররা জিহাদ দূরে থাক, ওদিকে তাকানোর হিম্মতও হারিয়ে ফেলেছিল।

বনু ইস্রাঈলের বারো জন সর্দার আমালেক্বাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বজাতির কাছে ফিরে এল এবং আমালেক্বাদের বিস্ময়কর উন্নতি ও অবিশ্বাস্য শক্তি-সামর্থ্যের কথা মূসা (আঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করল। কিন্তু মূসা (আঃ) এতে মোটেই ভীত হননি। কারণ তিনি আগেই অহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। সেমতে তিনি গোত্রনেতাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আমালেক্বাদের শৌর্য-বীর্যের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, ইউশা' বিন নূন ও কালেব বিন ইউক্বেন্না ব্যতীত বাকী সর্দাররা গোপনে সব ফাঁস করে দিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ফলে যা হবার তাই হ'ল। এই ভীতু আরামপ্রিয় জাতি একেবারে বেঁকে বসলো।

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ-

'তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনো সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে নিশ্চিতই আমরা সেখানে প্রবেশ করব' *(মায়েদাহ ৫/২২)*। অর্থাৎ ওরা চায় যে, মূসা (আঃ) তার মু'জেযার মাধ্যমে যেভাবে ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরে আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন, অনুরূপভাবে আমালেক্বাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের পরিত্যক্ত অট্টালিকা ও সম্পদরাজির উপরে আমাদের মালিক বানিয়ে দিন। অথচ আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, বান্দাকে চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। কিন্তু বনু ইস্রাঈলরা এক পাও বাড়াতে রাযী হয়নি। এমতাবস্থায়

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'তাদের মধ্যকার দু'জন আল্লাহভীরু ব্যক্তি (সম্ভবতঃ পূর্বের দু'জন সর্দার হবেন, যাদের মধ্যে ইউশা' পরে নবী হয়েছিলেন), যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, (মূসা (আঃ)-এর আদেশ মতে) 'তোমরা ওদের উপর আক্রমণ করে (শহরের মূল) দরজায় প্রবেশ কর। (কেননা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে,) যখনই তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা অবশ্যই জয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*।

কিন্তু ঐ দুই নেককার সর্দারের কথার প্রতি তারা দৃকপাত করল না। বরং আরও উত্তেজিত হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলল,

يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ-

'হে মূসা! আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার পালনকর্তা যাও এবং যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানেই বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। নবীর অবাধ্যতার ফলস্বরূপ এই জাতিকে ৪০ বছর তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে বন্দী থাকতে হয় *(মায়েদাহ ৫/৪৬)*। অতঃপর এইসব দুষ্টমতি নেতাদের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধররা হযরত ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনর্দখল করে *(কুরতুবী)*।

বনু ইস্রাঈলের এই চূড়ান্ত বেআদবী ছিল কুফরীর নামান্তর এবং অত্যন্ত পীড়াদায়ক। যা পরবর্তীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গেছে। বদরের যুদ্ধের সময়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছুটা অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অল্প সংখ্যক সবেমাত্র মুহাজির মুসলমানের মোকাবেলায় তিনগুণ শক্তিসম্পন্ন সুসজ্জিত বিরাট সেনাবাহিনীর আগমনে হতচকিত ও অপ্রস্তুত মুসলমানদের বিজয়ের জন্য যখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, তখন মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আনছারী (রাঃ) দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কস্মিনকালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা (আঃ)-এর স্বজাতি তাঁকে বলেছিল, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ- 'তুমি ও তোমার প্রভু যাও যুদ্ধ করগে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বরং আমরা আপনার ডাইনে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন'। বিপদ মুহূর্তে সাথীদের এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কথায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।[৩]

মিসর থেকে হিজরতের কারণঃ

ইউসুফ হ'তে মূসা পর্যন্ত দীর্ঘ চার/পাঁচশ' বছর মিসরে অবস্থানের পর এবং নিজেদের বিরাট জনসংখ্যা ছাড়াও

৩. *মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ১৬৬।*

ফেরাউনীদের বহু সংখ্যক লোক গোপনে অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মূসা (আঃ)-এর মত শক্তিশালী একজন নবীকে পাওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলকে কেন রাতের অন্ধকারে চোরের মত মিসর থেকে পালিয়ে আসতে হ'ল? অতঃপর পৃথিবীর কোথাও তারা আর স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারেনি, তার একমাত্র কারণ ছিল 'জিহাদ বিমুখতা'। এই বিলাসী, ভীরু ও কাপুরুষের দল 'ফেরাউন ও তার দলবলের ভয়ে এতই ভীত ছিল যে, তাদের নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করত না। বরং মূসা (আঃ)-এর কাছে পাল্টা অভিযোগ তুলতো যে, তোমার কারণেই আমরা বিপদে পড়ে গেছি'। যেমন সূরা আ'রাফ ১২৯ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। 'অথচ ঐ সময় মিসরে মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ ছিল'।[৪]

মিসর থেকে বেরিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নগরী দখলের জন্যও তাদেরকে যখন জিহাদের হুকুম দেওয়া হ'ল, তখনও তারা একইভাবে পিছুটান দিল। যার পরিণতি তারা সেদিনের ন্যায় আজও ভোগ করছে। বস্তুতঃ বিলাসী জাতি ভীরু হয় এবং জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

বাল'আম বাঊরার ঘটনা:

ফিলিস্তীন দখলকারী 'জাব্বারীন' তথা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নেতারা মূসা (আঃ) প্রেরিত ১২ জন প্রতিনিধিকে ফেরৎ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। কারণ তারা মূসা (আঃ)-এর মু'জেযার কারণে ফেরাউনের সসৈন্যে সাগরডুবির খবর আগেই জেনেছিল। অতএব মূসা (আঃ)-এর বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান বন্ধ করার জন্য তারা বাঁকা পথ তালাশ করল। তারা অত্যন্ত গোপনে বনু ইস্রাঈলের ঐ সময়কার একজন নামকরা সাধক ও দরবেশ আলেম বাল'আম ইবনে বাঊরার কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ লোক পাঠাল। বাল'আম তার স্ত্রীর অনুরোধে তা গ্রহণ করল। অতঃপর তার নিকটে আসল কথা পাড়া হ'ল যে, কিভাবে আমরা মূসার অভিযান ঠেকাতে পারি। আপনি পথ বাৎলে দিলে আমরা আরও মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি আপনাকে দান করব। বাল'আম উঁচুদরের আলেম ছিল। যে সম্পর্কে তার নাম না নিয়েই আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ-

'আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সেই লোকটির অবস্থা, যাকে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ দান করেছিলাম। অথচ সে তা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। আর তার পিছনে লাগল শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(আ'রাফ ৭/১৭৫)*।

কথিত আছে যে, বাল'আম 'ইসমে আযম' জানত। সে যা দো'আ করত, তা সাথে সাথে কবুল হয়ে যেত। আমালেক্বাদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে মূসার বিরুদ্ধে দো'আ করল। কিন্তু তার জিহ্বা দিয়ে উল্টা দো'আ বের হ'তে লাগল যা আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যেতে লাগল। তখন সে দো'আ বন্ধ করল। কিন্তু অন্য এক পৈশাচিক রাস্তা তাদের বাৎলে দিল। সে বলল, বনু ইসরাঈলগণের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে দিতে পারলে আল্লাহ তাদের উপরে নারায হবেন এবং তাতে মূসার অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে'। আমালেক্বারা তার পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে বনু ইস্রাঈল নেতাদের সেবাদাসী হিসাবে অতি গোপনে পাঠিয়ে দিল। বড় একজন নেতা এফাঁদে পা দিল। আস্তে আস্তে তা অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হ'ল। ফলে আল্লাহ্র গযব নেমে এল। বনু ইস্রাঈলীদের মধ্যে প্লেগ মহামারী দেখা দিল। কথিত আছে যে, একদিনেই সত্তর হাযার লোক মারা গেল। এ ঘটনায় বাকী সবাই তওবা করল এবং প্রথম পথভ্রষ্ট নেতাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে রাস্তার উপরে ঝুলিয়ে রাখা হ'ল। অতঃপর আল্লাহ্র গযব উঠে গেল।

সম্ভবতঃ সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা, শঠতা ও পাপাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে এবং একসাথে এই বিরাট জনশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় মূসা (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

[চলবে]

মাসিক আত-তাহরীক-এর বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

(জানুয়ারী ২০১০ হ'তে প্রযোজ্য)

শেষ প্রচ্ছদ	১৫,০০০/= (রঙিন)
২য় প্রচ্ছদ	১২,০০০/= ,,
৩য় প্রচ্ছদ	১২,০০০/= ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬,০০০/= (সাদাকালো)
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩,৫০০/= ,,
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	২,০০০/= ,,

যোগাযোগ: বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী। ফোন- ৮৬১৩৬৫।

৪. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০।

লজ্জাশীলতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ

মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

উত্তম চরিত্র মানব জীবনের অতি মূল্যবান সম্পদ, যাকে মানব জীবনের ভূষণ বলেও অভিহিত করা যায়। আর উত্তম চরিত্রের ভূষণ হচ্ছে লজ্জাশীলতা বা লাজুকতা। যে কাজ করলে জনসমক্ষে মস্তক অবনত হ'তে পারে ঐ ভয়ে তা পরিহার করা বা তা থেকে বিরত থাকার নাম 'হায়া' বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে গর্হিত, অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে মানুষ উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই, কোন কাজ করতে তার বিবেক বাধা দেয় না। মন যা চায় তাই সে করে যায় দ্বিধাহীনচিত্তে। এ কারণে সমাজে সে হয় নিন্দিত, ঘৃণিত। সুতরাং উত্তম চরিত্রের অন্যতম গুণ লজ্জা সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

লজ্জাশীতার পরিচয় ও প্রকারভেদ:

লজ্জা হচ্ছে মানুষের মধ্যকার এমন পরিবর্তন, যা ঘৃণিত ও অপমান-অপদস্ত হওয়ার ভয়ে সংঘটিত হয়। পারিভাষিক অর্থে লজ্জাশীলতা হচ্ছে خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. 'মানবীয় এমন চরিত্র, যা নিকৃষ্ট, কদর্য কথা ও কর্ম পরিহারে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে এবং যথাযোগ্য হক্বদারকে অবহেলা ও উপেক্ষা করতে বাধা প্রদান করে'। অর্থাৎ প্রাপকের প্রাপ্য যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে বাধ্য করে।[১] আবুল কাসেম আল-জুনায়েদ বলেন, الحياء رؤية الآلاء أى النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء 'লজ্জাশীলতা হ'ল আল্লাহর অপরিসীম দয়া, অনুগ্রহ ও ইহসানের প্রতি লক্ষ্য করা এবং নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। এ উভয়বিদ চিন্তার ফলে মানসপটে যে ভাবের উদয় হয়, তাকেই বলা হয় লজ্জাশীলতা'।[২] আল্লামা রাগিব আল-ইছফাহানী বলেন, انقباض النفس عن القبائح وتركه 'খারাপ কাজ থেকে নফসকে বিরত রাখা ও তা পরিত্যাগ করা'।[৩]

লজ্জা দুই প্রকার। যথা- ১. জন্মগত ও স্বভাব সুলভ লজ্জা, যা অর্জিত নয়। এটা এক মহৎ চরিত্র যা আল্লাহ মানুষকে দান করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। যেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْحَيَاءُ لاَيَأْتِى إِلاَّبِخَيْرٍ 'লজ্জাশীলতা কল্যাণই আনয়ন করে'।[৪] এটা মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং চারিত্রিক হীনতা ও নীচতা হ'তে বাধা দেয়। আর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং এদিক থেকে এটা ঈমানের একটা বৈশিষ্ট্য। ওমর (রাঃ) বলেন, من استحيى اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى 'যে লজ্জা করল সে আড়ালে গেল। যে আড়ালে গেল সে আত্মরক্ষা করল। আর যে আত্মরক্ষা করল সে বেঁচে গেল, পরিত্রাণ পেল'। আল-জাররাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাকিমী বলেন, تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع، 'লজ্জায় চল্লিশ বছর যাবৎ পাপকর্ম, গোনাহ পরিহার করেছি। অতঃপর আমি আল্লাহভীতি অর্জন করেছি'। কেউ কেউ বলেন, رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة، فاسحالت ديانة 'আমি পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছি। অতঃপর তা লোক দেখানোর জন্য পরিহার করেছি। এতে ধার্মিকতা অর্জন অসাধ্য হয়ে গেছে'।[৫]

২. অর্জিত লজ্জা; আল্লাহ্র পরিচয় ও তাঁর মহত্ত্ব, বান্দার নিকটবর্তী হওয়া, বান্দাদেরকে ও তাদের কাজ-কর্ম দেখা, দৃষ্টির অবাধ্যতা ও অন্তরের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর অবগতি প্রভৃতি জানার মাধ্যমে যে লজ্জা অর্জিত হয়। এটা হচ্ছে ঈমানের উচ্চ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি; বরং এটা হচ্ছে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতর গুণ বা বদান্যতা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক লোককে উদ্দেশ্য করে বলেন, اِسْتَحِي مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلاً مِنْ صَالِحِ عَشِيْرَتِكَ 'আল্লাহ্কে অনুরূপ লজ্জা কর যেমন কোন লোক যথাযোগ্য স্বজন থেকে লজ্জা করে'।[৬]

লজ্জাশীলতার গুরুত্ব :

লাজুকতা মানব চরিত্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। গর্হিত ও অশোভন কর্ম পরিহারে এবং উত্তম ও শোভনীয়

১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১৮শ খণ্ড (কুয়েত: ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুঊনিল ইসলামিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪১০/১৯৯০ খ্রীঃ), পৃঃ ২৪৬।*
২. *ইমাম নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন (কুয়েত: আল-ইরফান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬হিঃ/১৯৯৬খ্রীঃ), পৃঃ ২৪৬।*
৩. *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৯), পৃঃ ১৪৬।*
৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১।*
৫. *ইবন রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, তাহক্বীক্ব: শু'আইব আল-আরনাউত ও ইবরাহীম বাজিস, ১ম খণ্ড (সঊদী আরব: দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ৯ম প্রকাশ, ১৪২৩/২০০২ খ্রীঃ), পৃঃ ৫০১।*
৬. *ঐ।*

www.at-tahreek.com

কার্যাবলী সম্পাদনে লজ্জাশীলতা সহায়তা করে। বিশেষ করে মানুষকে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়ার জন্য লজ্জাশীলতা নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। তাই মানব জীবনে লাজুকতার গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে লজ্জাশীলতার গুরুত্বের বিভিন্ন দিক উল্লিখিত হ'ল।-

লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ :

ঈমান আনয়নের পরে একজন মানুষের উপরে আবশ্যক হ'ল শরী'আতের বিধি-বিধান পালন করা। শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালনে এবং ইসলাম গর্হিত কাজ বর্জনে লজ্জাশীলতা বিশেষ সহায়ক। এজন্য লাজুকতাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে-

عن ابن عمر أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক আনছার ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জা করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা হ'ল ঈমানের অঙ্গ'।[৭]

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই' একথা বলা এবং সর্বনিম্ন স্তর হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা হ'ল ঈমানের একটি শাখা'।[৮]

লাজুকতা ঈমানের অঙ্গ হ'লেও এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটা ঈমানের জন্য অতীব যরূরী। এই অঙ্গটি যদি না থাকে তাহ'লে অন্য অঙ্গও তিরোহিত হয়ে যায়। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن ابن عمر رضى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قَرْنَاءَ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি তুলে নেয়া হ'লে অপরটিও তুলে নেয়া হয়'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে 'যখন উভয়ের কোন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন অপরটিও তার পশ্চাতে অনুগমন করে'।[৯]

عن ابى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اَلْحَيَاءُ وَ الْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ-

আবু উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'লজ্জা ও অল্প কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) মুনাফিকীর দু'টি শাখা'।[১০]

লাজুকতা দ্বীনের বিশেষ প্রকৃতি :

লজ্জাশীলতা ইসলামের এক বিশেষ অনুষঙ্গ। যাকে দ্বীনের বিশেষ স্বভাব বা প্রকৃতি বলা হয়েছে। এটা কারো মাঝে থাকলে সে দ্বীনী কাজে নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করে, তেমনি এর অভাব কারো মাঝে থাকলে সে দ্বীন বহির্ভূত কাজ তথা অশ্লীল অপকর্ম করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عن زيد بن طلحة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ اَلْحَيَاءُ-

যায়েদ ইবনু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক দ্বীনের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হ'ল লজ্জাশীলতা'।[১১]

লজ্জাশীলতা কল্যাণ আনয়ন করে :

সৎ চরিত্রের অন্যতম গুণ লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ আনয়ন করে। এ মর্মে একটি হাদীছে এসেছে,

عن عمران بن حصين قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِى رِوَايَةٍ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ-

৭. *বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৭০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ।*

৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫, 'ঈমান' অধ্যায়।*

৯. *বায়হাক্বী, হাকিম, ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩৬; মিশকাত হা/৫০৯৩।*

১০. *তিরমিযী হা/২০২৭; মিশকাত হা/৪৭৯৬।*

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুওয়াত্তা মালিক, বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ, ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩২; মিশকাত হা/৫০৯০।*

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা পুণ্য ও কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'লজ্জার সর্বাংশই উত্তম'।[১২]

عن أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مَاكَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ إلاَّ شَانَهُ وَمَاكَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ إلاَّ زَانَهُ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নির্লজ্জতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তাকে ক্রটিপূর্ণ করে। আর লাজুকতা কোন জিনিসের মধ্যে থাকলে তার শ্রী বৃদ্ধি করে'।[১৩]

লজ্জার কারণে মানুষ অনেক গর্হিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে সে সমাজে নন্দিত হয়, প্রশংসিত হয়। সবার নিকটে সে প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নির্লজ্জ মানুষ পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের পার্থক্য করে না। বিধায় সে সমাজে হয় নিন্দিত, ঘৃণিত, ধিকৃত। মানুষের নিকটে সে অপ্রিয় হয়। এজন্য নিম্নোক্ত হাদীছে লজ্জাশীলতা ও লজ্জাহীনতার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَا عَائِشَةُ لَوْكَانَ الْحَيَاءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَ لَوْكَانَ الْفُحْشُ رَجُلاً لَكَانَ رُجُلٌ سُوْءٌ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে আয়েশা! লজ্জা যদি কোন লোক হয় তাহ'লে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) কোন লোক হ'লে নিশ্চয়ই সে হবে নিকৃষ্ট লোক'।[১৪]

সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন,

إنَّ الله إذا أرادَ بعبدٍ هلاكًا، نَزَعَ منه الحياءَ، فإذا نزع منه الحياء، لم تلقه إلاَّ مقيتًا مُمَقَّتًا، فإذا كان مقيتًا ممقتًا، نزع منه الأمانةَ، فلم تلقه إلا خائنًا مخوَّنًا، فإذا كان خائنًا مخونًا، نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلافظًا غليظًا، فإذا كان فظًا غليظًا، نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه، فإذا نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانًا لعينًا ملعنًا-

আল্লাহ কোন বান্দার ধ্বংস চাইলে তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হ'লে সে হয় বিদ্বেষপরায়ণ। বিদ্বেষ পরায়ণ হ'লে তার থেকে আমানতদারিতা তুলে নেয়া হয়। আমানতদারিতা তুলে নেয়া হ'লে সে খিয়ানতকারী হয়। খিয়ানতকারী হ'লে তার থেকে রহমত তুলে নেয়া হয়, ফলে সে কঠোরতা ও নির্দয়তা লাভ করে। নিষ্ঠুর-নির্দয় হ'লে তার থেকে ঈমানের রশি খুলে নেয়া হয়। আর ঈমানের রশি যখন তার গ্রীবাদেশ থেকে খুলে নেয়া হয়, তখন সে অভিশপ্ত শয়তান হিসাবে বিদ্যমান থাকে'।[১৫]

লাজুকতা আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়কঃ

লাজুকতা মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক। লজ্জা থাকলে মানুষ যথেচ্ছ কাজ করতে পারে না। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলে। যে কারণে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাছাই না করে যেকোন কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। হাদীছেও এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

عن ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হ'তে পরবর্তী লোকেরা (অবিকৃতাবস্থায়) যা পেয়েছে (এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান) তা হ'ল তুমি যখন বেহায়া হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর'।[১৬]

এ হাদীছের অর্থের ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। **প্রথমতঃ** এ হাদীছে যথেচ্ছা কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি; বরং এর অর্থ হ'ল তিরস্কার ও নিষেধাজ্ঞা। একে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা-১. এ হাদীছে নির্দেশের অর্থ হচ্ছে ধমক ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। সুতরাং হাদীছের অর্থ হবে যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তোমার যা ইচ্ছা কর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ এর প্রতিদান তোমাকে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত আমল কর। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখেন' *(ফুছছিলাত ৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যার ইচ্ছা ইবাদত কর' *(যুমার ১৫)*। ২. এখানে নির্দেশ অর্থ

১২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ।*
১৩. *ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩৫।*
১৪. *তাবারানী, আছ-ছাগীর, আল-আওসাত্ব; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩১।*
১৫. *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৯।*
১৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৩; আল-মুহার্রাব ফিল হাদীছ, পৃঃ ৪০৩, হা/১২৫৯।*

সংবাদ প্রদান। সুতরাং হাদীছের অর্থ হবে যার লজ্জা থাকে না, সে যা ইচ্ছা করে। কেননা মন্দ কর্মের প্রতিবন্ধক হচ্ছে লজ্জা। অতএব যার লজ্জা থাকে না সে অশ্লীল, গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর লজ্জা না থাকলে কিসে তাকে ঐসব কাজে বাধা দিবে? **দ্বিতীয়তঃ** বাহ্যিক শব্দ দ্বারা যথেচ্ছা কাজ করার নির্দেশ। সুতরাং হাদীছের অর্থ হবে যখন তুমি কোন কাজ করার ইচ্ছা কর, তা করতে যদি লজ্জিত হ'তে না হয়, সেটা আল্লাহ্র থেকে হোক বা মানুষ থেকে। সেটা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল কাজ হওয়ায় বা সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম শিষ্টাচার হওয়ায় ইচ্ছা করলে তুমি তা সম্পন্ন কর।[১৭]

লাজুকতাই দ্বীন :

লজ্জাশীলতা এমন একটি মানবীয় উত্তম গুণ, যা মানুষকে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা সৎ আমলের পরিবর্তে অসৎ কাজ করতে, দ্বীনের কাজের স্থলে অন্যান্য গর্হিত কাজ করতে বাধা দেয় না। এজন্য বিভিন্ন হাদীছে লাজুকতাকে ঈমানের অঙ্গ, দ্বীনের বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি এবং কোন কোন হাদীছে একে দ্বীন বা দ্বীনের পূর্ণতা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ قُرَّةَ بْنِ اِيَاسٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ عَنْهُ الْحَيَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ-

কুররাহ ইবনু ইয়াস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকটে লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করা হ'ল। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লজ্জাশীলতা হচ্ছে দ্বীনের অংশ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'বরং সেটা (লাজুকতা) হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন'।[১৮]

লাজুকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্কেই অধিক এবং যথাযথ লজ্জা করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَال قُلْنَا يا نَبِيَ اللهِ إِنَّا لَنَسْتَحَيْ وَالْحَمْدُ للهِ قَالَ لَيْس ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ-

আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথ লজ্জা কর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা অবশ্যই আল্লাহ্কে লজ্জা করি, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন, এটা নয়। বরং আল্লাহ্কে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ তুমি তোমার মাথাকে ও উহা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও উহার অভ্যন্তরীণ বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে লজ্জা করে'।[১৯]

লজ্জাশীলতাকে আল্লাহ ভালবাসেন:

লাজুকতা এমন একটি অনন্য গুণ, যাকে মহান আল্লাহ ভালবাসেন। আল-আশাজ্জ আল-আছরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إن فيك لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ، قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: اَلْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ، 'নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আল্লাহ ভালবাসেন বা পসন্দ করেন। আমি বললাম, সে দু'টি কি? তিনি বললেন, বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা'।[২০]

লজ্জাশীলতা জান্নাতের পথে পরিচালিত করে :

লাজুকতা মানুষকে পাপকর্ম করা থেকে বাধা দেয় এবং সে পুণ্যকর্ম করতে উদ্যোগী হয়। আর লজ্জাশীলতার কারণে সে জান্নাতের দিকে ধাবিত হয়। হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجفَاءُ فِى النَّارِ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের স্থান জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। আর দুশ্চরিত্রতার স্থান জাহান্নাম'।[২১]

---

১৭. *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭, ৫০৩।*
১৮. *ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬৩০।*
১৯. *ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩৮।*
২০. *আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৮৪. হাদীছ ছহীহ।*
২১. *আহমাদ, তিরমিযী, হা/২০০৯, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০৭৬, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর লজ্জাশীলতা:

নবী করীম (ছাঃ) অতীব লাজুক ছিলেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عن أبي سعيد الخدرى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ،

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। কোন বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপসন্দনীয় হ'লে তাঁর চেহারা দেখেই আমরা তা (তাঁর অসন্তুষ্টি) আঁচ করে নিতাম।[২২]

লজ্জাশীলতার ফলাফল:

আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নে'মতরাজি অবলোকন ও নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটি সম্পর্কে গভীর চিন্তা হ'তেই লজ্জা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন বান্দা থেকে এই অর্জিত লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হ'লে তাকে মন্দ কর্ম থেকে বাধা দেওয়ার ও নিকৃষ্ট চরিত্রে ভূষিত হওয়া থেকে বিরত রাখার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে ব্যক্তি যেন ঈমান শূন্য হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْحَيَاءُ حَيَاءَانِ: طَرْفٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ وَالآخَرُ عَجْزٌ 'লজ্জা হচ্ছে দুই প্রকার। একটি ঈমানের দিকে এবং অন্যটি অক্ষমতা'। ইমরান বলেন,

فإن الحياء الممدوح فى كلام النبى صـــ أنما يريد به الخلق الذى يحث على فعل الجميل وترك القبيح فأما الضعف والعجز الذى يوجب التقصير فى شيء من حقوق الله أو حقوق عباده، فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة،

'রাসূলের বাণীতে প্রশংসিত লজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন চরিত্র যা উত্তম কাজ সম্পাদন করতে এবং খারাপ, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর দুর্বলতা ও অক্ষমতা হচ্ছে যা আল্লাহর হক্ব বা বান্দার হক্ব প্রতিপালনে অনীহা সৃষ্টি করে। সুতরাং এটা লাজুকতা নয়; এটা হচ্ছে দুর্বলতা, অক্ষমতা, লাঞ্ছনা, অপমান'।[২৩]

শারঈ জ্ঞানার্জনে লজ্জা পরিহার :

ইসলামে নিষিদ্ধ বা গর্হিত কাজ বর্জনে, পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু দ্বীনী ইলম হাছিলে বা শারঈ জ্ঞানার্জনে কিংবা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানার ক্ষেত্রে লজ্জা করা চলবে না। বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে ও আবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনে লজ্জা পরিহার করাই শ্রেয়। ছাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কোন লজ্জা করতেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বীয় জামাতা ও চাচাত ভাই আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مِنَالْمَذِىْ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ 'মযী বের হ'লে ওযূ করতে হবে এবং মনী বের হ'লে গোসল করতে হবে'।[২৪]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ হক্ব প্রকাশে লজ্জা করেন না। মহিলারা যদি পুরুষের মত স্বপ্নে কিছু দেখে তাহ'লে কি তাদের গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে যদি পানি বা সিক্ততা দেখে তাহ'লে গোসল করবে'।[২৫]

সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে লজ্জা না করে অজানা বিষয় জেনে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُــونَ، 'যদি তোমরা না জান তাহ'লে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩; আম্বিয়া ৭)*।

পরিশেষে বলব, দ্বীনের উপরে অটল ও অবিচল থেকে ইবাদত-বন্দেগী সহ যাবতীয় আমল সুন্দর ও সুচারু রূপে আদায় করার জন্য লজ্জাশীলতা অতি যরূরী একটি গুণ। এ গুণ মানুষকে যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, তেমনি মানুষকে স্বেচ্ছাচারী হ'তে নিরন্তর বাধা দেয়। তাই এগুণ অর্জনে আমাদেরকে সচেষ্ট হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

২২. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৮৪*।

২৩. *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০২*।
২৪. *তিরমিযী হা/১১৪ হাদীছ ছহীহ*।
২৫. *তিরমিযী, হা/১২২, হাদীছ ছহীহ*।

সূচীপত্র

সকল সৃষ্টির ইবাদত ও আনুগত্য

*রফীক আহমাদ**

আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও বিশ্বজগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও একমাত্র উপাস্য। সকল সৃষ্ট বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এক আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য স্বীকার করে স্ব স্ব অবস্থানে বিচরণ করা। সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে আল্লাহ্র অনুগত থেকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ–

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

এই অমূল্য বাণীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে শুধু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠই নয় বরং তাঁর প্রতিনিধি হিসাবেও সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। অতঃপর এই প্রতিনিধিত্বকে ঐতিহাসিক সম্মানে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে সৃষ্টির প্রথম মানব আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাকূল কর্তৃক সিজদা করান। এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ফেরেশতা মণ্ডলীকে আদম (আঃ)-এর প্রতি সিজদা করার আদেশ করেন। একমাত্র ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদায় অংশগ্রহণ করে। ইবলীস আদেশ অমান্য করে শয়তানে পরিণত হয়। অতঃপর স্বেচ্ছায় মানব জাতির ক্ষতি সাধনের জন্য ব্রতী হয়।

শয়তানের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এই ক্ষমতা প্রদানের বিষয় মানব জাতিকে পুরোপুরিভাবে অবহিত করা হয়েছে এবং তার শত্রুতা হ'তে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই শয়তানের কারণেই ইবাদতের ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। আর এই ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানব সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন আমাদের মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যিনি বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠ নবী ও নবীকূলের সর্দার। তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির ইবাদত ছাড়াও নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত সৃষ্ট বস্তুগুলোর ইবাদতের বর্ণনা রয়েছে। মানব জাতি ছাড়া দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তুই আল্লাহ্কে সিজদা করে। সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর অলীক মোহে পথভ্রষ্ট ও পথহারা হতভাগ্য মানব গোষ্ঠীকে হেদায়াত ও জ্ঞান প্রদানের প্রয়াসেই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এদের আনুগত্য প্রকাশের পদ্ধতির বিশদ বিবরণ বিধৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী' *(হাশর ৫৯/১; ছফ ৬১/১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ– لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর প্রজ্ঞাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম' *(হাদীদ ৫৭/১, ২)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُوْراً–

'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৪)*।

আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর ইবাদতের জন্য মানব সৃষ্টি করে যেমন তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি ইবাদতকে মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য স্থির করায় তারা সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে বা আল্লাহ্র অনুগত থাকে। উপরের আয়াতগুলোতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত সকল সৃষ্ট বস্তুর আল্লাহ্র প্রতি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরুল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি ইবাদত ও আনুগত্যের আদেশ না থাকা সত্ত্বেও তারা স্ব স্ব অবস্থান থেকেই আল্লাহ্র পবিত্রতা

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

www.at-tahreek.com

সূচীপত্র

ও মহিমা ঘোষণা করে, এর কারণ কি? সঠিক উত্তর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে পবিত্র কুরআনের বাণী হ'তেই জানা যায় সকল সৃষ্টির আনুগত্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতীব প্রিয় মানব জাতিকে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সহ বহুমূখী উৎস হ'তে শিক্ষা বা জ্ঞান দান করতে চান। তাই উপরোল্লেখিত আয়াতগুলো উক্ত শিক্ষারই অংশবিশেষ। পবিত্র কুরআনে এরূপ বহু আয়াতের অবতারণা হয়েছে, যা মানুষের জন্য অতীব শিক্ষণীয়।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্তী সৃষ্টবস্তুর আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যে বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যার কিছু মানুষের ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ বাণী হ'ল,

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ–

'আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ, তারা অহংকার করে না' *(নাহল ১৬/৪৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ–

'আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। একই মর্মার্থে আল্লাহ আরো প্রত্যাদেশ করেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ–

'আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন' *(হজ্জ ২২/১৮)*।

আলোচ্য সিজদায় ছোট-বড় সকলের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে' *(আর-রাহমান ৫৫/৬)*।

উল্লেখ্য, মানব জাতির ইবাদতের শ্রেষ্ঠাংশ হ'ল 'সিজদা'। আর সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। এই সিজদার বিষয়াদি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির সকল বস্তু আল্লাহ্কে সিজদা করে। অতঃপর পৃথক পৃথকভাবে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, বৃক্ষ লতাপাতা ইত্যাদিও সিজদা করে। এটা মানব জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্তী ছোট-বড় সকল বস্তু আল্লাহ্কে সিজদা করে বলে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই সত্য বাণীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী তথা আস্থাশীল হ'তে হবে।

সৃষ্টির সকল বস্তু যদি আল্লাহ্কে সিজদা করে, তবে সকল মানুষের সিজদায় আপত্তি কোথায়? এ আপত্তিতে শয়তানই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এজন্য সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে মানুষের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শয়তান মানুষকে সর্বদা ভ্রান্ত পথে চলার পরামর্শ দেয় এবং পৃথিবীর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট করে। এতে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়ে ইবাদতে অংশগ্রহণ করে না। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্যই সকল সৃষ্টির সিজদা ও আনুগত্যের বাণী সমূহ পবিত্র কুরআনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা পর্যায়ে প্রত্যাদেশ করেছেন।

আলোচ্য বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বাণী হ'ল, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ– রাজ্যাধিপতি, পরাক্রমশালী আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে' *(জুম'আ ৬২/১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন' *(তাগাবুন ৬৪/১-২)*।

আলোচ্য বিষয়ে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ– يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাত্রি দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না' *(আম্বিয়া ২১/১৯-২০)*।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ–

‘আপনি কি দেখেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত’ *(নূর ২৪/৪১)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّداً لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ–

‘তারা কি আল্লাহ্র সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহ্র প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে?’ *(নাহল ১৬/৪৮)*।

মনে রাখা দরকার যে, সৃষ্টির সকল বস্তুই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আবার সিজদা হ’তেও বিরত থাকে না কেউ। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নানা প্রক্রিয়ার অনুসরণ করে যা সর্বজন বিদিত নয়।

মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্টিত রাখতে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত হ’তেই উপরের আয়াতগুলোর অবতারণা। কৌতুহলী মানুষের আরও জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য আকাশের বায়ুমণ্ডলে বিচরণশীল পক্ষীকূলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উড়ন্ত পাখীরা তাদের ডানা বিস্তারের বা উড়ার সময় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং সকলেই আল্লাহ্র প্রশংসার উপযোগী পদ্ধতি জানে। সুতরাং সৃষ্টির সকল প্রাণীই আল্লাহ্র ইবাদত বা প্রশংসার উপযোগী পদ্ধতি জানে। এমনকি জড় বস্তুরাও আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় অজুহাত খাড়া করার মত কোন যুক্তিই মানুষের নেই। আর সেজন্যই আল্লাহ তা‘আলা এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত দ্বারা মানব জাতিকে বুঝাতে চেয়েছেন।

সকল সৃষ্টির জন্য ক্বিয়ামতের উপস্থিতি অপরিহার্য। সেদিন মানুষ অতীত জীবনকে খুব সামান্যই উপলব্ধি করবে। কারণ সামনে মৃত্যুহীন জীবন দেখে, হতাশা ব্যক্ত করে পেছনপানে চাইলে তা সামান্যই মনে হবে। বাস্তব জীবনেও যদি কোন ৮০/৯০ বা ১০০ বৎসর বয়সী জ্ঞানী পুরুষ বা মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হয় তবে সেও বলবে, খুব স্বল্প সময়েই তার জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল। আর ক্বিয়ামতের ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। ইহজগতে যার কোন তুলনাই নেই এবং মানুষেরও কল্পনাতীত।

ক্বিয়ামতের উপস্থিতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً– لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً– وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে’ *(মারইয়াম ১৯/৯৩-৯৫)*।

সকল সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে মানুষকেও একদিন আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন শুধু অনুগত দলই ফিরে যাবে তা নয়, সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে ফিরে যেতে হবে। এমনকি সকলকে দাস দাসী অবস্থায় উপস্থিত হ’তে হবে। অনুগত মানব গোষ্ঠী মহা আনন্দে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হবে। অপরপক্ষে শুধু অবাধ্য ও সীমালংঘণকারী দল লজ্জিত ও অপমানিত অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেককে একাকী অবস্থায় হাযিরা দিতে হবে। এজন্য মানব জাতিকে তাদের যেকোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা কলা-কৌশল হ’তে বিরত থেকে পবিত্র জ্ঞান অর্জন ও হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্টির আনুগত্যের আয়াতগুলো অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ্র সম্মুখে একাকী হাযিরা দেওয়ার অগ্নিপরীক্ষায় একমাত্র আল্লাহ্কে গ্রহণকারীরাই বিজয়ী হবে। অপরদিকে অবিশ্বাসী ও সীমালংঘণকারীরা লজ্জায় ও অপমানে মাটিতে মিশে যেতে চাইবে এবং আল্লাহ্র নিকট বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থী হবে। এই মহাসত্য ঘটনার কবল হ’তে নিস্কৃতি লাভের অন্যতম উপায় হিসাবে পবিত্র কুরআনে বহু আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ– وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ–

‘অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে একমাত্র তাঁরই প্রশংসা’ *(রূম ৩০/১৭-১৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

‘তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পসন্দ করেন না’ *(আ‘রাফ ৭/৫৫)*।

উপরের আয়াত তিনটি দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা স্মরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। কারণ ইতিপূর্বের আলোচনায় নভোমণ্ডল

ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্ট বস্তুর আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিড় আনুগত্য পাওয়া গিয়েছে।

বিশেষত ইহকাল ও পরকাল কোনক্রমেই এড়িয়ে যাওয়ার না। কারণ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও মানব সৃষ্টির পূর্বে ইহকাল ও পরকাল একত্রেই কেন্দ্রীভূত ছিল। অতঃপর মানব সৃষ্টির পর এক অজ্ঞাত কারণে সাময়িকভাবে ইহকালের সৃষ্টি হয়, যা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পুনরায় একত্রীভূত হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি স্বয়ং মহা পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত বাণী। এই বাণীতে ইহকালের যৎসামান্যই মূল্য দেয়া হয়েছে এবং এর (ইহকালের) সময়কালকেও একটা স্বল্পকালীন সময়, এমনকি পরকালের তুলনায় কিছুক্ষণ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপরদিকে পরকালকে এক স্থায়ী সুদীর্ঘ ও অনন্তকাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র সত্য বিধান অনুযায়ী ইহজগতে আগত প্রতিটি মানব নর-নারীকে ইহকাল হ'তে পাড়ি জমিয়ে পরকালে পৌঁছতে হবে। এই ইহকাল ও পরকালের মধ্যস্থলে এক নির্ধারিত সময় আছে, যার নাম ক্বিয়ামত। ক্বিয়ামত দিবসের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা, অবর্ণনীয় হতাশা, চতুর্দিকে মহানিনাদ পাপীদের জন্য হবে এক মহা সংকট আর সীমালংঘণকারী কাফেরদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

যেহেতু মানুষকে শুধু ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, অতঃপর ইবাদত পালনকারীদের পুরস্কার প্রদান এবং (ইবাদত) অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থারও ঘোষণা রয়েছে। তাই যথাসময়ে ইহকালের সমাপ্তি ঘটিয়ে ক্বিয়ামতের আগমন, অতঃপর পরকালীন জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থার সূত্রপাত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ–

'তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দিবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হ'তে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি'।

একই বিষয়ে আরও অধিক গুরুত্ব সহকারে অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ–

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সেকি তার সমান, যে এরূপ করে না, বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হ'তে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান' *(যুমার ৩৯/৯)*।

সকল সৃষ্টির ইবাদত ও আনুগত্যের আলোচনায় মানবের ইবাদত প্রক্রিয়ার কিয়দাংশ উপরের আয়াতগুলিতে দেখানো হয়েছে। মানুষ যেমন সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তার ইবাদত পদ্ধতিও শ্রেষ্ঠ। মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মানব জাতিকে সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য সকল সৃষ্টির ইবাদত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। শয়তান তার দূরভিসন্ধির সাফল্য অর্জনে পৃথিবীর আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ্যপন্য দ্বারা পরকালের প্রকৃত চিত্রকে আড়াল করে রাখে। ফলে বহু চিন্তাহীন, বিবেকহীন ও অদূরদর্শী ব্যক্তি পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে ইবাদত-বন্দেগীর কথা ভুলে যায়। পক্ষান্তরে বহু চিন্তাশীল, বিবেকবান ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের (মতে) জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাস শান্তি-শৃংখলা, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি নে'মতের প্রতি আকর্ষণ বা ভালবাসা পারলৌকিক স্থায়ী জীবনের নে'মতের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং (তারা) উপরোক্ত আয়াতের অনুরূপ ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়স্থ সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর ইবাদত, আনুগত্য ও আনুগত্য পদ্ধতির দো'আ সম্পূর্ণরূপে আমাদের ধারণাতীত। দূরবর্তী মহাকাশ সমূহ, কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহ, তারকা, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বৃক্ষলতা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির ইবাদত ও আনুগত্য বার্তা বা মহাসংবাদ ধর্মভীরু, আল্লাহভীরু, ঈমানদার বান্দার ঈমান বৃদ্ধিতে যারপর নাই আস্থা গড়ে তুলে। অপরদিকে সীমালংঘণকারী, অবিশ্বাসী ও কাফের সম্প্রদায়েরও দীর্ঘ জীবদ্দশায় অনেকের বোধোদয় হ'তে পারে। এজন্যে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা ও সমালোচনার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর মনোনীত, নির্দেশিত ও পসন্দনীয় পথে চলার তওফীক দান করুন। আমীন!

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

তওবা

আব্দুল ওয়াদূদ*

(৩য় কিস্তি)

তওবার পদ্ধতি :

কোন গুনাহগার ব্যক্তি তওবা করতে চাইলে, প্রথমে যে পাপে লিপ্ত ছিল সেটা ছাড়তে হবে এবং আল্লাহর আযাবের ভয়ে ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার আশায় তওবার নিয়ত করতে হবে। আর মনে মনে ঐ পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে তাতে আর ফিরে না আসার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। সেই সাথে যে যন্ত্রের মাধ্যমে পাপ সংঘটিত হয়েছিল সেটাও ধ্বংস বা সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর সুন্দরভাবে ওযূ করবে। ওছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ–

‘যে ব্যক্তি ভালভাবে ও সুন্দর করে ওযূ করে তার শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়’।[১]

আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘যখন কোন মুসলমান বা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং তার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার চেহারা থেকে ঐ সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার চোখ দু’টির সাহায্যে দৃষ্টিপাত করেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দু’টি ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার হাত দু’টি থেকে ঐ সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার হাত দু’টির মাধ্যমে হয়েছিল। এরপর যখন সে তার পা দু’টি ধুয়ে ফেলে, তখন সে পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে ঐ সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার পা দু’টি এগিয়ে গিয়েছিল, এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে যায়’।[২]

ওযূর শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়বে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

উচ্চারণঃ আশহাদু আন্‌-লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ‘আলনী মিনাত তাউয়াবীনা ওয়াজ‘আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন’।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অর্ন্তভুক্ত করুন এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন’।[৩]

ওমর ফারূক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে রাসূল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে’।[৪]

তারপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। রাসূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْباً فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُاللهَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ–

‘যদি কোন বান্দা গুনাহ করে অতঃপর সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’।[৫]

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তওবার জন্য নিম্নের দো‘আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে পড়া যায়।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ

উচ্চারণঃ ‘আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহে’। অর্থঃ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্‌র নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’।[৬]

এছাড়া সাইয়িদুল ইসতেগফার পড়বে। সাইয়িদুল ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো’আটি হ’ল,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَي عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَّى وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণঃ আল্লা-হুমা আনতা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০২৬; মিশকাত হা/২৮৪।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০২৮।
৩. তিরমিযী হা/৫৫, হাদীছ ছহীহ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়।
৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯।
৫. আবু দাঊদ হা/১৫২১, হাদীছ ছহীহ।
৬. মিশকাত হা/২৩৫৩ ‘ইসতিগফার ও তওবা’ অনুচ্ছেদ; আলবানী ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৪৩।

www.at-tahreek.com

'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। আমি আমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপরে সাধ্যমত কায়েম আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই'।[৭]

রাসূল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিবসে পাঠ করে রাতে মারা গেল কিংবা রাতে পাঠ করে দিবসে মারা গেল, সে জান্নাতী হবে'।[৮]

ক্ষমা প্রার্থনার পর বেশী বেশী যিকির এবং সাধ্যানুযায়ী বেশী নেক আমল করবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ–

'নিশ্চয় ভাল কাজগুলি খারাপ কাজগুলিকে মিটিয়ে দেয়' *(হূদ ১১/১১৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুমো খেয়েছিল। তারপর সে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাকে একথা জানিয়েছিল। ফলে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ– 'ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে আর রাতের কিছু সময়ে। নিশ্চয়ই ভাল কাজগুলি খারাপ কাজগুলিকে মিটিয়ে দেয়' *(হূদ ১১/১১৪)*। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এ বিধান কি আমার জন্যও? রাসূল (ছাঃ) জবাবে বললেন, আমার সমস্ত উম্মতের জন্য'।[৯]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ– 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তারপর সৎকাজ কর। তাহ'লে ভাল কাজ মন্দকাজকে শেষ করে দিবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[১০]

---

৭. *বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ।*
৮. *বুখারী; মিশকাত হা/২৩৩৫।*
৯. *বুখারী ও মুসলিম; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৪৪।*
১০. *তিরমিযী; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬১, সনদ হাসান।*

কুরআন মাজীদে বর্ণিত তওবা ও ইস্তিগফারের কতিপয় দো'আ

(১) আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী যখন শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করেছিলেন তখন বলেছিলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

(২) ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে আল্লাহকে ডেকে বলেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

'তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

(৩) আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর জাতিকে প্লাবন দ্বারা ধ্বংস করার পর তাঁর ও তাঁর সাথীদের যখন মুক্তি নিশ্চিত করলেন তখন তিনি বলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَاراً–

'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন' *(নূহ ৭১/২৮)*।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ–

'হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর' *(আলে ইমরান ৩/১৪৭)*।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ–

'হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা করুন ও রহম করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী' *(মু'মিনূন ২৩/১১৮)*।

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি কাজেই আমাদের ক্ষমা করে দিন আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন' *(আলে ইমরান ৩/১৬)*।

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ–

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের সকল গুনাহ মাফ করুন এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দান করুন নেক লোকদের সাথে’ *(আলে ইমরান ৩/১৯৩)*।

তওবা পূর্বের সমস্ত গুনাহ দূর করে দেয় :

কোন বান্দা যখন খালেছ অন্তরে তওবা করে তখন আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَّعْمَلْ سُوْءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْراً رَّحِيْماً-

‘যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়’ *(নিসা ৪/১১০)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ-

‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিবা-নিশি পাপ করে যাচ্ছ আর আমি তোমাদের সকল পাপ মোচন করছি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব’ *(মুসলিম)*। রাসূল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ

‘তওবাকারী এমন যে, তার কোন গুনাহ নেই’।[১১]

তওবা খারাপ কাজগুলিকে ভাল কাজে রূপান্তরিত করে :

বান্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ পূর্বের পাপগুলি ক্ষমা করে ভাল কাজে রূপান্তরিত করেন। আল্লাহ বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً.

‘কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

তওবার দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, মনের কালিমা দূর হয়:

পাপ করলে অন্তরে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যার ফলে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। আর ইস্তেগফার পাপ ও তার প্রভাবকে দূর করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তওবা করে ও ক্ষমা চায় তখন তার অন্তরকে পরিস্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে তাহ’লে দাগও বাড়তে থাকে। অবশেষে তা তার অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘না এটা সত্য নয় বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে’ *(মুতাফফিফীন-১৪)*।[১২]

তওবা ইস্তেগফার দ্বারা বালা-মুছীবত দূর হয় :

ইউনুস (আঃ) কে যখন মাছে খেয়ে ফেলল, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা ইস্তেগফার করতে লাগলেন। ফলে আল্লাহ তাকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করলেন এবং বললেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ-

‘যদি তিনি তাসবীহ পাঠ না করতেন, তবে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই তিনি অবস্থান করতেন’ *(ছাফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৪)*।

তওবার দ্বারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয়: আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(বাকারাহ ২/২২)*।

তওবা দুনিয়ায় প্রশান্তিময় জীবন দান করে: আল্লাহ বলেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ.

‘আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী দিবেন’ *(হূদ ১১/৩)*।

তওবার মাধ্যমে রিযিক বৃদ্ধি পায়, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়:

আল্লাহ বলেন,

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً-

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করবেন’ *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

---

১১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০, ছহীহ আল-জামে হা/৩০০৮, হাদীছ হাসান।*

১২. *তিরমিযী, হা/৩৩৩৪, হাদীছ হাসান আহমাদ; মিশকাত হা/২৩৪২।*

তওবা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের চাবিকাঠিঃ আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ. ‘তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আশা করা যায় সে সফলকাম হবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৬৭)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئاً. ‘কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না’ *(মারইয়াম ১৯/৬০)*।

তওবার দ্বারা শারীরিক শক্তি অর্জিত হয়ঃ আল্লাহ হূদ (আঃ) এর বাচনিক বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِيْنَ.

‘আর হে আমার কওম! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তারই প্রতি মনোনিবেশ কর। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, আর তোমরা অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না’ *(হূদ ১১/৫২)*।

তওবাকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদঃ আল্লাহ বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئاً.

‘অতঃপর তাদের পরে এল পরবর্তীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হ’ল। অচিরেই তারা ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোরূপ যুলুম করা হবে না’ *(মারইয়াম ১৯/৫৯-৬০)*।

[চলবে]

ডাঃ মোঃ শাহীন রেজা
বি.এ.ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
উচ্চতর প্রশিক্ষণঃ কম্পিউটারাইজ
মেডিসিন ডায়াগনস্টিক কনসালটেন্ট
মেডিসিন ও ক্রনিক ডিজিজ।
মোবাইলঃ ০১৭১৪৭২২১৬০।

আমাদের সেবাসমূহ

ডাঃ আঃ হাকিম (হীরা)
বি.এ.ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা) বোর্ড স্ট্যান্ড
উচ্চতর প্রশিক্ষণঃ কম্পিউটারাইজ
মেডিসিন ডায়াগনস্টিক কনসালটেন্ট
মেডিসিন ও ক্রনিক ডিজিজ।
মোবাইলঃ ০১৯১১১৩৫৭৩২।

➤**কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে-** গ্যাস্ট্রিক * ফাটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * বুক জ্বালা-পোড়া * টক ঢেকুর ওঠা * খাবারের প্রতি অনিচ্ছা * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * পিত্ত পাথরী * মূত্র পাথরী * এপেন্ডিসাইটিস * ক্যান্সার * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ব্লাড ক্যান্সার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবের আগে, পরে বীর্য যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতু স্রাব * মাসিকের সময় প্রচণ্ড ব্যথা * সাদা স্রাব * জরায়ু স্থানচ্যুতি (ঝুলে পড়া) * সহজে ডেলিভারী হওয়া * নিঃসন্তান (বন্ধ্যাত্ব) * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * অশ্ব (পাইল্‌স) * চোখের সকল সমস্যা * কানের সকল সমস্যা * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * নাকে পলিপাস * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * হাই এবং লো ব্লাড প্রেসার * ডায়াবেটিকস * টিউমার * আঁচিল * মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া * দাঁতে পোকা ধরা * ডেঙ্গুজ্বর * বাতজ্বর* চুলকানী * দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * মুখে নানা ধরনের দাগ * হাত-পায়ের তালু জ্বালা-পোড়া ও ঘামা * ঘামে দূরগন্ধ * হাত পা কামড়ানো ব্যথা * মাথা ব্যাথা * মাথা ঘোরা * পুরাতন আমাশয় * মৃগী * বাত-বেদনা সহ সকল প্রকার জটিল রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

➤ **কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অতি সহজে ঔষধ নির্বাচন পদ্ধতি শেখানো হয়।**

যোগাযোগ

নিরাময় হোমিও রিসার্চ কমপ্লেক্স
আল-আরাবিয়া মসজিদ মার্কেট
মিল্কভিটা রোড, মিরপুর-৭,
পল্লবী, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১৪৭২২১৬০, ০১৯১১১৩৫৭৩২

নিরাময় হোমিও রিসার্চ কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া বাজার, সপুরা,
শাহমখদুম, রাজশাহী।
প্রতি ইংরেজী মাসের ৫ ৬ তারিখ
মোবাইলঃ ০১৭১৪৭২২১৬০।

ক্ল্যাসিক কম্পিউটারাইজড হোমিওপ্যাথি
এরান্দহ বাজার, নলকা, সিরাজগঞ্জ
প্রতি ইংরেজী মাসের ১, ২, ৩ ও ৪ তারিখ
মোবাইলঃ ০১৯১১১৩৫৭৩২
E-mail: ahhira_09@yahoo.com

ক্ল্যাসিক
বাসা নং- ৬৪২, রোড নং-১৬
রূপনগর টিনসেড, পল্লবী,
মীরপুর, ঢাকা।

ইখলাছ মুক্তির পাথেয়

ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

ভূমিকা :

অল্প আমলও ইখলাছের সাথে করা হ'লে তা কবুল হবে আর বেশী আমলে যদি ইখলাছ না থাকে তাহ'লে কোন লাভ নেই। মোটকথা আমল যতই কম হোক তা ইখলাছের সাথে করতে হবে।

ইখলাছ অবলম্বন বড় কঠিন কাজ। অনেক ক্ষেত্রে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও জিহাদের চেয়ে ইখলাছ অবলম্বন খুব কঠিন। কোন কাজের শুরুতে ইখলাছের উপর থাকার দৃঢ় সংকল্প করেও ইখলাছের উপর অটল থাকা যায় না।

এমনও দেখা গেছে যে, কোন ব্যক্তি ইখলাছ অবলম্বনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পরে নিজেকে প্রশ্ন করলেন তুমি যে এত সুন্দর করে এতক্ষণ ইখলাছ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলে তা কি ইখলাছের সাথে করেছ? না অন্য কোন নিয়ত ছিল? আমানতদারির সাথে এ প্রশ্নের উত্তর দিলে দেখা যাবে আসলে ইখলাছের এ আলোচনা ইখলাছের সাথে হয়নি। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল; লোকেরা কমপক্ষে তাকে মুখলিছ ভাববে অথবা অন্য কাউকে জব্দ করা যাবে কিংবা উপস্থিত সুধীজন জানবে আমি এ বিষয়ে বেশ পণ্ডিত ইত্যাদি ভাবনা তার ভিতর ক্রিয়াশীল ছিল।

কোন কাজের শুরুতে ইখলাছ অবলম্বন একটা কঠিন কাজ। আবার ইখলাছের মাধ্যমে নিয়তটা ঠিক করে নিলে এর উপর অটল থাকা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার বার এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। একবার তিনি বললেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْمِ الدَّجَّالِ؟ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: اَلشِّرْكُ الْخَضُّ أَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىَ فَيَزِيْدَ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ

'আমি কি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না যাকে আমি দাজ্জালের চেয়ে বেশী ভয় করি? আমরা বললাম, অবশ্যই আপনি আমাদের বলে দিবেন। তিনি বললেন, তা হ'ল সূক্ষ্ম শিরক, যা এমন যে, কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে যায় আর খুব সুন্দর করে ছালাত আদায় করে কিন্তু মনে মনে অন্যকে দেখানোর ভাবনা লালন করে'।[১] দাজ্জালের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা কত কঠিন! রিয়া বা লোক দেখানো ভাবনা থেকে মুক্ত থেকে ইখলাছের উপর অটল থাকা এর চেয়েও কঠিন।

ইখলাছের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থে ইখলাছ হ'ল কোন বস্তুকে খালি করা বা পরিস্কার করা। শরী'আতের পরিভাষায় ইখলাছ দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা নির্ণয়ে বিজ্ঞ আলেমদের মত ও মন্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বলেছেন, ইখলাছ হ'ল ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে একক বলে গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, –وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– 'সে যেন তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

কারো মত হ'ল অন্তরকে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করে, এমন যাবতীয় নোংরামী ও অসুস্থতা হ'তে অন্তরকে পবিত্র করা। কারো মতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্র আনুগত্যে আত্মনিবেদন। আবার কারো মত এই যে, ইখলাছ হ'ল আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তা পালন করা। আর যা নিষেধ করেছেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তা থেকে বিরত থাকা।

ভাষার পার্থক্য থাকলেও সংজ্ঞাগুলোর মূল বক্তব্য একটাই। যে মৌলিক নীতিমালাকে কেন্দ্র করে আলেমগণ ইখলাছের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, তা হ'ল- ইবাদত-বন্দেগী, সৎকর্ম বলতে যা কিছু আছে, সবই একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পাদন করার নাম ইখলাছ। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ইবাদত করলে তাকে ইখলাছ বলে গণ্য করা হবে না। এমনিভাবে সকল পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্য হবে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইবাদত ও কর্মসম্পাদন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদন ও ইখলাছ আনয়নের বিভিন্ন রূপ হ'তে পারে। কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করেন তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপনার্থে। অপর কেউ ইখলাছকে ভাবেন আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের প্রবেশিকা হিসাবে। কারো উদ্দেশ্য থাকে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। অপর কেউ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে সুনিবীড় সম্পর্ক ও পরম আস্বাদ লাভে প্রয়াসী, কিংবা পরকাল দিবসে মহান আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভে প্রত্যাশী, যেদিন আল্লাহ্র সাক্ষাতে সারিবদ্ধ হবে বান্দাগণ। কারো কারো ইবাদতের লক্ষ্য থাকে যে কোন প্রকার পুরস্কার প্রাপ্তি। আবার কারো ইবাদতের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কোন ছওয়াব লাভ। কেউ কেউ আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হন নির্দিষ্ট কোন আযাবের কথা স্মরণ করে, অপর কেউ নির্দিষ্ট কোন আযাবের কথা স্মরণ করে নয়, আল্লাহ্কে ভয় করেন তার যে কোন আযাবের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে।

১. *ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৫৩৩৩, সনদ হাসান।*

ইবাদতে মানুষের ইচ্ছাবৃত্তির বৈচিত্র্য এক বিশাল অধ্যায়, একেক সময় তার মাঝে ক্রিয়াশীল থাকে একেক ধরনের ইচ্ছা। কখনো সে প্রণোদনা লাভ করে একাধিক ইচ্ছার দ্বারা। কিন্তু ইচ্ছার এ বৈচিত্র্যও একক এক লক্ষ্যের প্রতি সতত ধাবিত। বান্দা তার কাজ-কর্ম ও যাবতীয় মনোবৃত্তির দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্কে পাওয়ার আকাঙ্খাকে তীব্র করে তোলে, অন্য কাউকে নয়। এ সবই ইখলাছেরই সত্যায়ন। এসব ইচ্ছা যার মাঝে ক্রিয়াশীল, সে-ই ছিরাতে মুস্তাকীমের অধিকারী, হেদায়াত ও বিশুদ্ধ লক্ষ্যপানে ধাবিত। তবে বান্দার উচিৎ তার ইবাদতকে আল্লাহপ্রেম, ভীতি ও আশা থেকে কখনো বিযুক্ত করবে না। কারণ ইবাদতের প্রতিষ্ঠাই এই ত্রিমাত্রিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।

ইখলাছের মর্যাদা

প্রকৃতপক্ষে ইখলাছই হ'ল ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে (ইখলাছের সাথে) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, ছালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। এটিই সঠিক দ্বীন' *(বাইয়িনাহ ৯৮/৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ-

'বলুন, আমি ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি' *(যুমার ৩৯/১১)*।

فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ- أَلَا لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ-

'আপনি ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, ইখলাছপূর্ণ ইবাদতই আল্লাহ্র জন্য' *(যুমার ৩৯/২-৩)*।

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ইখলাছপূর্ণ ইবাদতকেই তার জন্য স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। অল্প হোক কিংবা বেশী, বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র, যে কোন ধরনের শিরক হ'তে মুক্ত হ'তে আয়াতগুলো স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলাম ধর্মে ইখলাছ এক গুরুত্বপূর্ণ শর্তের নাম। তাবৎ আম্বিয়া এ প্রক্রিয়ারই স্বীকৃতি বহন করেন। দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, শরী'আতের প্রতিটি অনুঘটনায় ইখলাছের অনুসন্ধান প্রমাণ করে ইখলাছের মর্যাদা ও গুরুত্ব।

ইখলাছ নবী-রাসূলদের দাওয়াতের কুঞ্জিকা, যে নীতিমালা নিয়ে তারা আগমন করেছেন তা মহোত্তম স্থানের অধিকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

'আল্লাহ্র ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি' *(নাহল ১৬/৩)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আদেশ নিয়ে রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন। নূহ (আঃ) যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, সে জাতির মাঝেই সর্বপ্রথম যখন শিরকের উৎপত্তি হয়, তখন তাকে মানবজাতির জন্য প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়। সে ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। যার দাওয়াত বিস্তৃত ছিল জিন-ইনসান ও পৃথিবীর সকল জাতির জন্য। পৃথিবীতে রাসূলরূপে আগত সকলের দায়িত্ব ছিল আল-কুরআনের ভাষায়-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

'আমি তোমার পূর্বে এ আদেশ ব্যতীত কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*।

এ তাওহীদ ও ইখলাছ হ'ল ক্বলব বা হৃদয়ের মাঝে সর্বোচ্চ স্তরের। এটাই বান্দার কর্মের উদ্দেশ্য ও পরিমাণে মর্যাদায় সর্ববৃহৎ।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বক্তব্যটির ব্যাখ্যায় বলেন, যদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা দাসত্ব করা হয় কিন্তু অন্তর ইখলাছ ও তাওহীদ থেকে শূন্য থাকে তবে সে যেন একটি মৃতদেহ, যার কোন রূহ নেই। নিয়ত হ'ল অন্তরের আমল *(ইবনুল কাইয়িম, বাদাইয়ুল ফাওয়ায়েদ)*।

ইখলাছ হ'ল ইবাদত কবুলের দু' শর্তের একটি। ইখলাছ ব্যতীত কোন ইবাদত কবুল হবে না।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِي بِهِ وَجْهُهُ-

'আল্লাহ তা'আলা শুধু সে আমলই গ্রহণ করেন, যা ইখলাছের সাথে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়'।[২]

২. *নাসাঈ হা/৩১৪০, হাদীছ ছহীহ।*

যারা আল্লাহ্র ব্যাপারে ইখলাছ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাঁর কালামে প্রশংসার সাথে তাদের কথা আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيّاً-

'স্মরণ কর, এ কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে ছিল রাসূল' *(মারইয়াম ১৯/৫১)*।

এমনিভাবে তিনি ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ-

'আমি তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হ'তে বিরত রাখার জন্য এভাবেই নিদর্শন দিয়েছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত (ইখলাছ অবলম্বনকারী) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

এমনিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

قُلْ أَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ-

'বল, আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হ'তে চাও? যখন তিনি আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের ও তোমাদের কর্ম তোমাদের এবং আমরা তার প্রতি একনিষ্ঠ' (ইখলাছ অবলম্বনকারী) *(বাক্বারাহ ২/১৩৯)*।

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় নবীগণের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ইখলাছ বা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠতা।

অপরদিকে ইখলাছশূন্য ব্যক্তির জন্য এসেছে কঠোর হুঁশিয়ারী ও শাস্তির সংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এ শিরক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। *(নিসা ৪/৪৮)*।

যারা শিরক করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র ঘোষণা,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْراً-

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরকান ২৫/২৩)*।

আয়াতটি উল্লেখের পর ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর মন্তব্য এই যে, এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যর্থ কাজ বলতে ঐ সকল কাজকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে করা হয়নি অথবা তার পদ্ধতিতে করা হয়েছিল তবে একনিষ্ঠভাবে (ইখলাছের সাথে) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়নি *(মাদারিজু সালেকীন)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, মুশরিকরা রক্ষা লাভ ও শুভপরিণতির আশায় পার্থিব জীবনে যে কর্মসম্পাদন করেছে, তা যারপরনাই মূল্যহীন। কারণ ইখলাছ অথবা আল্লাহ প্রণীত বিধানের প্রতি আনুগত্য-শরী'আতের এ দু'টি আবশ্যকীয় শর্তের কোনটিই তাতে উপস্থিত নেই। যে সকল কাজ খালেছভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হয় না কিংবা শরী'আতের অনুমোদিত পন্থায় পালন করা হয় না, তা বাতিল বলে গণ্য *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*।

হাদীছে এসেছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِى فِيْهِ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি শরীকদের শিরক থেকে একেবারেই অমুখাপেক্ষী। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং এতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তাহ'লে আমি তাকে ও তার শিরকী কাজকে প্রত্যাখ্যান করি' *(মুসলিম)*।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ رِيْحَهَا

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে জ্ঞান অর্জন করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তা যদি কেউ পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে করে তাহ'লে সে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না'।[৩]

হাদীছে আরো এসেছে,

৩. *আবূদাঊদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২, হাদীছ ছহীহ*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءِ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে আলেমদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অথবা মূর্খদের সাথে অহমিকা প্রদর্শনের জন্যে কিংবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’।[৪]

সুতরাং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রেই ইখলাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দার কিছু আমল হবে ইখলাছে পূর্ণ, কিছু হবে শূন্য, কিছু মু‘আমালায় ইখলাছ হবে তার আদর্শ, অপরকিছু মু‘আমালা হবে ইখলাছ হ’তে বিচ্যুত। এটা খুবই গর্হিত বিষয়, এটা কখনো শরী‘আত মোতাবেক স্বীকৃত নয়। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ইখলাছের গুরুত্ব ও অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ইখলাছ ও আনুগত্য শূন্য আমল তুলনীয় এমন মুসাফিরের সাথে, যে অকাজের ধুলোয় পূর্ণ করেছে তার থলে এবং প্রচুর ক্লান্তি ও ঘর্মাক্ত দেহে অতিক্রম করছে মরুভূমির পর মরুভূমি, তার জন্য এ সফর নিশ্চয়ই নিস্ফল ও শুভপরিণতি শূন্য *(বাদাইয়ুল ফাওয়ায়িদ)*।

ইখলাছ একটি কঠিন কাজঃ

ইখলাছের গুরুত্ব ও মর্যাদা সত্ত্বেও আমরা বলব, নিঃসন্দেহে ইখলাছ নফসের জন্য কঠিন একটি বিষয়। কারণ নফস এবং প্রবৃত্তি ও নফসের আকাঙ্খার মাঝে ইখলাছ এক কঠোর দেয়াল ও বাধা হয়ে নিজেকে উপস্থিত করে। নিজ প্রবৃত্তি, সামাজিক অবস্থা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা মুকাবিলা করে ইখলাছ ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এর উপর অটল থাকতে সংগ্রাম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এ সংগ্রাম শুধু সাধারণ মানুষ করবে তা কিন্তু নয়; বরং আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, ইসলাম প্রচারক ও নেককার-মুত্তাকী সকলের প্রয়োজন। সূফইয়ান আছ-ছাওরী বলেন, আমার কাছে নিজের নিয়ত ঠিক করার কাজটা যত কঠিন মনে হয়েছে অন্য কোন কাজ আমার জন্য এত কঠিন ছিল না। কতবার নিয়ত ঠিক করেছি কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার পাল্টে গেছে *(খতীব বাগদাদী, আল-জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবুস সামে)*।

ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী বলেন, দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ হ’ল ইখলাছের উপর অটল থাকা। আমি আমার অন্তর থেকে রিয়া (লোক দেখানো ভাবনা) দূর করার জন্য কত প্রচেষ্টা চালিয়েছি, সে দূর হয়েছে বটে তবে আবার ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়েছে। *(ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম)*।

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করা হ’ল, আপন প্রবৃত্তির নিকট কঠিনতম কর্ম কি? তিনি বললেন, ইখলাছ। কেননা প্রবৃত্তি কখনো ইখলাছ গ্রহণ করতে চায় না *(ইবনুল জাওযী, সফওয়াতুস সাফওয়াহ)*।

তাই মন্দকর্মে প্রণোদনাদাতা নফস বান্দার কাছে ইখলাছকে মন্দরূপে উপস্থাপন করে, দৃশ্যমান করে তোলে এমন রূপে, যা সে ঘৃণা করে মনেপ্রাণে। সে দেখায়, ইখলাছ অবলম্বনের ফলে তাকে ত্যাগ করতে হবে বিলাসী মনোবৃত্তির দাসত্ব, যে তোষামোদী স্বভাব ও মেনে নেয়ার দুর্বলতা মানুষকে সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ব্যাপক অবদান রাখে, তাও তাকে ছিন্ন করতে হবে আমূলে। সুতরাং বান্দা যখন তার আমলকে একনিষ্ঠতায় নিবিষ্ট করে, আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কেউ তার কর্মের উদ্দেশ্য হয় না, তখন বাধ্য হয়েই বিশাল একটি শ্রেণীর সাথে তাকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তারাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, একে অপরের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো‘আ পাঠ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তর আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন’।[৫]

[চলবে]

৪. *তিরমিযী হা/২৬৫৪, হাদীছ হাসান।*

৫. *তিরমিযী হা/৩৫২২।*

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

ভাগ্য গণনা

মূল: আবূ আমীনাহ বেলাল ফিলিপস্-

*ভাষান্তর: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হাসান**

মানুষের মধ্যে যেসব লোক অদৃশ্য ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ প্রভৃতি। এসব ভবিষ্যদ্বক্তা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাবলী উপস্থাপন করার দাবী করে থাকে। পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে- চায়ের পাতা পড়া, নানা প্রকার রেখা বা নকশা আঁকা, সংখ্যা লেখা, হাতের তালুর রেখা পড়া, রাশিচক্র খুঁটিয়ে দেখা, স্ফটিক বলের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করা, হাড় দিয়ে খটর খটর বা ঝনঝন করানো, লাঠি ছোঁড়া ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাগ্য গণনার নানাবিধ কলা-কৌশল ও এর শারঈ ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

অদৃশ্য প্রকাশে ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হওয়ার দাবীদার জ্যোতিষীদেরকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. প্রথমতঃ ঐসব জ্যোতিষী যাদের প্রকৃতপক্ষে কোন সত্য জ্ঞান বা গুপ্ত রহস্য জানা নেই; বরং তারা তাদের নিকট আগত লোকদেরকে তাই বলে, যা সাধারণত অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে সচরাচর ঘটে থাকে। তারা প্রায় সময়ই অর্থহীন কিছু ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার মাধ্যমে পূর্বপরিকল্পিত সাধারণ অনুমান প্রকাশ করে থাকে। কখনো কখনো তাদের কিছু অনুমান অতি সাধারণতার জন্য সত্য হয়ে যায়। অতিসামান্য যে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রকাশ লাভ করে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সেগুলো মনে রাখার প্রবণতা দেখা যায়; কিন্তু যেগুলো আদৌ সত্য বলে প্রকাশিত হয় না, তার বেশিরভাগই মানুষ খুব দ্রুত ভুলে যায়। প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি পুনরায় মনে না পড়ে, তাহ'লে কিছু দিন পরে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধেকই মানুষ অবচেতনভাবে ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি নতুন বৎসরের শুরুতে আসন্ন বছরে মানুষের জীবনে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন খ্যাতিমান জ্যোতিষীদের নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা উত্তর আমেরিকায় একটা সাধারণ প্রথার রূপ পরিগ্রহ করেছে।** ১৯৮০ সালে প্রচারিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে দেখা যায়, সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ২৪% সঠিক হয়েছিল!

২. যাদের সঙ্গে জিনের সখ্যতা ও যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ধরনের অপজ্ঞান রয়েছে, তারা এ দ্বিতীয় শ্রেণীর দলভুক্ত।

৩. এ দলটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ এরা শিরকের মত বৃহত্তর ও জঘন্যতম গুনাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ কাজে জড়িতদের উপস্থাপিত তথ্যাবলী সাধারণত কিছুটা নির্ভুল হয়, যা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য বড় ধরনের ফিৎনার কারণ।

জিনের জগৎ

'জিন' সম্পর্কে কুরআনে সম্পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। ক্রিয়াপদ 'জান্না', 'ইয়াজুন্ন' হ'তে উৎপন্ন হওয়া 'জিন' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের ভিত্তিতে তারা দাবী করে, জিন হচ্ছে 'চতুর ভিনদেশী' বা 'ভিন্ন জাতের প্রাণী'। আবার অনেকে এমনও দাবী করেন যে, জিন হচ্ছে স্বভাবে অগ্নিময় এমন ধরনের মানুষ যার মস্তিষ্কে অন্তরের উপস্থিতি নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানকারী আল্লাহ্‌র অপর এক সৃষ্টি হ'ল জিন জাতি। মানব জাতি সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা জিন জাতি সৃষ্টি করেন। মানব সৃষ্টির উপাদান হ'তে ভিন্নতর উপাদানের সমষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা জিন জাতি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُوْنٍ–

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ-

'পচা কর্দমের বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। এর পূর্বে আমি জিনকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি' *(হিজর ১৫/২৬-২৭)*।

লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে তাদেরকে জিন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সিজদা করার হুকুম দানকালে ফিরিশতাদের মাঝে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইবলীস (জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত) সিজদা করতে অস্বীকার করলে তাকে এ অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ 'সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬)*।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিরিশতাদেরকে নূর (আলো) হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনদেরকে করা হয়েছে আগুন হ'তে'।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ...-

'স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস ছাড়া তারা সবাই

---

* *বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা।*

** *কেবল উত্তর আমেরিকাতেই নয় বরং বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বের প্রায় সকল দেশের জ্যোতিষীরা নতুন বছরের আগমনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে থাকে। -অনুবাদক*

১. *ছহীহ মুসলিম* হা/৭১৩৪।

www.at-tahreek.com

সিজদা করল। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত...' *(কাহফ ১৮/৫০)*। তাই ইবলীসকে পদস্খলিত ফিরিশতা মনে করা ভুল।

জিনদের অস্তিত্বের ধরন অনুযায়ী এদেরকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর জিন রয়েছে। এক প্রকার জিন সারাক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়ায়, দ্বিতীয় প্রকার জ্বিনেরা সাপ ও কুকুর হিসাবে বিদ্যমান, তৃতীয় প্রকার জিন পৃথিবী অভিমুখে অগ্রসরমান তথা পৃথিবীতে অবস্থান করে এবং এরা এক জায়গায় বসবাস করা সত্ত্বেও এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে।[২]

জিনজাতির বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদেরকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। মুসলিম (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী) এবং কাফির (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী)। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জিনদের সম্পর্কে বলেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً- يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً- وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً- وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً-

'বল, আমার কাছে অহী করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর তারা বলেছে, আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কখনও কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ। তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী ও কোন সন্তান। আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত' *(জিন ৭২/১-৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً- وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَباً-

'আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহ্‌র প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন' *(জিন ৭২/১৪-১৫)*।

কাফির (অবিশ্বাসী) জিনদেরকে বিভিন্ন নামে আরবীতে ও বাংলাতে উল্লেখ করা হয়: ইফরীত, শয়তান, ক্বারীন, দৈত্য, পিশাচ, অপদেবতা, ভূত, পেত্নী, প্রেতাত্মা ইত্যাদি। এরা নানাভাবে মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করে থাকে। যে কেউ তাদের প্রতি কর্ণপাত করে, সে-ই তাদের কর্মী হিসাবে মানবীয় শয়তান রূপে পরিগণিত হয়।

২. আত-ত্বাবারী ও আল-হাকিম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِيْنَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ...

'এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ আর জিন শয়তানদের মধ্য হ'তে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি...' *(জিন ৬/১১২)*।

প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ক্বারীন (সঙ্গী) নামক একজন জিন রয়েছে। এটা এ জীবনে মানুষের পরীক্ষার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যতীত কিছুই নয়। এ জিনটি তাকে নিচু প্রকৃতির কামনা-বাসনার প্রতি অবিরত উৎসাহিত করে এবং সরল-সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় রত থাকে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'জিনদের মধ্য হ'তে একজন করে সাথী তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমনকি আপনার সাথেও, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন এবং সে আনুগত্য স্বীকার করেছে। তাই সে আমাকে শুধু সৎকাজ করতে বলে'।[৩]

সুলায়মান (আঃ)-কে নবুঅতের নিদর্শন স্বরূপ জিনদের নিয়ন্ত্রণ করার মত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ-

'সুলায়মানের সামনে তাঁর সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হ'ল, জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হ'ল' *(নামল ২৭/১৭)*।

কিন্তু অন্য কাউকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। জিনদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি কাউকে প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া কেউ তা পারেও না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার ছালাত ভাঙ্গার জন্য গতরাতে জিনদের মধ্য হ'তে এক ইফরীত[৪] থু থু নিক্ষেপ করেছিল। তবে তার উপরে বিজয়ী হ'তে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। সকালে তোমাদের সবাইকে দেখানোর জন্য আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চেয়েছিলাম। তারপর আমার ভাই সুলায়মানের দো'আ মনে পড়ল,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِيْ مُلْكاً لا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ-

৩. *ছহীহ মুসলিম হা/৬৭৫৭।*

৪. খুব শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান শয়ত্বান জিন (E.W. Lane, *Arabic-English Lexicon,* (Cambridge, England: Islamic Texts Society, 1984), Vol. 2, p. 2089.

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় হবে না। তুমি হ’লে পরম দাতা...’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*।[৫]

মানুষ জিনদের নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। কেননা এ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা কেবল সুলায়মান (আঃ)-কে প্রদান করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় আছর বা আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত অধিকাংশ সময় জিনদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধারণত ধর্মদ্রোহী ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে করা হয়।[৬] এভাবে উপস্থিত করা বা ডাকায় জ্বিনেরা তাদের সাথীদেরকে পাপকাজে লিপ্ত হ’তে ও স্রষ্টায় অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার মত জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত করতে যত বেশি সম্ভব মানুষকে আকৃষ্ট করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

জিনদের সাথে গণকদের একবার যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পন্ন হ’লে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু ঘটনা সম্পর্কে জিন তার অনুসারী গণকদেরকে জানাতে পারে। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনার সংবাদ জিনেরা কিভাবে সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিনেরা প্রথম আসমানের নিম্নাংশ পর্যন্ত পৌঁছতে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনাবলী সম্পর্কে ফিরিশতারা পরস্পর যে আলোচনা করে তা শুনতে সক্ষম। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে শ্রবণকৃত সংবাদগুলো তাদের সেই চুক্তিকৃত বন্ধুদের নিকটে পরিবেশন করে।[৭] মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে এ ধরনের অনেক ঘটনা সংঘটিত হ’ত এবং গণকরাও তথ্য প্রকাশে অনেকাংশে নির্ভুল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পাশাপাশি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে তাদের পূজা-অর্চনাও করা হ’ত।

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হ’তেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আসমানের নীচের অংশে পাহারা দেবার জন্য ফিরিশতাদেরকে নিযুক্ত করা হয় এবং বেশিরভাগ জিনকে উল্কা ও ধাবমান নক্ষত্র দিয়ে তাড়ানো হয়। এক জিন কর্তৃক বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাটি আল্লাহ্‌ তা‘আলা কুরআনের ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيْداً وَشُهُبًا- وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا-

‘আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ। আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে’ *(জিন ৭২/৮-৯)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ - إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِيْنٌ-

‘আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ চুরি করে (খবর) শুনতে চাইলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবণ করে’ *(হিজ্‌র ১৫/১৭-১৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর একদল ছাহাবী উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে আসমান থেকে ইলাহী সংবাদ শ্রবণে শয়তানরা বাধাগ্রস্ত হ’ল।[৮] তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হ’ল। তাই তারা ফিরে এল তাদের লোকজনের নিকটে। তাদের লোকেরা ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা সংঘটিত ঘটনা বলল। কেউ কেউ বলল, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে; ফলে তারা কারণ উদঘাটনে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কয়েকজন রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীদেরকে ছালাতরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করল। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, নিশ্চয়ই এটাই তাদেরকে আসমানী সংবাদ শ্রবণ থেকে বাধা দান করেছে। তখন তারা তাদের লোকজনের নিকটে ফিরে গিয়ে বলল,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً- يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا-

‘আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা কখনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না’ *(জিন ৭২/১-২)*।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের পূর্বে জিনেরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হ’লেও পরবর্তীতে তা আর পারেনি। এ কারণে তারা তাদের সংবাদের সংগে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘জিনেরা সংবাদ পাঠাতেই থাকবে যতক্ষণ না এটা যাদুকর বা গণক পর্যন্ত পৌঁছে। মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠানোর পূর্বেই একটি উল্কাপিণ্ড আঘাত করবে। আর উল্কাপিণ্ড দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই যদি সংবাদটি

৫. *বুখারী ৭৫; মুসলিম, হা/১১০৪*।
৬. আবূ আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স, *জিন সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার রচনা*, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ. ২১।
৭. *বুখারী; মুসলিম হা/৫৫৩৮*।
৮. *মূলত: এ দিন বা এ সময় থেকে শয়তানদেরকে ইলাহী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান এবং তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা শুরু হয়নি। বরং তা এর আগে থেকেই শুরু করা হচ্ছিল। হয়তো শয়তানরা এর কারণ এ ঘটনার মাধ্যমে এ সময়ে জানতে পেরেছে মাত্র। কারণ এ সম্পর্কিত যেসব শব্দ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা অতীত নির্দেশক। দ্র: ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৩২*।
৯. বুখারী হা/৪৪৩; মুসলিম হা/৯০৮; তিরমিযী, আহমাদ।

www.at-tahreek.com

পাঠাতে সক্ষম হয়, তাহ'লে এর সঙ্গে একশ'টা মিথ্যা যোগ করে পাঠাবে'।[১০]

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এরা কিছুই না'। তারপর গণকদের কথা মাঝে মাঝে সত্য হওয়ার ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এটা সত্য সংবাদের একটি অংশবিশেষ যা জিনেরা চুরি করে এবং এ তথ্যের সঙ্গে একশ'টি মিথ্যা যুক্ত করে তার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে'।[১১]

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) একদিন বসেছিলেন, এমন সময় এক সুদর্শন লোক[১২] তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। ওমর (রাঃ) বললেন, 'আমার যদি ভুল না হয়, লোকটি এখনও প্রাক-ইসলামী বিশ্বাসের অনুসরণকারী অথবা সম্ভবত সে তাদের মধ্যে যেসব গণক রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত। ওমর (রাঃ) লোকটিকে তাঁর নিকটে আনার জন্য আদেশ করলেন এবং তিনি তাঁর অনুমানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটা উত্তর দিল, একজন মুসলিমকে আজ এমন এক অভিযোগের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে, যা আমি আর কখনও দেখিনি। ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমাকে এ ব্যাপারে জানানো তোমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তারপর লোকটি বলল, জাহেলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ-গণনাকারী ছিলাম। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, সবচেয়ে বিস্ময়কর যে বিষয়টি তোমার পরী (নারী জিন) তোমাকে বলেছে তা আমাকে বল। লোকটি তখন বলল, আমি একদিন বাজারে থাকাবস্থায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে আমার নিকটে আগমন করে বলল, 'অপমান হওয়ার পর হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি কি জিনদের দেখতে পাওনি? আর তাদেরকে (জিনদেরকে) এমন অবস্থায় দেখতে পাওনি যে, তারা মাদী উট ও এদের পিঠে আরোহণকারীদের অনুসরণ করছে? ওমর (রাঃ) মন্তব্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্য'।[১৩]

জিনদের সাথে যোগাযোগকারী মানুষকে অর্থাৎ জিনদের সাহায্যে যেসব ভবিষ্যদ্বক্তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাদেরকে জিনেরা অতি নিকট-ভবিষ্যত সম্পর্কে জানাতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে কেউ গমন করলে, উপস্থিত ব্যক্তিটি গণকের নিকটে আসার পূর্বে কী কী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল তা গণকের জিন আগত ব্যক্তির সাথী জিনের (ক্বারীন)[১৪] নিকট থেকে অবগত হয়। ফলে আগত ব্যক্তিটি কী কী করবে বা কোথায় কোথায় যাবে তা জানাতে গণক সক্ষম হয়। আর এভাবেই একজন গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তা আগন্তুক ব্যক্তির অতীত সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। সেই গণক সবিস্তারে বলতে সক্ষম হয়, আগন্তুকের পিতা-মাতার নাম, জন্মস্থান এবং ছোটবেলার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। জিনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন ভবিষ্যদ্বক্তার আলামত হচ্ছে যে, সে বিস্তারিতভাবে অতীতের বর্ণনা দিতে পারবে। কারণ মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল ব্যবধানের দূরত্ব অতিক্রম করা, গোপনীয় বিষয় বা ঘটনা, হারানো দ্রব্য, অদৃষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা জিনের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষমতার সত্যতা আমরা নবী সুলায়মান (আঃ) এবং সাবার রাণী বিলকীস সম্পর্কে কুরআনের বিবরণে দেখতে পাই। সুলায়মান (আঃ)-কে রাণী বিলকীস দেখতে আসলে, রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে তিনি (সুলায়মান) উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রদান করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত মানুষ, জিনসহ অন্যদের মধ্যে, একজন বলল,

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ-

'এক শক্তিধর জিন বলল, আপনি আপনার জায়গা থেকে উঠবার আগেই আমি তা আপনার কাছে এনে দেব, এ কাজে আমি অবশ্যই ক্ষমতার অধিকারী ও আস্থাভাজন' (*নামল ২৭/৩৯*)।

ভাগ্য গণনা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

তাওহীদ বিরুদ্ধ শিরকী ও কুফরী বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ভাগ্য গণনায় লিপ্তদেরকে এ নিষিদ্ধ চর্চা ত্যাগ করতে উপদেশ দান ছাড়াও ইসলাম তাদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সম্পৃক্ততার বিরোধিতা করে।

গণকের নিকটে গমন করা

গণকের যে কোন ধরনের দর্শনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে নীতি নির্ধারণ করেছেন। হাফছা (রাঃ) থেকে ছাফিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ কোন গণক, গায়বী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার ছালাত কবুল করা হবে না'।[১৫]

এ হাদীছে বর্ণিত শাস্তি শুধু গণকের নিকটে গমন করে কৌতুহল বশতঃ তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য। এ নিষিদ্ধতা আরও সমর্থিত হয়েছে মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম আস-সুলামী বর্ণিত হাদীছ দ্বারা। এ হাদীছে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা গণকের নিকটে যায়। রাসূল (ছাঃ) উত্তর দিলেন, 'তাদের কাছে যাবে না'।[১৬]

এ ধরনের কঠিন শাস্তির বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবল গণকের নিকট গমনের জন্য। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস

১০. বুখারী হা/২৩২; তিরমিযী।
১১. *বুখারী* হা/৬৫৭; *মুসলিম* হা/৫৫৩৫।
১২. তার নাম হল, সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব।
১৩. *বুখারী* হা/২০৬।
১৪. যে জিন প্রতিটি মানুষের সাথে সর্বদা অবস্থান করে।

১৫. *মুসলিম* হা/৫৫৪০।
১৬. *মুসলিম* হা/৫৫৩২।

www.at-tahreek.com

করার ক্ষেত্রে এটাই প্রথম পর্যায়। যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গণকের নিকট গমন করে, আর গণকের কোন ভবিষ্যদ্বাণী সত্যরূপে পরিগণিত হয়, তাহ'লে নিশ্চিতভাবেই সে গণকের গোঁড়া সমর্থক ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি উৎসাহী ও বিশ্বাসী হবে।

গণকের নিকটে গমন করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি উক্ত চল্লিশ দিনের বাধ্যতামূলক ছালাত আদায় করতে বাধ্য, যদিও ঐ ছালাতের জন্য সে কোন প্রকার পুরস্কার পাবে না। আর সে যদি সকল ছালাত পরিত্যাগ করে, তাহ'লে তো সে আরও একটি গুরুতর গুনাহ করল। চুরিকৃত সম্পদের উপরে বা ভিতরে ছালাত আদায় করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান অধিকাংশ ইসলামী ফিকহবিদের মতে একই। তারা সবাই এ মত পোষণ করেন যে, ফরয ছালাত আদায় করলে সাধারণত তা দু'ধরনের ফলাফল বহন করে: ১. উক্ত ব্যক্তির উপর ঐ ছালাত আদায়ের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকে না। ২. তার জন্য পুরস্কার অর্জিত হয়।

চুরিকৃত সম্পদের উপরে বা ভিতরে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা অবশিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি এজন্য কোন পুরস্কার পেতে পারে না।[১৭]

গণকের প্রতি বিশ্বাস

অদৃশ্য ও ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে গণক ওয়াকিফহাল এ বিশ্বাসে গণকের নিকটে গমন করা কুফরী কাজ।

আবূ হুরায়রা এবং আল-হাসান উভয়ে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ কোন গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ দ্বীনের প্রতি কুফরী করল'।[১৮]

এ ধরনের বিশ্বাস দ্বারা অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞান রাখার মত গুণাবলীকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়। ফলস্বরূপ তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এক্ষেত্রে শিরকের সূচনা হয়। অর্থাৎ কেউ কোন জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, পীর, ফকীর, সাধু-দরবেশ ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবীদারকে গায়বী বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করলে শিরক আকবার (বড় শিরক) সংঘটিত হবে।

গণকদের লেখা বই, পত্র-পত্রিকা বা গবেষণা-পত্র পড়া এবং তাদের অনুষ্ঠান রেডিওতে শ্রবণ করা বা টিভিতে দেখা ইত্যাদির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় এসব কর্মকাণ্ড কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ ভবিষ্যদ্বক্তারা তাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার ও প্রসারে বিংশ শতাব্দীতে এ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, এমনকি রাসূলও না।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ...-

'সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না...' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

তারপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন,

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ

'বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া আমার নিজের ভালো বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহ'লে নিজের জন্য অনেক বেশি ফায়দা হাছিল করতাম, এবং কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না...' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ...

'আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ্ ছাড়া...' (*নামল ২৭/৬৫*)।

অতএব ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত নানা রকম পন্থা বা পদ্ধতি সমূহ মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। হস্তরেখা গণনা, ভাগ্য গণনার মাধ্যম আই চিং, সাফল্যের বিস্কুট বা কেক ও চায়ের পাতার পাশাপাশি রাশিচক্র ও 'Bio-rhythm' নামক কম্পিউটার প্রোগ্রাম-এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকজনের দাবী অনুযায়ী, এসব উপায়সমূহ তাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাতে পারে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র তিনিই অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'ক্বিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (মায়ের) রেহেমে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন্ জায়গায় তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত' *(লুক্বমান ৩১/৩৪)*।

ফলে মুসলিমদের অবশ্যই বই-পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির পাশাপাশি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেসব লোকদের ব্যাপারে, যারা বিভিন্ন উপায়ে দাবী করে যে তারা ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হকের উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৭. নববী *তাইসীর আল-আযীয আল-হামীদ*, পৃ. ৪০৭।
১৮. *সুনান আবি দাঊদ* হা/৩৮৯৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ২/৪২৯ পৃঃ; বায়হাক্বী; আলবানী, *ছহীহুত তারগীব*, ৩/৯৭-৯৮।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাবরী মসজিদ কলঙ্কের অবসান হোক

*নূরুল ইসলাম**

৬ ডিসেম্বর ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে একটি শোকের দিন। ১৯৯২ সালের এই দিনে উগ্র হিন্দুরা ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা রাজ্যের ফয়যাবাদে অবস্থিত বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। এ অনভিপ্রেত ঘটনার জের ধরে সমগ্র ভারতের ৩৫৬টি শহরে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নিহত হয় দুই হাযারের বেশী মানুষ, যাদের অধিকাংশ মুসলমান। আহত হয় ২০ হাযারের বেশী। কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। বাড়ীঘর হয় ভস্মীভূত। পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবীদার ভারতের ইতিহাসে রচিত হয় এক কালো অধ্যায়। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার ১০ দিন পর (১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২) সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনমোহন সিং লিবারহানের নেতৃত্বে 'লিবারহান কমিশন' গঠন করা হয়। দীর্ঘ ১৭ বছর পর চলতি বছরের ৩০ জুন কমিশন তাদের ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয়। এতে খরচ হয় ৮ কোটি রুপি। কমিশন গঠনের পর মোট ৪৮ বার রিপোর্ট জমা দেয়ার সময় বৃদ্ধি করা হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টে উপস্থাপনের পূর্বেই গত ২৩ নভেম্বর কাকতালীয়ভাবে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকা কমিশনের রিপোর্ট ফাঁস করে দেয়। ২৪ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরাম পার্লামেন্টে রিপোর্টটি পড়ে শোনালে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়। এমনকি হাতাহাতির ঘটনা পর্যন্ত ঘটে।

লিবারহান কমিশনের এই রিপোর্টে মোট ৬৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা এল কে আদভানী, বিজেপির সাবেক সভাপতি মুরলি মনোহর যোশি, উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং যাদব, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' নেতা অশোক সিংঘাল ও প্রবীণ তোগাড়িয়া, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' (আরএসএস) প্রধান কে এস সুদর্শন ও গোবিন্দাচার্য, সংঘ পরিবারের সাবেক নেত্রী উমা ভারতী, শিব সেনা প্রধান বাল ঠাকরে, বিনয় কাটিয়ার, গিরিরাজ কিশোর প্রমুখ। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদভানী বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পরিকল্পনা জেনেও তা ঠেকানোর তেমন কোন পদক্ষেপ নেননি। রিপোর্টে আরো বলা হয়, মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটি ছিল পরিকল্পিত এবং এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে বিজেপি নেতারা এ ব্যাপারে জানতেন না বা তারা নিরপরাধ। রিপোর্টে বাজপেয়ী, আদভানী, যোশিসহ অনেক শীর্ষস্থানীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাকে 'ভুয়া উদারনৈতিক' (Pseudo-moderates) আখ্যায়িত করে বাবরী মসজিদ ধ্বংসে ইন্ধন যোগানোর জন্য সরাসরি দোষারোপ করা হয়। রিপোর্টে আরো বলা হয়, মসজিদ ধ্বংসের আগে করসেবকদের হাতে বিপুল অংকের তহবিল জমা হওয়ার ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, নেতারা তাদের শক্তিশালী হ'তে সহযোগিতা করেছেন। রিপোর্টে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের কড়া সমালোচনা করা হয়। মসজিদ ধ্বংসের সময় যেসকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ অফিসার নীরবতা পালন করেছিলেন তিনি তাদেরকে অন্যত্র বদলি করেছিলেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ রিপোর্টের ফলে উগ্র হিন্দু দল বিজেপি ও তাদের দোসর করসেবক, সংঘ পরিবার, আরএসএস-এর মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বিলম্বে হ'লেও সত্য তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বিধিবাম দেখে বাজপেয়ী, আদভানী, যোশি প্রমুখ সাফাই গাওয়া শুরু করেছেন। অবশ্য উমা ভারতী বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে বলেছেন, 'বলতে দ্বিধা নেই বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে আমারও বড় ভূমিকা ছিল। সেদিন যা ঘটেছিল, তার জন্য আমিও দায়ী। বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নৈতিক দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কেননা আমিই সেখানে করসেবকদের জমায়েত করেছিলাম'।[১] তবে 'আরএসএস' প্রধান মোহন ভগবত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলেছেন, '১৭ বছর আগে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় সংঘের অনুতাপ করার প্রশ্নই আসে না। বরং ঐ মসজিদের স্থানে রামমন্দির স্থাপনের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে'। তিনি আরো বলেন, 'সংঘ নিজস্ব নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বা আদালতের আদেশে অথবা জনগণের মতৈক্যের ভিত্তিতে যেভাবেই হোক রামমন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।[২] আদভানী বাবরী মসজিদ ধ্বংসের দিনকে তার জীবনের অন্যতম 'দুঃখজনক ঘটনা' বলে নিজের দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন।[৩] অথচ তিনিই ১৯৯০ সালে বাবরী মসজিদস্থলে রামমন্দির নির্মাণে হিন্দু জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে ভারতময় প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছিলেন। বাজপেয়ী ১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে বলেছিলেন, 'বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে 'ইয়াঙ্গা' (ধর্মীয় উৎসব) পালিত হবে'। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পরের দিন ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার বাজপেয়ীর কাছে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, Let the temple come up.'মন্দির নির্মাণ হ'তে দিন'।[৪]

---

১. *ভোরের কাগজ, ২৬ নভেম্বর '০৯, পৃঃ ১ ও ২।*
২. *প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর '০৯, পৃঃ ৭।*
৩. *আমার দেশ, ২৬ নভেম্বর '০৯, পৃঃ ৫।*
৪. *kuldip Nayar, Politics of Babri Masjid, The Daily Star, 27th November, 2009, p.11.*

---

* বড় বনগ্রাম (ভাড়ালীপাড়া), সপুরা, শাহমখদুম, রাজশাহী।

লিবারহান কমিশনের রিপোর্টের ভাষ্য মতে ঐ দিন (৬ ডিসেম্বর '৯২) সকালে এল কে আদভানী ও অন্যরা বিনয় কাটিয়ার-এর বাসভবনে মিলিত হন। এরপর তারা (আদভানী, মুরলি মনোহর যোশি, বিনয় কাটিয়ার) বাবরী মসজিদস্থলে নির্মিত পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে ২০ মিনিটব্যাপী প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তারা মসজিদের মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত 'রামকথা কুঞ্জ' এ যান। সেখানে সিনিয়র নেতাদের জন্য মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল।[৫] বিকালে একজন টিনএজ করসেবক মসজিদের গম্বুজে লাফ দিয়ে ওঠে। এটি ছিল বাইরে পুলিশের নিরাপত্তাবেষ্টনী ভাঙ্গার সংকেত। সে সময় আদভানী যোশি গং করসেবকদের মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেননি বা তা ভেঙ্গে ফেলতে নিষেধ করেননি। অথচ তারা চাইলে খুব সহজেই করসেবকদের বাধা দিতে পারতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা এর সাথে জড়িত ছিলেন। যেমনটি রিপোর্টে বলা হয়েছে- This selected act of the leaders itself speaks of the hidden intention of one and all being to accomplish demolition of the disputed structure. রিপোর্টে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও এর কোনরূপ সমালোচনা করা হয়নি। অথচ মসজিদ ধ্বংসের সংকটময় সময়ে তাঁর দফতরে বারবার ফোন আসতে থাকলে জানানো হয় যে, তিনি পূজায় ব্যস্ত আছেন। মসজিদ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তিনি পূজাতেই নিমগ্ন ছিলেন।[৬]

কুলদীপ নায়ার বলেছেন, Even otherwise, the centre has an overall responsibility to protect the constitution. Rao could have easily acted before the demolition took place. The proclamation to impose president's rule was ready a fortnight earlier. It was awaiting the cabinet approval. The prime minister did not convene the meeting. This means his connivance, although in his book Rao mentions the pressure of his party men that did not allow him to react in time. 'সংবিধানকে রক্ষা করার সার্বিক দায়িত্ব সরকারের। মসজিদ ধ্বংস করার আগে নরসিমা রাও সহজেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। পক্ষকাল আগে থেকেই সেখানে প্রেসিডেন্টের শাসন জারির ঘোষণা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। মন্ত্রীসভায় বিষয়টি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকেননি। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি এ ব্যাপারে পরোক্ষ সম্মতি বা চোখ বুঁজে থেকে সহায়তা দিয়েছেন। অবশ্য নরসিমা রাও তার বইয়ে উলেখ করেছেন, দলের লোকদের চাপের মুখে তিনি যথাসময়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারেননি'।[৭]

প্রথম মোগল সম্রাট বাবর ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু রাজা রানা সংগ্রাম সিংহকে সিক্রিতে পরাজিত করে তার প্রধান সেনাপতি মীর বাকীকে অযোধ্যার গভর্নর নিযুক্ত করেন। হিন্দুদের ভাষ্যমতে, মীর বাকী অযোধ্যার একটি মন্দির ধ্বংস করে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তদস্থলে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করেন। এ স্থানটি হিন্দুদের দেবতা রামের জন্মভূমি বলেও তারা দাবী করে। ১৮৫৩ সালে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্-এর শাসনামলে এ নিয়ে প্রথম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। ১৮৮৫ সালে হিন্দুরা মন্দির নির্মাণের চেষ্টা করলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ৭৫ জন মুসলমান নিহত হন। ১৮৫৭ সালে হিন্দুরা বাবরী মসজিদের কিয়দংশ দখল করে রামপূজার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করে। ১৯৩৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মসজিদের দেয়াল এবং একটি গম্বুজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর মধ্য রাতে হিন্দুরা মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে রাম ও সীতার মূর্তি স্থাপন করে। ১৯৮৪ সালে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' মসজিদের তালা খুলে দেয়ার জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারী ফয়যাবাদের যেলা জজ সেখানে হিন্দুদের পূজা করার অনুমতি প্রদান করেন এবং তালা খুলে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ রায়ের ফলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে 'বাবরী মসজিদ এ্যাকশন কমিটি' গঠন করে। ১৯৮৭ সালের ১৪ জানুয়ারী পালন করা হয় কালো দিবস। ১৯৮৯ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রভৃতি উগ্রপন্থী হিন্দু দল বাবরী মসজিদস্থলে রামমন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয়। ২ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পতাকা উড়িয়ে বাবরী মসজিদ দখল করে। ১৯৯০ সালে আদভানী বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয় এবং অযোধ্যা অভিমুখে রথযাত্রার আয়োজন করে। এরপর ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। মসজিদটির কোন ক্ষতি সাধন না করার ব্যাপারে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও প্রায় দেড় লাখ উগ্র হিন্দু সেদিন তা গুঁড়িয়ে দেয়।[৮] সে সময় সেখানে ৫০ হাজার ভারতীয় পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

বাবরী মসজিদস্থল রামের জন্মভূমি এবং একটি মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে- এটি প্রমাণের জন্য উগ্রপন্থী হিন্দুরা নানা অপচেষ্টা চালায়। এমনকি তারা মসজিদগাত্রে ৩০টি চিত্র অংকন করে। এর মধ্যে একটি ছিল রামের প্রতিমূর্তি। শুধু তাই নয়, যে যেলা জজের রায়ে উগ্র হিন্দুরা বাবরী মসজিদ দখলে নিতে সমর্থ হয়েছিল তার একটি প্রতিমূর্তিও তারা ভক্তি গদগদচিত্তে মসজিদের প্রবেশপথে স্থাপন করেছিল। মসজিদগাত্রে অংকিত চিত্রগুলোর নীচে লিখিত নির্দেশনায় বলা ছিল যে, বাবরের সৈন্যদল অযোধ্যায় রামমন্দির আক্রমণকালে ৭৫ হাযার হিন্দুকে হত্যা করেছিল এবং তাদের রক্ত মসজিদ নির্মাণে মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আর. এস. শর্মা তাঁর

৫. *সূত্র: উইকিপিডিয়া।*
৬. *The Daily Star, 27 th November, 2009, p.11.*
৭. *Ibid.*
৮. *নয়া দিগন্ত, ৬ ডিসেম্বর '০৯, পৃঃ ১৬।*

'কমিউনাল হিস্টরি এ্যান্ড রামস অযোধ্যা' (Communal History and Rams Ajodhya) গ্রন্থে বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে এভাবে জ্বলন্ত মিথ্যাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। বাবর রামমন্দির ধ্বংস করেছিলেন এবং সে স্থানে তিনি বাবরী মসজিদ স্থাপন করেছিলেন, এ ধারণা যতখানি মিথ্যা ততখানি মিথ্যা তাদের এ দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার'।[৯]

২০০২ সালের ৫ মার্চ এলাহাবাদ হাইকোর্ট 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' (এএসআই) নামক ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থাকে বাবরী মসজিদ এলাকায় খননকাজ চালানোর নির্দেশ দেয়। ২০০৩ সালে সংস্থাটি আদালতে ৫৭৪ পৃষ্ঠার জরিপ রিপোর্ট পেশ করে। বিজেপি সরকার তখন ক্ষমতায় থাকায় আদালত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেনি। যদি হিন্দুদের দাবী সত্য প্রমাণিত হ'ত তাহ'লে নিশ্চয়ই রিপোর্টটি প্রকাশ পেত। প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সুরুজ বানের মতে, 'এএসআই-এর জরিপ রিপোর্টে একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাবরী মসজিদের জায়গায় রামমন্দির ছিল না'। তাছাড়া বাবরী মসজিদের ধ্বংসস্তূপে ৫৫টি গর্ত খোঁড়া হলেও সেখানে কোন রামমন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এমনকি বাবরী মসজিদের চৌদ্দটি প্রস্তরস্তম্ভও প্রমাণ করে যে, এখানে কোন মন্দির ছিল না। আবিষ্কৃত অধিকাংশ স্তম্ভের দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ ফুটের (১.৭৩ মিটার) সামান্য বেশী। গোড়ার দিকের ব্যাস সাত ইঞ্চি থেকে সাড়ে দশ ইঞ্চি। চৌদ্দটির মধ্যে একটির গোড়ার ব্যাস ১ মিটার। ড. আর. এস. শর্মা উলেখ করেছেন যে, এ প্রকার স্তম্ভ অধিক ভার বহনক্ষম হ'তে পারে না। এজন্য মধ্যযুগের মন্দিরের পক্ষে অন্তত ৭ ফুট উচ্চতার প্রয়োজন।[১০]

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলের রুই কাতলারা সেদিন যে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত ভারতীয় সমাজকে মুক্ত করার জন্য লিবারহান কমিশনের মাধ্যমে যারা অভিযুক্ত হয়েছে তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া সময়ের অনিবার্য দাবী। ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার তাঁর এক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, It would be tragic if those who demolished the mosque went scot-free. They are also responsible for the killing of 2000 people in the wake of the masjids destruction. 'যারা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করেছে তারা নির্বিঘ্নে ছাড়া পেয়ে গেলে তা হবে দুঃখজনক। তারা মসজিদ ধ্বংসের সাথে সাথে দুই হাযার মানুষ নিহত হওয়ার জন্যও দায়ী'।[১১]

---

৯. *ড. শর্মার মূল ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ: রামমন্দির না বাবরী মসজিদ (ঢাকা: মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ৫৫।*

১০. *ঐ, পৃঃ ৬৮।*

১১. *The Daily Star, 27th November, 2009, p.11.*

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিষয়ভিত্তিক ১৫০টিরও অধিক বক্তৃতার VCD ও DVD-র এক বিশাল সংগ্রহ!

১.আল্লাহর নিকট কামনা ২.আল্লাহ কোথায়? ৩.তাওহীদের গুরুত্ব ৪.শিরক ও বিদ'আত ৫. প্রচলিত বিদ'আত ৬.সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান ৭.মাজার পুজা বনাম ইসলাম ৮.অভিশপ্ত হিল্লা বিয়ে ৯.সলাতের পদ্ধতির দলীল ১০.আল্লাহর শুকরিয়া ১১. যাকাতের গুরুত্ব ও ফযীলত ১২.মৃতের জন্য করণীয় ১৩.কবরের আযাব ১৪.ফাযায়েলে দরূদ ও তাবলিগী নিসাব ১৫.স্বপ্নের ধর্ম-তাবলীগ জামাতের উৎস ১৬.বিভক্তি ও তার সমাধান ১৭.আওলিয়া কিরামের কারামত ১৮.ঈদে মীলাদুন্নবী ১৯.মুসলিম জাতির অধঃপতনের কারণ: দেওবন্দী আক্বীদাহ, বেরলবী আক্বীদাহ, ছারছীনা আক্বীদাহ, চরমোনাই আক্বীদাহ, স্বপ্নের ধর্ম ২০.ফাযায়েলে দরূদ ও তাবলিগী নিসাব ২১.ফজরের সালাত ২২.তাক্বদীরের স্তর ২৩.মাযহাব পরিচিতি ২৪.বৈধ পরনিন্দা ও গীবত ২৫.সন্ত্রাস ও বোমাবাজী ২৬.সৎকাজে অটলতা ২৭.ইসলামের দৃষ্টিতে গান-বাজনা ২৮.ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি ২৯.কুরআনের আলোকে ইয়াহুদী ৩০.পীর-আউলিয়ারা কি গায়েব জানেন? ৩১.বিশ্ববরেণ্য আলিমগণের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামায়াত... এ ছাড়া আরও বিভিন্ন বিষয়।

আলোচক: শায়খ মতীউর রহমান মাদানী, লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
(প্রধান, বাংলা বিভাগ, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার দাম্মাম, সৌদী আরব।)

॥ আমাদের ২য় প্রকাশনা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কর্তৃক লিখিত 'কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা' ॥

Lectures of Dr. Zakir Naik (32 DVDs), Ahmed Deedat (12 DVDs), Tafsirul Quran in English by Dr. Israr Ahmed (72 VCDs), Documentaries of Harun Yahya (50 VCDs) & VCD/DVDs of Yusuf Estes, Dr. Bilal Philips, Abdur Rahim Green, Yeasir Qadhi, Hussain Yee, Yeasir Fazaga, Sheikh Feiz (Death Series), Salim Al-Amry, Peace Mission 2007/08/09 and Deen Show Collection are available.

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী

জি-১৩৪, সুবাস্ত নজর ভ্যালী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা। মোবা: ০১৮১৭-৫২৬৪২৩
ওয়েব: www.annurlibrary.com (হোম ডেলিভারি সুবিধা রয়েছে)

সকল ধরনের দূর্লভ বাংলা/English/আরবী দেশী-বিদেশী ইসলামী বই, VCD, DVD-এর জন্য যোগাযোগ করুন।

কবিতা

অবরুদ্ধ হৃদয়

-আতিয়ার রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

অরুদ্ধ হৃদয়ের করুণ আর্তি
কর্ণ কুহরে শুনি,
জীবন বেলায় দাঁড়িয়ে কেবলি
চলমান ঢেউ গুণি।
কখন উঠিল প্রভাত ভানু
কখন হ'ল যে দিন?
ঘোর কালো এক তমসা দামিনী
করে দিল সব লীন।
পদযুগলের জিঞ্জীর সে তো
শক্ত শিকল বেড়ী,
স্তব্ধ গতি হেরি পারাবার
কেমনে দিব যে পাড়ি?
উচ্ছল প্রহ্লাদ মিটে গেছে সবি
নিঠুর বেড়ীর ঘাতে,
তাই তো বুঝিনি আসা আর যাওয়া
দিবসের সন্ধ্যা ও প্রাতে।
অসীমের ঐ সাইমুম মাঝে
নিজেকে হারাতে চাই,
টুটে ফেলে সব অবরুদ্ধ বেড়ী
মুক্তির স্বাদ পাই।
চাই আমি চাই সসীম পেরিয়ে
অসীমের মাঝে যেতে,
আনমনা মন তাই চলে যায়
সবার অলস্যেতে।
কিন্তু পারি কই জিঞ্জীর হ'তেও
শক্ত শিকল পায়ে,
আমি তো আরোহী নইতো তরণী
মায়াবিনীর এক নায়ে।

***

টাকার দুনিয়া

- আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

টাকার চাকায় দুনিয়া বাঁধা
ঘুরছে ভীষণ জোরে
সাধ্য কারো নেইকো এমন
রাখবে তারে ধরে।
এই পৃথিবীর সকল কিছুই
টাকার দ্বারা চলে
টাকা দিয়েই জাহাজ ভাসায়
সাগর নদী জলে।
আকাশ পথে উড়োজাহাজ
কেমনে উড়ে যায়
যায় যে উড়ে আকাশ ফুড়ে
তবু ঐ টাকায়।
রেলগাড়ী আর মটর গাড়ী
যত যানবাহন
চলছে সবই টাকার জোরে
বিশ্বে সর্বক্ষণ।
আত্মীয়তা স্বজনপ্রীতি
টাকা ছাড়া নাই
টাকার জোরে এসব কিছুই
চলছে সকল ঠাঁই।
টাকা দিয়ে ব্যবসা চলে
চলে বাজার হাট
এখন টাকা দিয়ে ধর্মের ব্যবসা
চলছে জমজমাট।
বিয়ে সাদী লাগাও যদি
লাগবে টাকা ঢের
থাকলে কারো কন্যা সন্তান
সেজন পাবে টের।
ধর্ম-কর্ম চলছে এখন
টাকা দিয়ে প্রায়ই
জালসা জুলূস ওয়ায মাহফিল
টাকা ছাড়া নাই।
কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করাও
এখন ভীষণ দায়
দ্বীনি ইলম শিক্ষার বেলায়
অনেক টাকা ব্যয়।
ছালাত পড়তে ইমাম লাগে
জামে মসজিদ ঘরে
ভাল ইমাম পাওয়া যাবে
অনেক টাকা দরে।
ঈদের মাঠেও ইমাম সাহেব
অনেক টাকা চায়
ধর্মকর্মও করতে হচ্ছে
বহু টাকা ব্যয়।
রাজ্য চলে টাকার বলে
রাজারা পায় গদী
প্রজারা সব সুখে রবে
টাকা থাকে যদি।
টাকা ছাড়া সবই ফাঁকা
এভব সংসার
হিসাব কষে দেখ বসে
দুনিয়া টাকার?

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ডাক বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। মিশরে।
২। ভারতের সিন্ধু প্রদেশে।
৩। রাজশাহীতে।
৪। গাযীপুর।
৫। ৪টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)।
৬। ৪$^{৩}/_{৪}$×৩$^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ভিটামিন 'বি'।
২। শরীরে 'বাউন ক্রুউপোজ টিস্যু' থাকার কারণে।
৩। জলাতঙ্ক (র‌্যাবিস)।
৪। 'চিনি জাতীয় খাবার বেশী খেলে এরোগ হয়' এতথ্যটি।
৫। প্লাজমা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। মানুষের রক্তে কোন ধরনের জীবাণু বাস করে?
২। পালমোনারি শিরা কোন ধরনের রক্ত বহন করে না?
৩। মানুষের রক্তের কোন কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না?
৪। পালমোনারি শিরা কোন ধরনের গ্যাস যুক্ত রক্ত বহন করে?
৫। রক্তের চাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি?

** সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ*
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান বিস্ময়)

১। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষের নাম কি?
২। তার বয়স কত?
৩। বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষের উচ্চতা কত?
৪। তিনি কোন দেশের কোন শহরের অধিবাসী?
৫। বর্তমান দীর্ঘদেহী ব্যক্তি পূর্বের লম্বা ব্যক্তির চেয়ে কত বেশী লম্বা? তার নাম কি ও বাড়ী কোন দেশে?

** সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ*
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সাবগ্রাম, বগুড়া ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর সাবগ্রাম সালাফিয়্যাহ মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ওমর ফারূক ও সোনামণি বগুড়া যেলার পরিচালক আসাদুযযামান। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেন্দীপুর, বগুড়া ২০ নভেম্বর শুক্রবার: অদ্য সকাল ৮-টায় মেন্দীপুর হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা সোনামণি পরিচালক আসাদুযযামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখে অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক রাসেল ও সদস্য ওমর ফারূক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল করীম ও আদম আলী।

কানাইস্বর, বাগমারা, রাজশাহী ৩০ নভেম্বর সোমবার: অদ্য বাদ যোহর কানাইস্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হাট খুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (অবঃ) জনাব আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সহ উপস্থিত সকলকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠনের আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মুহিউদ্দীন।

অন্ধকার কবর

-মুহাম্মাদ আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

অন্ধকার কবর যে দিন
তোমাকে ডাক দিবে,
সেদিন তুমি শূন্য হাতে
চির বিদায় নিবে।
এ ধরাতে যারা তোমার
ছিল অতি আপন,
তারাই সেদিন নিজ হাতে
করবে তোমায় দাফন।
দু'দিনের এ দুনিয়াতে
বড়াই যারা করে,
বুঝবে সেদিন যাবে যেদিন
গহীন অন্ধকার কবরে।
কেউ হবে না সে দুর্দিনে
তোমার মরণ সাথী,
সেদিন সবাই দেখবে বসে
তোমার যত জ্ঞাতি।
সময় থাকতে এখনও তুমি
কর দ্বীনি ইলম শিক্ষা,
তোমার জন্য অন্ধকার কবর
করতেছে অপেক্ষা॥
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের রায় বহাল

নোটবই নিষিদ্ধ

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই ছাপানো, বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। সরকারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে 'বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি'র আপিল গত ৯ ডিসেম্বর খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি এমএম রুহুল আমীনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আপিল বিভাগ। এর ফলে সরকারে অনুমতি ছাড়া কোন গাইড বই বা নোটবই প্রকাশ করা যাবে না।

১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম সরকার আইন করে প্রথম ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোটবই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী, বিতরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে। আইন অনুযায়ী এই বিধান লংঘনকারীরা সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা ২৫ হাযার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একই সঙ্গে নিষিদ্ধ নোটবই বাজেয়াপ্ত করা হবে। এমনকি যে ছাপাখানা থেকে এসব বই মুদ্রিত হয়েছে সেটাও বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেবেন আদালত

দেশে এইডসে আক্রান্ত ১৪৭৫ জন

দেশে মোট এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৪৫ জন। এর মধ্যে এইডস হয়েছে ৬১৯ জনের এবং মারা গেছে ২০৪ জন। চলতি বছর এইডসে আক্রান্ত হয়ে দেশে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে ২৫০ জন। তাদের মধ্যে এইডস ধরা পড়েছে ১৪৩ জনের। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি ভাইরাস ধরা পড়ে।

তিন কোটি ৩০ লাখ শিশু নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমায়

দেশের তিন কোটি ৩০ লাখ শিশু বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও নিরাপদ পানিসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। এসব শিশু নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বসবাস করায় তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না। ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশে শিশুর দারিদ্র্যবস্থা ও বৈষম্য' বিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, দেশে মোট সাড়ে ছয় কোটি শিশু রয়েছে। এদের অর্ধেকই নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বাস করে। এর এক-চতুর্থাংশ আবার স্থায়ী দারিদ্র্যের শিকার। এছাড়া শতকরা ৪১ ভাগ আবাসন, ৬৪ ভাগ পয়ঃনিষ্কাশন, ৫৭ ভাগ পুষ্টি, ১৬ ভাগ স্বাস্থ্য ও ৭১ ভাগ তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের প্রতি ৬ শিশুর একজন কর্মজীবী। দেশে মোট কর্মজীবী শিশুর সংখ্যা ৭৪ লাখ ২০ হাযার।

(ক) অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি!

অভাবের তাড়নায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার ১৫ দিনের মাথায় কন্যাসন্তান আর্নিকে বিক্রি করে দিয়েছেন মা। মাত্র ৮ হাযার টাকার বিনিময়ে অন্যের হাতে সন্তানকে বিক্রি করে দিয়ে মা আনজুমান আরা এখন দিশেহারা। বেদনাদায়ক এ ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ যেলার কালীগঞ্জ উপযেলা শহরের আড়পাড়ায়। আনজুমান আরা বেগমের বাড়ী কুষ্টিয়া যেলার দৌলতপুর থানার মহিশকুণ্ডি গ্রামে। বিয়ের পর তার পরপর দু'টি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করায় তার স্বামী তাদের রেখে চলে যায়। ফলে অভাবের তাড়নায় ৩ মাসের গর্ভবতী অবস্থায় সে বাড়ী থেকে চলে আসে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপযেলার আড়পাড়া গ্রামে। সেখানে একটি বাসা ভাড়া করে ২ সন্তান নিয়ে বসবাস শুরু করে আনজুমান আরা। অন্যের বাড়ীতে কাজ করে ২ মেয়েকে নিয়ে কোন রকমে দিন কাটতে থাকে। এরই মধ্যে ২০ নভেম্বর তার ঘরে তৃতীয় মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ফলে সে তৃতীয় মেয়েকে নিঃসন্তান এক দম্পতির কাছে মাত্র ৮ হাযার টাকায় বিক্রি করে দেয়।

(খ) চট্টগ্রামের মীরসরাই উপযেলার ১নং করেরহাট ইউনিয়নের ছত্তরুয়ার বাশিন্দা শাহানা আক্তার অভাবের তাড়নায় মাত্র ২ হাযার টাকায় দেড় বছরের পুত্র সন্তান আযাদ হোসেনকে চট্টগ্রামের এক সবজি বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। সম্প্রতি ভিজিএফ-এর চাল বিতরণ হ'লে কার্ডে নাম থাকা সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে খালি হাতে ফিরে অভাবের তাড়নায় এ পথে পা বাড়ান মানুষের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করা শাহানা।

দেশে প্রতিবছর এক লাখ ২০ হাযার নবজাতক শিশু মারা যায়

দেশে প্রতিবছর এক লাখ ২০ হাযার নবজাতকের (শূন্য থেকে ২০ দিন বয়সের মধ্যে) মৃত্যু ঘটে। এর মধ্যে জন্মের প্রথম ২৪ ঘণ্টায় ৫০ শতাংশই মারা যায়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, ১৯৯৬-৯৭ সালে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাযারে ১১৬; ২০০৭ সালে তা কমে হাযারে ৬৫ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন। উল্লেখ্য, বিশ্বের যে ২০টি দেশে শিশু মৃত্যুর হার বেশী তাদের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্তবাংলাদেশ

গত ১৮ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পরেই রয়েছে মিয়ানমার, হন্ডুরাস, ভিয়েতনাম ও নিকারাগুয়া। আঠার বছরের হিসাবে বাংলাদেশ শীর্ষে থাকলেও শুধু ২০০৮ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাত্রার নিরিখে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দেশ হ'ল মিয়ানমার, ইয়েমেন ও ভিয়েতনাম।

শিগগিরই স্বতন্ত্র মাদরাসা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে

-শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বিশ্বায়নের যুগে মাদরাসা শিক্ষা পিছিয়ে থাকতে পারে না। সরকার মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিগগিরই স্বতন্ত্র মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের (মাদরাসা ও কারিগরি) নেতৃত্বে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। গত ১২ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী গাযীপুরের বোর্ডবাজারে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিএমটিটিআই) মিলনায়তনে সিনিয়র মাদরাসা অধ্যক্ষদের ৩১তম শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ৬৭তম দাখিল স্তরের

www.at-tahreek.com

মাদরাসা শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাড়ছে কিশোর অপরাধী

সারাদেশেই বাড়ছে শিশু ও কিশোর অপরাধীর সংখ্যা। কোমলমতি কিশোরদের নানা কৌশলে জড়ানো হচ্ছে অপরাধের সাথে। তালিকাভুক্ত পেশাদার সন্ত্রাসীদের তালিকা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে থাকায় পেশাদার অপরাধী ও গডফাদাররা নিজেদের আড়াল করতে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করছে। মাত্র ৫ হাযার টাকার বিনিময়ে দিনের আলোতে তারা মানুষ খুনও করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৬৪টি কারাগারে হত্যা, ছিনতাই, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটক রয়েছে ২৮৪ জন শিশু ও কিশোর। এদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে ২১২টি।

রাউজানে ৪শ’ বছর আগের বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কুরআন শরীফের সন্ধান লাভ

চট্টগ্রাম যেলার রাউজান উপযেলার চিকদাইর গ্রামের মাদরাসাপড়ুয়া মুহাম্মাদ নাজমুল হাসানের কাছে ৪শ’ বছর আগের একটি ক্ষুদ্র কুরআন শরীফের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কুরআন শরীফের এটি একটি। এক ইঞ্চি পরিমাপের এ ক্ষুদ্রতম কুরআন শরীফটি তার নানা মৃত্যুর পূর্বে নাতিকে দিয়ে যান। মাত্র আট আউন্স ওযনের এই কুরআন শরীফটি তার নানা পাঁচ পূর্বপুরুষ সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন বলে জানা যায়। নাজমুল হাসান জানান, এর অক্ষরগুলো এত ক্ষুদ্র যে, মাইক্রোলেন্স দিয়ে পড়তে হয়। এটির কভারটি এলমুনিয়ামের মতো বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরী। ৪শ’ বছরের পুরনো হ’লেও দেখে মনে হবে আধুনিক প্রযুক্তিতে কম্পিউটার প্রিন্টে ছাপানো।

দেশের উচ্চতম লেক রাঙ্গামাটির রিলিপ্পি

বগা লেক ও রাইখিয়াং লেককে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সর্ব উচ্চতম লেকের সন্ধান বের করেছে নেচার এডভেঞ্চার ক্লাবের একদল তরুণ। স্থানীয়ভাবে লেকটি ‘রিলিপ্পি’ নামে পরিচিত। রিলিপ্পি লেকটি ২২ ডিগ্রী ০০ মিনিট ০৪.৪ সেকেন্ড দ্রাঘিমা এবং ৯২ ডিগ্রী ৩৪ মিনিট ৪৬.০ সেকেন্ড অক্ষাংশে অবস্থিত। জারমিন জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) যন্ত্রের মাধ্যমে এর উচ্চতা পাওয়া যায় ১৮১০ ফুট। এ লেকটি রাঙ্গামাটি যেলার বিলাইছড়ি থানায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমানায় অবস্থিত কাইংশে হাফং বা রিলিতি নামক পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত।

বিচারপতি নজরুলের খেদোক্তি

‘কেরানীরা আইনের খসড়া লিখে পাঠিয়ে দেন। এমপি-রা হো হো করে হাততালি দিয়ে তা পাস করে দেন। অনেকে তা পড়েও দেখেন না’।

গত ১৯ ডিসেম্বর শনিবারে বেসরকারী সংগঠন ‘অধিকার’ আয়োজিত ঢাকায় এক সেমিনারে হাইকোর্টে কর্তব্যরত বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী জাতীয় সংসদ ও এমপিদের সম্পর্কে এ বিরুপ মন্তব্য করেন। এতে আইন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ক্ষেপে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিলেও সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিষ্টার রফিক-উল-হক ও শাহদীন মালিক বলেন, বিচারপতি আমাদের সংসদের রিয়্যালিটি অনুধাবন করেই এ মন্তব্য করেছেন।

বিদেশ

১৭ বছর পর লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের হোতা বাজপেয়ী, আদভানী ও যোশি গং

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের অযোধ্যায় অবস্থিত বাবরী মসজিদ (নির্মাণ কাল: ১৫২৮খৃ:) ভেঙ্গে ফেলে ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দুরা। এর ফলে সৃষ্ট দাঙ্গায় দুই হাযারের বেশী মানুষ নিহত হয়। মসজিদ ধ্বংসের ১০ দিন পর সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লিবারহানের নেতৃত্বে ‘লিবারহান কমিশন’ গঠন করা হয়। দীর্ঘ ১৭ বছর পর গত ৩০ জুন কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। ২৩ নভেম্বর ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ পত্রিকা রিপোর্টটি আগাম ফাঁস করে দেয়। ২৪ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরাম সংসদে রিপোর্টটি পড়ে শোনালে সেখানে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। এমনকি হাতাহাতির ঘটনা পর্যন্ত ঘটে।

লিবারহান কমিশন এ ঘটনায় মোট ৬৮ জনকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট জমা দেয়। অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন- ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা এলকে আদভানী, বিজেপির সাবেক সভাপতি মুরলি মনোহর যোশি, উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং যাদব, ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’ নেতা অশোক সিংঘাল ও প্রবীণ তোগাড়িয়া, ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ’ (আরএসএস) প্রধান কে এস সুদর্শন ও গোবিন্দাচর্য, উমা ভারতী, শিব সেনা প্রধান বাল ঠাকরে, বিনয় কাটিয়ার, গিরিরাজ কিশোর প্রমুখ। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরিকল্পনা জেনেও তা ঠেকানোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

বিশ্বের ৬০ শতাংশ খাদ্যের মালিক ৪টি কোম্পানী

বিশ্বের প্রধান খাদ্যশস্যগুলোর ৬০ শতাংশের মালিক ৪টি কোম্পানী। কোম্পানীগুলো হ’ল- কারগিল, সেনেক্স, হারভেষ্ট স্টেটস ও এডিএম এবং জেনারেল মিলস। আর বিশ্ব বাজারে শস্য রফতানীয় ৮২ শতাংশই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ৩টি কোম্পানীর মাধ্যমে। কোম্পানী তিনটি হ’ল- কারগিল, এডিএম এবং জেন নহ।

বিশ্বে দেড়শ’ কোটি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৫০ কোটি মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। এদের ৮০ ভাগ লোকের কম দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশে এবং আফ্রিকার সাহারা মরু অঞ্চলে বসবাস করে। ‘আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা’র (আইইএ) সহযোগিতায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) তৈরীকৃত এক রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি

বিশ্বব্যাপী আনুমানিক প্রায় ৩ কোটি ৩৪ লাখ মানুষ এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী ‘ইউএনএইডস’। ২০০৭ সালে বিশ্বে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। ২০০৮ সালে এইডসজনিত কারণে মারা গেছে প্রায় ২০ লাখ মানুষ।

www.at-tahreek.com

আফগানিস্তানে আরো ৩০ হাযার মার্কিন সৈন্য প্রেরণ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আরো ৩০ হাযার মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তানে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালের মাঝামাঝি থেকে তাদের সামরিক বাহিনী সেখান থেকে প্রত্যাহার শুরু করবে। এ নিয়ে সেখানে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল ১ লাখেরও বেশী।

সুইজারল্যান্ডে মসজিদের মিনার নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা

গত ২৯ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডে মিনার নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে ভোট দেয় সেদেশের জনগণ। দেশব্যাপী গণভোটে ৫৭.৫ শতাংশ ভোটার ও দেশের ২৬টি ক্যান্টনের মধ্যে চারটি ছাড়া সবকটি ভোট দিয়েছে প্রস্তাবের পক্ষে। সুইজারল্যান্ডের কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক দল সুইস পিপলস পার্টি (এসপিপি) এ গণভোটের প্রস্তাব করেছিল। দেশের সংবিধান, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার দীর্ঘ ঐতিহ্যের বিরোধী হবে বিবেচনা করে সুইস সরকার ও পার্লামেন্ট মিনার নির্মাণ বন্ধের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। সরকার বলেছিল, 'ঐ নিষেধাজ্ঞা উগ্রবাদীদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করবে'। কিন্তু গণভোটের পর সরকার জানায়, জনগণের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নতুন মিনার নির্মাণের অনুমতি আর দেয়া হবে না।

এভারেষ্টের চূড়ায় নেপালী মন্ত্রীসভার বৈঠক: জলবায়ু সচেতনতায় ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা তৈরী করতে সাগরের নীচে মালদ্বীপের মন্ত্রীসভার অভিনব বৈঠকের পর এবার হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টের বেইজ ক্যাম্পে বৈঠক করেছে নেপালের মন্ত্রীসভা। গত ৪ ডিসেম্বর নেপালের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার ২০ জনেরও বেশী মন্ত্রী ভারি জ্যাকেট ও অক্সিজেন মাস্ক পরে হেলিকপ্টারে করে এভারেষ্টের কালাপাত্থুর বেইজ ক্যাম্পে ওঠেন। সবুজ ঘাসে ছাওয়া এই বেইজ ক্যাম্পটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,২৪২ মিটার (১৭,২০০ ফুট) উপরে।

ড. ইউনুসের স্বপ্ন: এক পতাকা ও অভিন্ন মুদ্রার দক্ষিণ এশিয়া

এক পতাকা এবং একটি অভিন্ন মুদ্রা সম্বলিত স্বপ্নের দক্ষিণ এশিয়ার রূপকল্প উপস্থাপন করেছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মাদ ইউনুস। তাঁর স্বপ্নের দক্ষিণ এশিয়ায় এক দেশের নাগরিক আরেক দেশে ভ্রমণে কোন ভিসা লাগবে না। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সফর নিয়ন্ত্রণে কোন শুল্ক কর্মকর্তারও প্রয়োজন হবে না। জাতীয় পতাকার পাশে থাকবে একটি অভিন্ন পতাকা, থাকবে অভিন্ন মুদ্রা। গত ৯ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে দ্বিতীয় হিরেন মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে ড. ইউনুস এই স্বপ্নের কথা বলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ড. ইউনুস তার এই নতুন সুপারিশমালার মাধ্যমে প্রকারান্তরে ভারতের পরলোকগত নেতা জওয়াহের লাল নেহরুর সুবিখ্যাত 'নেহরু ডকট্রিন'-এর প্রতিধ্বনি করেছেন। যেটি পরবর্তীতে 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন' নামে পরিচিত হয়েছে। এই নেহরু ডকট্রিন বা নেহরু তত্ত্ব পরবর্তীতে আরো এ্যাগ্রেসিভ ফর্মে 'ইন্দিরা ডকট্রিন' নামে পরিচিত হয়। মূল স্পিরিটকে অক্ষুণ্ন রেখে কৌশলগতভাবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চ্যানেলে ঐ ডকট্রিন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দোর কুমার গুজরাল। তার নামানুসারে সেই তত্ত্বের নাম হয়েছে 'গুজরাল ডকট্রিন'।

নেহরু বা ইন্ডিয়া ডকট্রিনের এক স্থানে বলা হয়েছে, India will inevitably exercise an important influence. India will also develop as the center of economic and political activity in the Indian Ocean area. The small national state is doomed. It may servive as a culturally autonomous area, but not as an independent political unit. 'ভারত অবধারিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে। ভারত মহাসাগরে ভারত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হবে। ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শেষ। এগুলো সাংস্কৃতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসাবে টিকে থাকতে পারে। তবে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে নয়'।

যে অভিন্ন মুদ্রা এবং একক পতাকার কথা ড. ইউনুস বলছেন সেটি অন্যভাবে ইন্ডিয়া ডকট্রিন, ইন্দিরা বা গুজরাল ডকট্রিনকে বাস্তবায়ন করার নামান্তর। যা সার্কভুক্ত দেশগুলিকে ভারতভুক্ত করবে।

সাদ্দামের কাছে অস্ত্র নেই জানলেও ইরাক যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন ব্লেয়ার

সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র সম্ভার নেই, এটি জানা থাকলেও তিনি বৃটেনকে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, সে রকম ক্ষেত্রে ইরাক কি ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে সে ব্যাপারে তিনি ভিন্নভাবে তার যুক্তি তুলে ধরতেন। সাদ্দাম হোসেন যেহেতু তার নিজের দেশের লোকদের বিরুদ্ধেই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, তাই আঞ্চলিক স্তরেও তিনি একটি হুমকি ছিলেন বলেও মি. ব্লেয়ার মন্তব্য করেন।

[এর পরেও ইরাকে কয়েক লাখ মানুষের হত্যার জন্য বুশ-ব্লেয়ার চক্র যুদ্ধাপরাধী নন কেন?- (স.স.)]

<u>আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা</u>

৩৫ বছর কারাবাসের পর বেকসুর খালাস

এএফপি: ৯ বছরের এক বালিকা ধর্ষণ ও অপহরণ মামলায় ৩৫ বছর কারাবাসের পর ডিএনএ টেষ্টে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ফ্লোরিডার এক বিচারক আসামী জেমস বেইনকে মুক্তি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। জেমস ১৯৭৪ সালে ১৯ বছর বয়সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়ে জেলে যান।

<u>মার্কিন জনসংখ্যা ব্যুরোর প্রতিবেদন</u>

২০৪২ সালে শ্বেতাংগরা আমেরিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে

গত বছরের জনসংখ্যা বিন্যাসের তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলা হয় যে, আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ শিশুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে এবং ২০৪২ সালের মধ্যে সেদেশে বসবাসকারী অন্যান্য জাতি সত্তার তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কমে যাবে। ৩০৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার এই দেশটিতে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ অভিবাসী প্রবেশ করছে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বাজারে ব্যাপক অবদান রাখছে। তাদেরকে বাদ দিলে যুক্তরাষ্ট্র অচল হয়ে পড়বে।

মুসলিম জাহান

হজ্জের খুৎবায় সঊদী গ্র্যান্ড মুফতী

ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান নেই

সঊদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয আলে শায়খ হজ্জের খুৎবায় বলেছেন, ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। আরাফাত ময়দানে সমবেত ৩০ লাখের বেশী হাজীর বিশাল সমাবেশে মসজিদে নামিরাহ থেকে প্রদত্ত এই খুৎবায় তিনি মুসলমানদের সন্ত্রাসের সঙ্গে আপস না করার এবং আত্মঘাতী বোমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সমগ্র বিশ্ব আজ সন্ত্রাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম হ'ল সঠিক ধর্ম, যা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এসেছে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা ও সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলমানদের দ্বিধা-বিভক্তি এবং মুসলিম যুবকদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে তারা।

ফিলিপাইনে গণহত্যায় মিন্দানাও গভর্ণর জড়িত ছিলেন

-হাইকোর্ট

ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্দানাও দ্বীপে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গণহত্যায় প্রাদেশিক গভর্ণর ও স্থানীয় প্রভাবশালী গোত্র প্রধানের জড়িত থাকার ব্যাপারে প্রমাণ পেয়েছে দেশটির হাইকোর্ট। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ৩ ডিসেম্বর প্রাদেশিক গভর্ণর আন্দল আম্পায়ান সিনিয়রের জড়িত থাকার ব্যাপারটি প্রমাণিত হওয়ায় তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রদেশটির মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাটির স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকদের উপর চালানো হামলায় ঘটনাস্থলেই ৮৭ জন নিহত হয়।

ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়তায় ইরাকে ক্যান্সার ও বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বাড়ছে

ইরাকে অস্ত্রের ঝনঝনানি কমে এলেও প্রকট আকার ধারণ করেছে স্বাস্থ্য সমস্যা। ক্যান্সারের রোগী, বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা এর মধ্যেই মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ইরাকে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের পর মার্কিন সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের তুমুল লড়াইস্থল ফালুজা নগরীতে বেড়ে গেছে বিকলাঙ্গ, পঙ্গু ও মৃত শিশুর জন্ম। যুক্তরাষ্ট্র ও কোয়ালিশন বাহিনীর অস্ত্রে ইউরেনিয়াম ব্যবহার থেকে ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয়তা ইরাকে এই মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরী করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরাকের কর্মকর্তারা।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী সম্প্রসারণের ঘোষণা

পারমাণবিক কর্মসূচী আরো সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করল তেহরান। ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা ঘোষণা করেছে, দেশটির সর্বমোট বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার মতো ২০টি পরমাণু স্থাপনা প্রয়োজন। সরকার এর মধ্যে ১০টি পরমাণু স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। যেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে বছরে ৩০ টন সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন সম্ভব হবে। ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান আলী আকবর ছালেহী বলেছেন, তার দেশের ২০ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন। বর্তমানে নাতাঞ্জ পরমাণু কেন্দ্রে বছরে প্রায় ৩০ টন সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা সম্ভব। এই স্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এক হাযার মেগাওয়াট।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রাবি-র কৃতিত্বঃ মশা মারতে মশা

সকল মশা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিছু কিছু মশা রয়েছে যা ডেঙ্গু জ্বর ও গোদ রোগের উৎস এডিস ও কিউলেক্স মশার লার্ভাকে ধ্বংস করে দেয়। দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস-এর গবেষণাগারে ডেঙ্গু জ্বর ও গোদ রোগের উৎস এডিস ও কিউলেক্স মশার লার্ভা ধ্বংসকারী টক্সোরিনকাইটিস স্পেন্ডেন্স মশার প্রজনন করা হচ্ছে। গত ৯ ডিসেম্বর রাবি ভিসি প্রফেসর এম আব্দুস সোবহান এই মশা অবমুক্ত করেন।

গবেষক প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ মোরশিদুল হাসান, প্রফেসর মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর তত্ত্বাবধানে ২০০৭ সাল থেকে এই উপকারী মশা নিয়ে গবেষণা শুরু করে সফলভাবে এ মশা থেকে আড়াই হাযার ডিম ফুটাতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষক জনাব হাসান জানান, এ মশা মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। এই মশা দৈহিক আকৃতিতে অন্য ক্ষতিকর মশা হ'তে কয়েকগুণ বড়। এসব মশা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীকে কামড়ায় না। স্ত্রী মশার ডিম বৃদ্ধির জন্য মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর রক্ত শোষণের প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী/পুরুষ মশা ফুলের মধু, ফলের/কাণ্ডের রস খায়। এরা রোগ বহন করে এমন মশার লার্ভাও খায়। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি উপকারী মশা দৈনিক প্রায় ৪০টি মশার লার্ভা খায় এবং অধিক সংখ্যক ক্ষতিকর লার্ভা হত্যা করে। মশা দ্বারা মশা নিয়ন্ত্রণের কার্যকর সুফল মশক নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস পাবে। ফলে অর্থ সাশ্রয়সহ পরিবেশ দূষণের হাত থেকে দেশ রক্ষা পাবে।

বাংলা ভাষায় ক্যালকুলেটর

সম্প্রতি বাংলা ভাষায় ক্যালকুলেটর তৈরী করেছে বাংলায় প্রযুক্তি বিস্তারে কাজ করা প্রতিষ্ঠান বাংলা টেকনোলজিস। বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের জন্য সহজতর হিসাব ব্যবস্থার নিদর্শন হিসাবে সম্পূর্ণ বাংলায় এ ক্যালকুলেটর তৈরী করেছেন বেসরকারী নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ শিক্ষার্থী। আবিষ্কৃত এ ক্যালকুলেটরটি বাংলা ও ইংরেজীতে ব্যবহার করা যায়। ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুসারে ভাষা পরিবর্তন করতে পারবেন। অচিরেই এটি বাজারজাত করা হবে।

জ্বালানী সমস্যায় কলাগাছ

বর্তমান বিশ্বের জ্বালানী সংকটের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানীরা বিকল্প জ্বালানী হিসাবে বেছে নিচ্ছেন কলা এবং কলা গাছকে। সম্প্রতি তারা জানিয়েছেন, কলা উৎপাদনের পর যেহেতু কলাগাছটি এবং কলার খোসাটি আর কোনো কাজে লাগে না, উচ্ছিষ্ট আকারে ময়লা-আবর্জনার ডাস্টবিনে পড়ে থাকে। তাই এথেকে পাওয়া যেতে পারে উৎকৃষ্ট মানের জ্বালানী। নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ব্যাপক গবেষণা শেষে জানিয়েছেন, কলাগাছের পুরো অংশটির সঙ্গে কাঠের মিলের কাঠের গুঁড়ো এবং কলার খসা একত্রে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা যেতে পারে। পরে তা গোলাকার কিংবা প্রয়োজনমত আকার দিয়ে রোদে শুকিয়ে কাঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

www.at-tahreek.com

আর-রাহীকুল মাখতূম

বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা

[বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ]

১৯৭৮ সালে রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী আয়োজিত নবী (ছাঃ)-এর জীবনীর উপর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী স্মারক গ্রন্থ

[লেখক কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৯৪ সালের বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণের আলোকে মুদ্রিত]

মূলঃ

শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

সাবেক অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সতর্কীকরণ : বাংলাদেশে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপি রাইট আইন লঙ্ঘন করে মূল লেখকের অনুমতি ছাড়াই অনুবাদ করে অথবা মূল লেখকের তত্ত্বাবধানে অনূদিত বাংলা সংস্করণের কপি কিছুটা রদবদল করে অনৈতিক ও অবৈধভাবে প্রকাশ ও বিক্রয় করে আসছে। **যেহেতু বইটির বাংলা অনুবাদ মূল লেখকের তত্ত্বাবধানেই ১৯৯৬ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সেহেতু দ্বিতীয়বার এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের প্রশ্নই ওঠে না।** অবিলম্বে এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশাকরি কারো হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবেন এবং এটি মুদ্রণ হতে বিরত থেকে আপন আপন প্রকাশনার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন।

সুবিবেচক পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, আশাকরি মূল রাইটাইরের হক বিনষ্টকারী অবৈধভাবে প্রকাশিত আররাহীকুল মাখতূমের কোন সংস্করণ ক্রয় করবেন না। *'তাওহীদ পাবলিকেশন্স'কে* শুধুমাত্র এর বাংলা সংস্করণটি ছাপানোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

মূল প্রকাশক : ফাইযুর রহমান (লেখকের বড় ছেলে)

বাংলাদেশ প্রকাশক

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

email : tawheedpp@gmail.com

॥ আমাদের রয়েছে বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বই পৌঁছানোর ব্যবস্থা॥

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

কুরবানীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হউন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন ভবানীগঞ্জ হেলিপ্যাড মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ভবানীগঞ্জ এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ আজ ভোগের প্রতিযোগিতায় মত্ত। অথচ ত্যাগ ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে কোন কিছুই হাছিল করা সম্ভব নয়। অতএব আসুন আমরা ইবরাহীমী ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হই।

এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও স্থানীয় বালানগর ফাযিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স) নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী ও স্থানীয় হাফেয মাহবূবুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

আসুন! পরকালীন ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বড় হাশিমপুর, দিনাজপুর ৫ ডিসেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রাণীরবন্দর থানাধীন বড় হাশিমপুর বালিকা ও হাফিযিয়া মাদরাসার উদ্যোগে হাশিমপুর ফুটবল ময়দানে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের সাবেক উপদেষ্টা জনাব এ কে এম ফযলুল করীম দুলু-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব** ব্যবসায়ী ও ধনিক শ্রেণী এবং জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। স্মরণকালের নযীরবিহীন এই ইসলামী মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, অহি-র আলোকিত রাজপথ ধরে এগিয়ে চলুন, জান্নাত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অহি-র আলোকে ঢেলে সাজাতে পারলেই কেবল জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। পরকালীন অনন্ত জীবনে জান্নাত লাভের লক্ষ্যে অহি-র বিধান মেনে চলা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই।

স্থানীয় সুধী জনাব যাকারিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপেক্স) নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও ভান্দ্রা দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আব্দুল ওয়াকীল প্রমুখ। সম্মেলনের পূর্বে ও পরে আমীরে জামা'আত এলাকার গুণীজনের সাথে দীর্ঘ মতবিনিময় করেন। অতঃপর রাত ৩-টায় রওয়ানা হয়ে সকাল ৯-টায় তিনি রাজশাহী এসে পৌঁছেন।

পথসভা: যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত খানসামা উপযেলাধীন ভাবকী-চণ্ডিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন ও সেখানে দুপুরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ২০০২ সালের ২৯শে মার্চ শুক্রবার দিনাজপুর সফরকালে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উক্ত জরাজীর্ণ মসজিদটি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তিনি এটাকে কুয়েতী অনুদানে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাবকী থেকে অতঃপর তিনি হাশিমপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বিকাল সাড়ে ৪-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাণীরবন্দর এলাকা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে আয়োজিত এক পথসভায় যাত্রাবিরতি করেন এবং সমবেত বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তা জনাব মূসা শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পথসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও জনাব খয়রাত হোসাইন প্রমুখ।

সব তন্ত্র-মন্ত্র ছেড়ে সত্যিকারের মানবতাবাদী হউন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া ৯ ডিসেম্বর বুধবার: অদ্য বিকাল ২-টা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত শহরের ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। আহলেহাদীছের পরিচয় তুলে ধরে সমবেত বিরাট সমাবেশের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ নতুন কিছু নয়, এটি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা নির্ভেজাল ও শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের নাম। আল্লাহ প্রেরিত মহান ইসলামের যে আদিরূপ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে সংরক্ষিত আছে তা মানুষের আক্বীদায় ও আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনই হচ্ছে আহলেহাদীছ আন্দোলন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র বুকে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন করা ও জোরে আমীন বলার মধ্যে আহলেহাদীছের পরিচিয় সীমাবদ্ধ নয়। বরং সার্বিক জীবনে এলাহী বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষ অনুসরণের মধ্যেই আহলেহাদীছের সত্যিকারের পরিচয় নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছ বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য এসেছে। একই কারণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দলমত নির্বিশেষে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে নিবেদিত এক মহতী আন্দোলনের নাম। বক্তব্যের শুরুতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সম্মেলন স্থলের অনতিদূরে অবস্থিত বগুড়া যেলা কারাগারে প্রায় তিনটি বছরের তাঁর কারাসঙ্গী সকল হাজতী ও কয়েদী ভাইদের উদ্দেশ্যে সালাম দেন ও তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। এই সাথে তিনি জেলসুপার, জেলার, কারারক্ষী সহ সকল দায়িত্বশীলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স) নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আলী, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক, মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া) প্রমুখ।

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবী:

বক্তাগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের দায়েরকৃত হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলাসমূহ প্রত্যাহারের জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মামলা প্রত্যাহারের দাবী উত্থাপন করলে সমবেত বিশাল জনমণ্ডলী হাত উঁচু করে ও মুহুর্মুহু শ্লোগানের মাধ্যমে উক্ত দাবীর প্রতি জোর সমর্থন জানান। এ সময়ে সম্মেলন এলাকা জুড়ে এক আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

যেলা কমিটি পুনর্গঠন

কোণাবাড়ী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ২৩ ডিসেম্বর বুধবার: অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কোণাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বেলটিয়া কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে ২০০৯-২০১১ সেশনের জন্য অধ্যাপক বযলুর রহমানকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার: অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন সঊদী আরব শাখার তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ২০০৯-২০১১ সেশনের জন্য মাওলানা বেলালুদ্দীনকে পুনরায় সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি এবং এস.এম. তারিক হাসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সারওয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

www.at-tahreek.com

তাবলীগী সভা

মহারাজপুর, নাটোর ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহারাজপুর দাখিল মাদরাসা মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল আযীয।

ধরাবারিশা, মহারাজপুর, নাটোর ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ধরাবারিশা দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সুপার মাওলানা ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

যুবসংঘ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

দর্শনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ২২ নভেম্বর রবিবার: অদ্য বাদ মাগরিব দর্শনহাট চাঁন্দুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দর্শনহাট এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহব্বতপুর আলিম মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌগাছি এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোস্তফা, পিয়ারপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আযহারুল ইসলাম, পিয়ারপুর শাখা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাসুদ রানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

আলোচনা সভা

বড়কুড়া, সিরাজগঞ্জ ২৫ নভেম্বর বুধবার: অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে কামারখন্দ থানাধীন বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মর্তুযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি আদর্শিক সংগঠন। আর আদর্শের নমুনা হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম যুবককে এ আদর্শের অনুসারী হয়ে পরকালের জন্য তৈরী হ'তে হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতীন ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হাসান আলী।

মহিলা সংস্থা

মাহমূদকাঠী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর ২১ নভেম্বর শনিবার: অদ্য বাদ আছর আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে মাহমূদকাঠী শাখায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভানেত্রী মালেকা পারভীনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। তিনি যিলহজ্জ মাসের ফাযায়েল ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আপনার সমস্যা মোবাইলে, লিখিতভাবে অথবা সরাসরি সাক্ষাৎতে জানাবেন। ঔষধ কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠানো হয়।

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
(৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

সূচীপত্র

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১)ঃ সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে কি? তিনি কি নূরের তৈরী ছিলেন? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনীসুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না; বরং তিনি মাটির মানুষ ছিলেন। সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতের শেষাংশের অনুবাদ হচ্ছে ‘তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ’। এ আয়াতে نُوْرٌ (নূর)-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ এসেছে وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ (একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ)। এখানে وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ বাক্যাংশ نُوْرٌ-এর উপরে ‘আত্‌ফ’ হয়েছে। যাকে ‘আত্‌ফে খাছ আলাল আম’ বলে। অতএব এখানে ‘নূর’ বলে ‘কিতাব’ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নূর এসেছে, অর্থ হ’ল সমুজ্জ্বল স্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৫৭৮২)*। আল্লাহ বলেন, (হে রাসূল!) ‘আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার নিকট এ মর্মে প্রত্যাদেশ করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য এক ও একক’ *(কাহফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক মহা পবিত্র। আমি একজন মানুষ ও একজন রাসূল বৈ আর কী? *(বানী ইসরাঈল ৯৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও বলেন, ‘আমি তো একজন মানুষ। আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৬ ‘সিজদায়ে সহো’ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২/১২২)ঃ আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে, সিজার করে বাচ্চা প্রসব করালে, টিউমার কিংবা অন্য কোন রোগের কারণে কোন মহিলার পেটে অস্ত্রোপচার করা হ’লে এবং এ ধরনের মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তাদের নিকটে যাওয়া বা স্পর্শ করা যাবে না। এমনকি ঐ মহিলা কারো মা হ’লেও সন্তান তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এটা কতটুকু সঠিক?

-মেহেরুন নেসা
বায়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মানুষ একান্ত বাধ্য হয়েই অপারেশন বা অস্ত্রোপচার করিয়ে থাকে। সুতরাং কোন রোগের জন্য কিংবা সন্তান প্রসবকালে জটিলতার কারণে অপারেশন করালে এবং এজন্য মৃত্যুবরণ করলে ঐ মহিলার কাছে যাওয়া বা ধরা-ছোঁয়া যাবে না মর্মে প্রশ্নোল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩/১২৩)ঃ যেনা কত প্রকার ও কি কি? ব্যভিচারীর শাস্তি কি? ব্যভিচারীর তওবা কবুল হয় কি?

-আব্দুল আলীম
শরতা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যিনা বিভিন্ন প্রকার হ’তে পারে। নিজের স্ত্রী বা দাসী ব্যতীত অন্য মহিলার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করাকে যৌনাঙ্গের যিনা বলে। এছাড়া চোখের যেনা হচ্ছে মাহরাম ব্যতীত অন্য মহিলার দিকে কামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। মুখের বা জিহ্বার যেনা হচ্ছে কামভাবে কথা বলা *(বুখারী, ফাতহুল বারী হা/৬২৪৩, ১১/৩০)*। অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের শাস্তি হচ্ছে রজম (কোমর পর্যন্ত পুতে পাথর মেরে হত্যা) *(ইবনু মাজাহ হা/২৫৫০; ইরওয়া হা/২৩৪১)*। উল্লেখ্য, দেশের শাসক বা তার প্রতিনিধিই কেবল এ শাস্তি কার্যকর করতে পারেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ, ২২/৩৫)*। যেনা-ব্যভিচার কবীরা গোনাহ। তওবা ব্যতীত এ গোনাহ মাফ হয় না। ব্যভিচারী ব্যক্তি ঐ গর্হিত কর্ম থেকে ফিরে আসার জন্য অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ *(তওবা ৯/৮২; ফুরক্বান ৬৮-৭০)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪)ঃ বাড়ীতে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় যদি মহিলাদের মাথায় কাপড় না থাকে তাহ’লে পাপ হবে কি?

-আসমা
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য পুরুষ থেকে পর্দা করা ফরয *(নূর ৩১)*। বাড়ী যদি চারিদিকে পর্দাঘেরা হয় এবং সেখানে বেগানা পুরষ না থাকে কিংবা তারা যথেচ্ছ যাতায়াত না করে, তাহ’লে মাথা খোলা থাকলে কোন অসুবিধা নেই এবং এজন্য গোনাহ হবে না। আল্লাহ বলেন, ‘তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে’ *(নূর ৩১)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫)ঃ ছহীহ বুখারীতে ‘যাকাতুল ফিতর’ ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করার কথা রয়েছে। কিন্তু মাসিক

www.at-tahreek.com

আত-তাহরীকে ছালাতের পরে বন্টন করাকে সুন্নাত বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় কোন্টি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল
নয়াপাড়া, ভাওয়াল মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ ছহীহ বুখারীতে নাফে'-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে ঈদের ছালাতের পূর্বে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করার কথা এসেছে *(বুখারী, হা/১৫১১ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৭)*। কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদে নাফে' (রাঃ) ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে ছাদাক্বাতুল ফিতর সংক্রান্ত আরেকটি হাদীছ বর্ণনার পর বলেন, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا– 'ইবনু ওমর (রাঃ) ছাদাক্বাতুল ফিতর জমাকারীদের নিকট ফিতরা প্রদান করতেন' *(ঐ, হা/১৫১২; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ৩/৪৭৯ পৃঃ)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِلْجَمْعِ لاَ لِلْفُقَرَاءِ 'তাঁরা জমা করার জন্য দিতেন, ফক্বীরদের জন্য নয়'। ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে আব্দুল ওয়ারেছের সূত্রে আইয়ূব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল ইবনু ওমর (রাঃ) ছাদাক্বাতুল ফিতর কখন প্রদান করতেন? তিনি বললেন, আদায়কারী বসলে। তিনি আবার বললেন, আদায়কারী কখন বসতেন? তিনি বললেন, ঈদের ছালাতের একদিন বা দু'দিন পূর্বে *(ফাৎহুল বারী, ৩/৪৮০ পৃঃ)*। ইমাম মালিক (রহঃ) নাফে' (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِيْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ– 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের দু'দিন বা তিনদিন পূর্বে যাদের নিকট ছাদাক্বাতুল ফিতর জমা করা হয় তাদের নিকট ফিতরা প্রেরণ করতেন' *(মুওয়াত্ত্বা মালিক, ১/২৮৫ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায় 'যাকাতুল ফিতর প্রেরণ' অনুচ্ছেদ)*। তেমনি আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ 'রাসূলুল্লাহ আমাকে রামাযানের যাকাত রক্ষার বা হেফাযতের দায়িত্ব প্রদান করেন' *(ফাৎহুল বারী, ৩/৪৮০ পৃঃ)*। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি জমাকৃত ছাদাক্বাতুল ফিতর পাহারা দিচ্ছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ঈদের পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর জমা করা সুন্নাত। তাছাড়া ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ঈদের ছালাতের পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তা ছালাতের পূর্বে বের করতাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে তা বণ্টন করতেন' *(ইরওয়াউল গালীল, ৩/৩৩২-৩৩ পৃঃ)*। অতএব ছাদাক্বাতুল ফিতর ঈদের পূর্বে জমা করতে হবে এবং ঈদের ছালাতের পরে বণ্টন করতে হবে। এটাই সুন্নাতী তরীকা *(বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী, হা/১৫১১ 'যাকাত' অধ্যায় ৭৭ অনুচ্ছেদ, ৩/৪৩৯-৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬)ঃ ফজরের আযানে الصلوة خير من النوم বলতে হবে কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীক আহমাদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আবূ মাহযূরাহ্ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। ... তিনি তাকে আযানের শব্দগুলো শিখিয়ে দেন এবং বলেন, যদি সকালের ছালাত হয় তাহ'লে তুমি বলবে, 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্ নাঊম, আছ-ছালাতু খাইরুম মিনান্ নাঊম'... *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৫, ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫০০)*। আলোচ্য হাদীছে সকালের ছালাত (صلاة الصبح) দ্বারা যে ফজরের ফরয ছালাতের আযানই হবে, তা খুব সহজেই বুঝা যায়। তাছাড়া তাহাজ্জুদের ছালাতকে কোন হাদীছেই সকালের ছালাত বলা হয়নি। সে কারণ আবূ মাহযূরাহ্ হ'তে বর্ণিত যে হাদীছে বলা হয়েছে প্রথম আযানের কথা সে আযান দ্বারা ফজরের ছালাতের আযানকেই বুঝতে হবে। কারণ ইক্বামতকে অন্য হাদীছে দ্বিতীয় আযান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া 'প্রথম আযান' দ্বারা যে ফজরের ছালাতের আযানকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে আবূ মাহ্যূরাহ হ'তে বর্ণিত আরেকটি হাদীছ দ্বারা, যাতে বলা হয়েছে, আবূ মাহ্যূরাহ ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিন... বলেছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫০৪)*।

ছহীহ বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাত উপস্থিত (অর্থাৎ ছালাতের সময়) হয়ে যাবে তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয়'। অতএব ছালাতের সময় হ'লে যখন ফজরের ফরয ছালাতের জন্য আযান দেয়া হবে তখনই 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাঊম' বলতে হবে। আর ফজরের ওয়াক্তের পূর্বের আযান ছালাতের সময় হয়ে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। অতএব যেহেতু সে আযান ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেহেতু ঐ আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম ...' বলার কোন প্রশ্নই আসে না।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, মুওয়ায্যিন যখন ফজরের আযানে হাইয়া 'আলাল ফালাহ্ বলবে তখন (এর পরেই) বলবে, 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান ...' *(বায়হাক্বী)*। অতএব যে হাদীছে বলা হয়েছে 'প্রথম ফজরের আযানে' এর দ্বারা ফজরের ফরয ছালাতের প্রথম আযান বুঝতে হবে। আর ইক্বামত হচ্ছে দ্বিতীয় আযান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহ'লে ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বের আযানটি কি জন্য দেয়া হয়? এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বেলাল রাতে (রাত থাকতেই)

আযান দেয় তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানোর জন্য ও ক্বিয়ামকারীকে (তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারীদেরকে) ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৬৪১)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাতে আযান দেয়। অতএব তোমরা খানাপিনা অব্যাহত রাখো যে পর্যন্ত ইবনু উম্মে মাকতূম আযান না দেয়' *(বুখারী 'আযান' অধ্যায় হা/৬২৩)*। বেলালের আযান যে সাহরী খাওয়ার জন্য তা এ দু'হাদীছ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে আযান ফজরের ছালাতের জন্য হবে সে আযানেই 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলতে হবে। এটাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (৭/১২৭)ঃ আমরা জানি যে, গোসলের স্থলাভিষিক্ত তায়াম্মুম (মায়েদা ৫/৬)। কিন্তু আত-তাহরীকে দেখলাম, গোসল না করতে পারলে ওযূ করে ছালাত আদায় করলে চলবে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল গোসল করতে অক্ষম ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করতে হবে না-কি ওযূ করলে চলবে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শহীদুল ইসলাম
সুরিটোলা মাদরাসা, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন শরী'আত সম্মত কারণে গোসল করতে অপারগ হ'লে অথবা গোসল করার মত পানি না থাকলে যদি ওযূ করার সমান পানি থাকে তাহ'লে ওযূই করবে। আর যদি মোটেও পানি না থাকে তাহ'লে শুধু তায়াম্মুম করবে। আয়াতের বিধানটি পানি না থাকার ক্ষেত্রে। আর আয়াতে শুধুমাত্র গোসলের পানি না পেলেই তায়াম্মুম করতে হবে এটা বুঝায়নি। বরং ওযূর পানি না থাকলেও তায়াম্মুম করবে এ বিধানকেও সম্পৃক্ত করেছে। আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি পানি না পাও'। অতএব গোসলের পানি না থাকলে যদি ওযূর পানি থাকে তাহ'লে ওযূ করবে। ফলে তাহরীকের ফৎওয়া ও আয়াতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়নি।

প্রশ্ন (৮/১২৮)ঃ মাগরিবের ছালাতের অল্প সময় পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হয়ে সমবেত মুছল্লীদের উপবিষ্ট দেখা যায়। এমতাবস্থায় কি দু'রাক'আত ছালাত পড়ে বসতে হবে, না দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হবে?

হাসীবুল হাসান
ভবানীপুর, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এ সময় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার সুযোগ থাকলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসবেন। যদি ছালাত আদায় করার সুযোগ না থাকে তাহ'লে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, 'কিতাবুছ ছালাত' হা/৪৪৪, 'কিতাবুল জুম'আ' হা/১১৬৭; মুসলিম হা/৭১৪; ছহীহ তিরমিযী হা/৩১৬)*। এছাড়া মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার কথা ছহীহ হাদীছে এসেছে *(বুখারী 'কিতাবুল জুম'আ' হা/১১৮৩; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১২৮১)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯)ঃ জুম'আর দিনে সুস্থ-সবল ইমামকে লাঠি ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতে দেখা যায়। এর রহস্য কি?

আবুল আকরাম
নরদাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিষয়টি সুস্থ-সবল আর বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বিষয়টি শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত। লাঠি নিয়ে খুৎবা দেয়া সুন্নাত *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১০৯৬, হাদীছটিকে ইবনু হাজার ও শায়খ আলবানী হাসান বলেছেন এবং ইবনুস সাকান ও ইবনু খুযায়মাহ ছহীহ বলেছেন)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০)ঃ কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি? কেউ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তার পরিণাম কি হবে?

মুতীউর রহমান
নওয়াপাড়া, খলীলপুর, বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ কাদিয়ানীরা যেহেতু নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশেষ নবী হিসাবে স্বীকার করে না, সেহেতু তারা মুসলিম নয়, কাফির। কাফিরদের সাথে যেমন সম্পর্ক রাখা যায় না, অনুরূপভাবে তাদের সাথেও সম্পর্ক গড়া যাবে না *(নিসা ৪/১৪৪, মায়েদা ৫/৫১, ৫৭)*। যে তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তবে কাফিরদের সাথে সাধারণভাবে সামাজিক সম্পর্ক থাকতে পারে।

প্রশ্ন (১১/১৩১)ঃ জুম'আর খুৎবা কয়টি? হানাফী মসজিদে খুৎবার আযানের পূর্বে বাংলায় দীর্ঘ সময় বয়ান করতে দেখা যায়। অতঃপর খুৎবার আযানের পরে আরবীতে ২টি খুৎবা পাঠ করা হয়। এতে খুৎবা তিনটি হয়ে যায়। এটা কতটুকু হাদীছ সম্মত? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

অধ্যাপক ছফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা দু'টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন এবং মাঝে বসতেন। অতঃপর বসা থেকে উঠে দ্বিতীয় খুৎবা দিতেন *(বুখারী 'কিতাবুল জুম'আ' হা/৯২৮; মুসলিম 'জুম'আ' হা/৮৬১; আবূদাঊদ হা/১০৯২)*। খুৎবার পূর্বে বয়ান করার সমর্থনে কোন হাদীছ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে, ছাহাবীগণের যুগে, তাবেঈ ও তাবা তাবেঈগণের যুগেও এরূপ করা হ'ত না। খুৎবার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্থিত শ্রোতাদের লক্ষ্য করে সমসাময়িক অথবা প্রয়োজনীয়

বিষয়ে তারা যে ভাষায় বুঝবে সে ভাষায় বুঝিয়ে বলা। তবে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং তাঁর নবীর প্রতি ছালাত ও সালাম পাঠ করতে হবে।

প্রশ্ন (১২/১৩২)ঃ মৃতব্যক্তি কিংবা মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসমাঈল
বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। রোগী যদি এরূপ অবস্থায় থাকেন যে, তিনি কুরআন শুনতে চাচ্ছেন। তাহ'লে তার নিকট কুরআন পাঠ করলে তিনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন। আর যদি তার জ্ঞানই না থাকে, তাহ'লে তার নিকটে কুরআন পাঠ করা যাবে না এবং জ্ঞান থেকেও যদি পাঠ করতে না বলেন তাহ'লেও পাঠ করা যাবে না। কারণ এরূপ অবস্থায় উপকার করার মানসিকতা নিয়ে পাঠ করতে গিয়ে বিরাট ধরনের অপকার হয়ে যেতে পারে। কারণ রোগী বিরক্ত হ'তে পারে। এমনকি বলে ফেলতে পারে যে, আমি এসব কিছুই বিশ্বাস করি না। [নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক]। অতএব যদি শুনতে চায় ও পাঠ করতে বলে তাহ'লেই পাঠ করা যাবে।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩)ঃ কোন্ কোন্ দিন ছিয়াম পালন করা নিষেধ? সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ দিন পড়ে গেলে করণীয় কি?

-আব্দুছ ছামাদ
মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কোন ফরয ছিয়ামের দিন পড়ে না গেলে নফল হিসাবে নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র জুম'আর দিবসে ছিয়াম রাখা যাবে না *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪২১; ছহীহ তিরমিযী হা/৭৪৪)*। তবে জুম'আর দিনের আগে অথবা পরে মিলিয়ে যদি রাখা হয় তাহ'লে দোষ নেই *(বুখারী 'কিতাবুছ ছাওম হা/১৯৮৫; মুসলিম হা/১১৪৪)*। ঈদের দিন ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪১৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭২২)*। যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখেও ছিয়াম রাখতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪১৮)*। চাঁদ উঠেছে কি উঠেনি এরূপ সন্দেহের দিনেও ছিয়াম রাখা যাবে না *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৩৩৪; ছহীহ তিরমিযী হা/৬৮৬)*। সোম অথবা বৃহস্পতিবারে নিষিদ্ধ দিন পড়ে গেলে সেদিন ছিয়াম রাখা যাবে না।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪)ঃ হিন্দুদের সালাম দেয়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী
রাজশাহী কলেজ, রাজশাজহী।

উত্তরঃ কোন অমুসলিম যদি সালাম দেয় তাহ'লে তার উত্তরে শুধুমাত্র 'ওয়া'আলায়কা' অথবা 'ওয়া'আলায়কুম' বলতে হবে *(বুখারী 'কিতাবুল ইসতিযান' হা/৬২৫৭, 'কিতাবু ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন' হা/৬৯২৮; মুসলিম হা/২১৬৪; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫২০৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯৭)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫)ঃ স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ একই হ'লে সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে কি? এরূপ হ'লে নাকি সন্তান জন্মের সম্ভাবনা কম থাকে কিংবা সন্তান বিকলাঙ্গ হ'তে পারে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা রক্ত মানুষের ভাল মন্দ করার কোন ক্ষমতা রাখে না। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬)ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচার করানো ব্যক্তির ইমামতিতে ছালাত আদায় হবে কি?

-শাহ মুয্যাম্মিল হক
জয়সারা, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অস্ত্রোপচার করানো গুনাহের কাজ। কিন্তু এ গুনাহের কারণে কেউ অমুসলিম হয় না। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যেহেতু একজন মুসলিম সেহেতু তার পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অধিকাংশ মুছল্লী শরী'আত সম্মত কোন কারণে কোন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করতে না চাওয়া সত্ত্বেও তিনি ইমামতি করেন তাহ'লে ইমামের ছালাতে সমস্যা হবে মুছল্লীদের নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষের ছালাত কবুল হয় না ... (তাদের একজন হচ্ছে) সেই ইমাম লোকেরা যাকে অপসন্দ করা সত্ত্বেও সে ইমামতি করে' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১১২৩ 'ইমারত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৬০)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আলোতে না অন্ধকারে পড়া উত্তম?

-ফরীদা বেগম
পশ্চিম মাতাপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আলোতে বা অন্ধকারে যে কোন অবস্থায় আদায় করা যায়। তবে কারো যদি অন্ধকারে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি বেশী আসে তাহ'লে তার জন্য অন্ধকারে ছালাত আদায় করাই উত্তম। কিন্তু হাদীছে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮)ঃ দুগ্ধপানকারী ছেলে শিশুর প্রস্রাবে কেবল পানির ছিটা দিয়ে ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু মেয়ে শিশুর বেলায় প্রস্রাবের স্থান পানি দিয়ে ধৌত না করলে পবিত্র হয় না এর কারণ কি?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী মিরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়ে শিশুর বেলায় এরূপ করতে বলেছেন। এজন্য ধৌত না করলে পবিত্র হয় না। কারণ কি তা জানা যাক বা না যাক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতে বলেছেন তাই করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমের আক্বীদাহ এরূপই হওয়া উচিত। তবে ইসলাম ধর্মের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলা কারণ ছাড়া চাপিয়ে দেননি। ইমাম শাফেঈকে এই প্রশ্ন করা হ'লে উত্তরে তিনি বলেন, ছেলে শিশুর পেশাব পানি এবং মাটি হ'তে তৈরি হয় আর মেয়ে শিশুর পেশাব গোশত এবং রক্ত থেকে তৈরি হয়। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ আদমকে মাটি ও পানি দিয়ে সৃষ্টি করেন। আর হাওয়াকে সৃষ্টি করেন আদমের বাঁকা পাজর থেকে। ফলে ছেলের পেশাব হয় পানি ও মাটি থেকে এবং মেয়ের পেশাব হয় গোশত ও রক্ত থেকে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৫২৫)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯)ঃ অনেক মসজিদে দেখা যায়, মুছল্লীরা মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে কিছু সময় বসেন। অতঃপর উঠে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অথচ আমরা জানি যে, মসজিদে ঢুকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসা যায় না। কোন্টা সঠিক?

-তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বসার পূর্বে দু'রাক'আত তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় না করে বসা সুন্নাত বিরোধী কাজ। এরূপ যারা করেন তারা সুন্নাত বিরোধী আমল করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০)ঃ ব্যবসায়ের মূলনীতি কি? দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুনীরুল আলম
বায়া মেডিকেল সেন্টার, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। ব্যবসা-বাণিজ্যের কয়েকটি মূলনীতি হচ্ছে- (১) সূদ না থাকা। কেননা তা হারাম *(বাক্বারাহ ২৭৮-৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, তারা সবাই সমান অপরাধী *(মুসলিম ৩/১২১৯ পৃঃ)*। (২) মাপে কম না দেয়া ও ওযনে বেশী না নেওয়া। আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম করে। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' *(আত-তাতফীফ ১-৩)*। (৩) ধোঁকা না দেওয়া। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাজারের মধ্যে এক খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার মধ্যে আর্দ্রতা পেলেন। তিনি বিক্রেতাকে বললেন, হে খাদ্য বিক্রেতা! কি ব্যাপার? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তা স্তূপের উপরিভাগে রাখলে না কেন? তাহ'লে লোকে দেখতে পেত। জেনে রেখ, যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম ১/৯৯পৃঃ)*। (৪) পণ্যের দোষ গোপন না করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রয় করা বৈধ নয়। তবে যদি সে তা বলে বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ হবে *(ইবনু মাজাহ ২/৭৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৭০৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি তারা দু'জন (ক্রেতা-বিক্রেতা) মিথ্যা বলে ও পণ্য বা মুদ্রার দোষ গোপন করে, তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে' *(বুখারী, ফাতহুল বারী ৪/৩২৮পৃঃ)*। (৫) দালালী না করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্রেতার ভান করে তোমরা পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিও না' *(বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৪)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১)ঃ জাহান্নামের কাজ-কর্মে ১৯ জন ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের ৭০ হাযার ডান হাত ও ৭০ হাযার বাম হাত রয়েছে। প্রত্যেক হাতে ৭০ হাযার তালু আছে, প্রত্যেক তালুতে ৭০ হাযার আঙ্গুল আছে। প্রত্যেক আঙ্গুলের মাঝে ৭০ হাযার অজগর সাপ আছে। প্রত্যেক সাপের মুখে একটি করে দেশী সাপ আছে। আর দেশী সাপের দৈর্ঘ্য ৫০০ বছরের রাস্তা। প্রত্যেক সাপের মুখে ১টি করে বিচ্ছু আছে। ঐ বিচ্ছু একবার কামড় দিলে ৭০ বছর জ্ঞান থাকবে না। এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি কোন হাদীছ নয়।

প্রশ্ন (২২/১৪২)ঃ সহো সিজদার সঠিক পদ্ধতি কি?

-সুজন
গেরানী, এথেন্স, গ্রীস।

উত্তরঃ রাক'আত কম হ'লে বা বেশী হ'লে অথবা কত রাক'আত হয়েছে তা নির্ণয় করতে না পারলে কিংবা তাশাহহুদ ছুটে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে। রাক'আত কম হ'লে পূর্ণ করার পর তাশাহহুদের বৈঠক শেষ করে দু'টি সিজদা দিতে হবে। রাক'আত বেশী হ'লে সালাম ফিরানোর পরে হোক অথবা আগে হোক দু'টি সিজদা দিয়ে সালাম ফিরতে হবে। তাশাহ্হুদ ছুটে গেলে সিজদা দেয়ার

পর সালাম ফিরতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৪, ১০১৫, ১০১৭, ১০১৮)*। তবে ডাইনে একটি সালাম দিয়ে সিজদায়ে সহো করার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। অমনিভাবে সিজদায়ে সহো করার পরে তাশাহহুদ পড়ারও কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৪)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩)ঃ রামাযানে দিনের বেলায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক সহবাস করে তাহ'লে এজন্য স্ত্রীর গোনাহ হবে কি? এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কি?

-আব্দুস সাত্তার
অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ রামাযানের ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। সুতরাং স্বামী যদি ছিয়াম পালনকারী স্ত্রীর সাথে জোর পূর্বক সহবাস করে তাহ'লে সে গোনাহগার হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী দায়ী হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুলবশতঃ ও বাধ্যগত অবস্থায় কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫)*। এমতাবস্থায় স্বামীকে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা ও কাফফারা দু'টিই আদায় করতে হবে। আর স্ত্রীকে কেবল উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৪ পৃঃ)*। এরূপ ছিয়াম ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। কিংবা দু'মাস একাধারে ছিয়াম পালন অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪)ঃ আমরা জানি শিরক বড় গুনাহ। এই শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি?

-আযীযুল ইসলাম
গন্ধর্ববাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শিরক একটি অমার্জনীয় পাপ *(নিসা ৪/৪৮)* যাকে আল্লাহ মহা যুলুম বা অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন *(লোক্বমান ১৩)*। তবে সে প্রকৃতপক্ষে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে শিরক থেকে ফিরে আসলে এবং আমলে ছালেহ করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ বলেন, 'তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে' *(ফুরক্বান ৭০-৭১)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫)ঃ মুস্তাহাব গোসলের নিয়ম কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুস্তাহাব ও সাধারণ গোসলের সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলে সমস্ত দেহে পানি ঢালবে কিংবা পুকুর, খাল, নদীতে গোসলের ক্ষেত্রে ডুব দিবে। উল্লেখ্য যে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দার মধ্যে গোসল করা আবশ্যক *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬)ঃ মসজিদের মেহরাব সংলগ্ন দু'পাশের দেয়ালে দৃষ্টি সীমার মধ্যে কা'বা এবং মসজিদে নববীর টাইল্স লাগানো যাবে কি?

-শাহীনুর রহমান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মুছল্লীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন কিছু মসজিদের দেয়ালে বা মেহরাবে লাগানো যাবে না। ছালাতের সময় এগুলি চোখে পড়লে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি চাদরে ছালাত আদায় করেন যাতে বুটা ছিল। তিনি তার বুটার দিকে একবার নযর করলেন। তিনি ছালাত শেষে বললেন, আমার এ চাদরটি এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার 'আম্বেজানীয়া' চাদর নিয়ে আস। কেননা এখনই এ চাদর আমার ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করল *(বুখারী, মুসিলম, মিশকাত হা/৭০১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল, যা দ্বারা তিনি ঘরের একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার এ পর্দা সরিয়ে ফেল। কারণ তার ছবি সমূহ আমার ছালাতের মাঝে আমার চোখে পড়ে *(বুখারী মিশকাত হা/৭০২)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বে ৭টি মাটির ঢেলার মাধ্যমে পায়খানার দ্বার মুছে নেয়ার পর পানি দ্বারা গোসল করাতে হয়। একথা কি ঠিক?

-ছাদরুল ইসলাম
মেলান্দী, গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ একথা ঠিক নয়। মৃতব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম হচ্ছে ওযূ করানো পর গোসল দেয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৪)*। কাজেই গোসলের পূর্বে ওযূ ছাড়া অন্য কিছুই করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮)ঃ যিলহজ্জ মাসের ১ তারিখ হতে ১০ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায় কি?

-ইদরীস
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যিলহজ্জের প্রথম হ'তে নবম তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম পালন করা যায়। হাফছা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আশুরার ছিয়াম, যিলহজ্জের ১ম দশকের ছিয়াম, প্রতি মাসে তিন দিনের ছিয়াম এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত ছাড়তেন না *(নাসাঈ হা/২৪১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈকা স্ত্রী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যিলহজ্জের নয়টি ছিয়াম, আশুরার ছিয়াম এবং প্রতি মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করতেন *(নাসাঈ হা/২৪১৭, ২৩৭২; আবূদাঊদ হা/২১০৬)*। তবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। এক্ষণে উভয় হাদীছের সমন্বয় এটাই হ'তে পারে যে, এটি নফল ছিয়াম। অতএব রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯)ঃ যিলহজ্জ মাসে যে তাকবীর বলার কথা এসেছে তার নির্দিষ্ট সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল ইসলাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম হ'ল আরাফার দিন সকাল হ'তে মিনায় অবস্থানের শেষ দিন আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। তবে যিলহজ্জের প্রথম দিন হ'তে কুরবানীর পরের তিন দিন পর্যন্ত তাকবীর বলা যায় *(মির'আত ৫/৯০ পৃঃ)*। আলী (রাঃ) আরাফার দিন ফজরের পর থেকে ঈদের পরের তিন দিনের শেষ দিন আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন *(ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। তবে ঈদুল ফিতরের দিন ফজর হ'তে ঈদের ছালাত পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করার প্রমাণ পাওয়া যায় *(ইরওয়াউল গালীল হা/৬৫০)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০)ঃ যিলহজ্জ মাসে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আইয়ামে বীয-এর ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিগণ যিলহজ্জ মাসে ২দিন ছিয়াম পালন করবেন। কারণ প্রতি মাসে দু'টি ছিয়ামও পালন করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি প্রতি মাসে একদিন ছিয়াম পালন কর। লোকটি বলল, আমি এর চেয়ে বেশী পারব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি প্রতি মাসে দু'দিন ছিয়াম পালন কর। লোকটি বলল, আমি এর চেয়ে বেশী পারব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন কর *(নাসাঈ হা/২৪৩৪, ২৩৯৪)*। তবে যিলহাজ্জের ১৪, ১৫, ১৬ও রাখতে পারেন *(আবুদাঊদ হা/২৪৫৩)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১)ঃ গর্ভবতী মহিলা নফল ছিয়াম পালন করতে পারে কি?

-জেসমিন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ গর্ভবতী মহিলার জন্য নফল ছিয়াম না রাখাই ভাল। কারণ ফরয ছিয়ামের ব্যাপারে তাকে ছাড় দেয়া হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরকে ছিয়াম পালনের ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন এবং ছালাত অর্ধেক করে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও বাচ্চাকে দুধ পানকারিণী মহিলাকে ছিয়াম পালন করার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন *(নাসাঈ হা/২২৭৪, ২২৭৫)*। গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিণী মহিলা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করলে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে তার ফিদইয়া স্বরূপ অন্যকে খাদ্য খাওয়াবেন *(আবুদাঊদ হা/২৩১৮)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২)ঃ জুম'আর দিন নফল ছিয়াম পালনে শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

-মোবারক
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট করে কেবল জুম'আর দিন ছিয়াম পালন করা যাবে না। তার সাথে আগে অথবা পরে একদিন যোগ করে ছিয়াম রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন শুধু জুম'আর দিন নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন না করে। তবে তার একদিন আগে অথবা একদিন পরে রাখলে জুম'আর দিন রাখা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫১ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/২৪২০)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩)ঃ ছালাতে দাঁড়ানোর সময় দু'জনের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ালে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আবু তালিব
কিশোরপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে দাঁড়ানোর সময় সীসাঢালা প্রাচীরের মত একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়াতে হবে। মধ্যে ফাঁকা রাখলে শয়তান প্রবেশ করে এবং মুছল্লী রহমত হ'তে বঞ্চিত হয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কাতার সোজা করবে, বাহু সমূহ সমপর্যায়ে রাখবে, ফাঁকা সমূহ বন্ধ করবে এবং তোমাদের ভাইদের সাথে নরম হয়ে থাকবে। মধ্যখানে শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারকে মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমতের সাথে মিলান। আর যে ব্যক্তি কাতারে ফাঁকা রাখে আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত হ'তে পৃথক রাখেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*। অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম, আমি শয়তানকে কাতার সমূহের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে দেখছি, যেন সে কালো ছাগলের বাচ্চা। কাজেই তোমরা প্রাচীরের মত কাতার মিলিয়ে দাড়াও *(নাসাঈ হা/৮১৫; আবূদাঊদ হা/৬৭৩)*। অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা বন্ধ করবে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৫, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২, ২৫৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা বন্ধ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৮৯২)*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'যখন বান্দা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আর ফেরেশতা তার উপর নেকী ছিটিয়ে দেন *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৫১৬ পৃঃ ১৮৯২ নং হাদীছের অধীনে)*। অন্য বর্ণনায় আছে যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন, আর ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা চান *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫৩২)*। অন্য বর্ণনায় আছে যারা কাতারের ফাঁকা বন্ধ করতে যায় তাদের পদক্ষেপে সবচেয়ে বেশী নেকী হয় *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫৩৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪)ঃ পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পূজা মন্ডপে সরকারীভাবে চাউল বিতরণ এবং এককালীন অনুদান প্রদান করা যায় কি?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

www.at-tahreek.com

উত্তরঃ প্রত্যেক অমুসলিম মুসলমানের কাছে পূর্ণ সদাচরণ পাওয়ার হক রাখে। তবে তারা তাদের পূজার কোন সুযোগ-সুবিধা মুসলমানের কাছে পাওয়ার অধিকার রাখে না। কারণ পূজার সবকিছুই শিরকী কাজ, যা সবচেয়ে বড় গোনাহ। আর শিরক হ'ল সবচেয়ে বড় পাপ। আর পাপের সহযোগিতা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদা ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫)ঃ উছূলে হাদীছের নীতিমালার আলোকে ছালাতুত তাসবীহ সংক্রান্ত হাদীছগুলি সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে বিভিন্ন সনদের আলোকে তা সবলতার পর্যায়ে পৌঁছে, বিধায় হাদীছগুলি আমলযোগ্য বলে মনে হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-জাহাঙ্গীর আলম
পাথরঘাটা, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং কেউ এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'মুরসাল', কেউ 'মওকূফ', কেউ 'যঈফ', কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে মনে করে তাকে স্বীয় ছহীহ আবূদাঊদে *(হা/১১৫২)* সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিধায় 'দারুল ইফতা' বিষয়টি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে *(দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩ নং হাদীছ ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮ হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ৩/২৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬)ঃ কথিত আছে এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিরাজকে অস্বীকার করে। একদা সে মাছ ক্রয় করে স্ত্রীকে কুটা-বাছার জন্য বলে নদীতে গোসল করতে যায়। গোসলের জন্য নদীতে ডুব দিলে স্ত্রীলোকে পরিণত হয়। তারপর তার অন্যত্র বিবাহ হয় এবং তিনটি সন্তান হয়। কোন একদিন আবার গোসল করতে এসে নদীতে ডুব দিলে পুরুষ হয়ে যায়। সে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী মাছ কুটা-বাছা তখনও করছে। সে বলে আমি তিন সন্তানের মা হয়ে আসলাম আর তুমি এখনও মাছ কুটা-বাছাই শেষ করনি। এ ঘটনা কি সত্য?

-আহমাদুল্লাহ
গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তরঃ এ ঘটনা সত্য নয়। প্রকাশ থাকে যে, মানুষ পাপের কারণে নারীতে পরিণত হয় না। তবে শুকর বানরে পরিণত হ'তে পারে *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০৪/২৬৯৯; আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫১৯৯; বুখারী, ইবনু মাজাহ হা/৪০২০)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭)ঃ মহিলাদের ফরয ছালাতে ইক্বামত দিতে হবে কি?

-খাদীজা খাতুন
পাঁচাবাধ, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মহিলাদের ফরয ছালাতে ইক্বামত দিতে হবে। কারণ ইক্বামত একটি যিকির। আয়েশা (রাঃ) আযান দিতেন, ইক্বামত দিতেন এবং মহিলাদের ইমামতি করতেন, তিনি তাদের মাঝে দাঁড়াতেন *(বায়হাক্বী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪)*। মহিলাদের আযান ইক্বামত দিতে হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তামামুল মিন্নাহ ১৫৩ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮)ঃ মুসাফির ব্যক্তি বাড়ী ফেরার সময় যোহর-আছর জমা ও কছর করতে পারে কি?

-গুলযার আলী
ফরক্কাবাদ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুসাফির বাড়ী পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত মুসাফির থাকে। তাই সে যোহর-আছর জমা কছর ও করতে পারে *(আবূদাঊদ হা/১২০৮; তিরমিযী ৫৫৩)*। তবে বাড়ী পৌঁছে গেলে পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ সে তখন আর মুসাফির থাকে না।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯)ঃ ক্বাযা ছালাতের সুন্নাত আদায় করতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ আলী
ফরক্কাবাদ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাতের সুন্নাত আদায় করা ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ক্বাযা সুন্নাত আদায় করেন। একদা তিনি (ছাঃ) ঘুমিয়ে যান। তিনি সূর্য উঠার পর ফজরের ছালাত আদায় করেন। প্রথমে সুন্নাত পড়েন ও পরে ফরয পড়েন *(মুসলিম হা/৪৭৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/..)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জুম'আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে আর ছালাত দীর্ঘ হবে। অথচ আমাদের দেশে সব মসজিদেই এ হাদীছের বিপরীত আমল দেখা যায়। বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে চাই।

-শহীদুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে আর ছালাত দীর্ঘ হবে- এর অর্থ হ'ল, খুৎবা তার মান অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হবে। আর ছালাতকে তার সুন্নাত অনুযায়ী দীর্ঘ করতে হবে *(বিস্তারিত দেখুন মির'আত ৪/৪৯৬ পৃঃ)*। অত্র হাদীছটির ব্যাখ্যা অন্য হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ছালাত হবে মধ্যম এবং খুৎবা হবে মধ্যম *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। তবে খুৎবা দীর্ঘ করা সম্পর্কেও হাদীছ এসেছে *(মুসলিম হা/২৮৯২ 'ফিতান' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ; মির'আত ৪/৪৯৬)*।